প্রাণ-প্রবাহিণী

ও

অন্যান্য গল্প

—○•○—

আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন
রচিত

দি রিভার অফ লাইফ্ এণ্ড আদার ষ্টোরিজ

—:•:—

অনুবাদক:
পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান বুক ডিপো
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রচ্ছদ শিল্পী :

শ্রীকমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক :—

তারাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

হিন্দুস্থান বুক ডিপো

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মুদ্রাকর :

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ভিস প্রিণ্টার্স

৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

মূল্য ৩৲

আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন

আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে কিছুদিন রুশ বাহিনীতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সামরিক বৃত্তি ত্যাগ ক'রে তিনি সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। সেনানায়ক থেকে শিল্পী হ'লেন কুপ্রিন। 'দি ডুয়েল,' উপন্যাসখানি রচনা ক'রে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন; তারপর 'ইয়ামা,' 'গ্যাম্‌ব্রিনাস্‌' প্রভৃতি উপন্যাস ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থে তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সাহিত্য জগতে।

কুপ্রিনের প্রতিভা বিষয় বস্তুর অপেক্ষা রাখে না; তিনি প্রাণ ধর্মের প্রেমিক। চরিত্র চিত্রাঙ্কণে তাঁর হৃদয়াবেগের পর্যাপ্ত প্রক্ষেপ থাক্‌লেও সেগুলি বাস্তব পটভূমিকাকে ছাপিয়ে কৃত্রিম, দৃষ্টি-কঠোর হ'য়ে ওঠেনি; সে বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি যেমন সত্যমুখী ও তীক্ষ্ণ, লেখনী তেমনি দৃঢ় ও সঙ্কোচমুক্ত। তাঁর শিল্প-দৃষ্টিতে বিশাল জগৎ প্রাণের ঐশ্বর্যে অক্ষয় এবং প্রকৃত বাস্তব বিচিত্র রহস্যে বিস্ময়কর হ'য়ে ফুটে উঠেছে; তিনি ঝাঁপ দিয়েছেন প্রাণ-প্রবাহিণীর বিপুল তরঙ্গে। কথাচিত্রকর হ'লেও কুপ্রিনকে বলা হয় প্রাণের কবি। তাঁর কাহিনী-গুলি প্রাণের বিচিত্র লীলায় ছন্দিত এবং অপূর্ব বিন্যাশ ভঙ্গীতে অপরূপ ও অনিন্দনীয়। এই অনুবাদ খণ্ডে তাঁর যে তিনটি গল্প সন্নিবেশিত হ'য়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ পৃথক। 'দি রিভার অফ্‌ লাইফ'-এর (প্রাণ-প্রবাহিণী) বোহিমীয় জীবনের উৎকট উদাসীন বীভৎসতা; 'দি আউটরেজ'-এর (বিপর্যয়) সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয়দের দুঃসাহসিক অভিযান; এবং 'দি উইচ্‌ বা অলিয়ে-সিয়া'তে (কুহকী) রহস্যময় কুহক-রাজ্যের অপার্থিব সৌন্দর্য—এই সব মনোহর সজীব চিত্র কুপ্রিনের তুলিতেই সম্ভব হ'য়েছে।

স্বচ্ছ প্রাঞ্জল অথচ অবিকৃত যথাযথ অনুবাদই হ'লো অনুবাদ সাহিত্যের সার্থকতা; তার ব্যতিক্রমে গ্রন্থকারের প্রতি অবিচার করা হয়; সে বিষয়ে যদি কৃতকার্য হ'য়ে থাকি তাহ'লে আমার সুধী সাহিত্যরসিক সুহৃদ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ চৌধুরী মহাশয়ের আন্তরিক সাহায্যেই সাফল্য সম্পূর্ণ হ'য়েছে।

প—ব—

যার উৎসাহ সহযোগিতায় কুপ্রিনের গল্প অনুবাদের সূত্রপাত, গ্রন্থখানি সেই মল্লিকাকেই দিলাম।

প—ব—

সূচীপত্র

প্রাণ-প্রবাহিনী

যখন বাইরে যায় তখন তার ঘর খুলে তার সব জিনিষপত্র যাতায়াতের পথে অথবা সিঁড়িতে রাখে; মাঝে মাঝে নিজের কামরাতেও জড়ো করে। পুলিশ তার উপর খুবই সদয়, তার আতিথেয়তা আর খুসীভরা স্বভাবের জন্য এবং বিশেষ করে তার হাসিমাখা সহজ অনাড়ম্বর নির্লিপ্ত শিষ্টাচারের জন্য, যা দিয়ে সে প্রত্যেক লোকের সাময়িক হৃদয়াবেগে সাড়া দিত।

ছেলে মেয়ে তার চারটি। বড়ো দুটি, রোম্‌কা আর আলিচ্‌কা, এখনো ইস্কুল থেকে ফেরেনি এবং ছোটো দুটো, য়্যাড্‌কা সাত বছরের আর এড্‌কা পাঁচ বছরের, গোঁট্টাগোট্টা ছেলে—প্রথম বসন্তের রোদে-পোড়া মুখে ব্রণ ভরা—গালে কাদা মাটি মাখা—তার উপর চোখের জল গড়িয়ে পড়ার দাগ. তারা সব সময়েই মার কাছে ঘুর-ঘুর করছে—দুজনে টেবি-লের পায়া ধরে খাবার চাইছে। সব সময়েই তাদের ক্ষিদে কারণ মা তাদের খাবারের দিকে লক্ষ্য রাখেনা। কোনো রকমে তারা খেয়ে যায়—মাঝে মাঝে যা হোক কিছু চাইলেই একটা সাধারণ ছোট্ট দোকানে তাদের পাঠিয়ে দেয়। ঠোঁট দুটো ছুঁচোলো ক'রে ভুরু কুঁচ্‌কে চোখ কপালে তুলে [illegible]ড্‌কা চীৎকার করে বল্‌লে, "তোকে দেখতে ঠিক এই রকম। তুই [illegible]াকে ভ্যাঙচাতে পারবিনা।" এড্‌কা খালি পা দিয়ে অপর পায়ের গুলি [illegible]াতে চুলকাতে নাকি স্বরে বল্‌লে, "দেখ, পারি কিনা।"

জানালার ধারে টেবিলের কাছে বসে রিজার্ভ সেনাদলের লেফটন্যাণ্ট [illegible]লরিয়াণ আইভেনোভিচ্ চির্ঝৈভিচ—তার সামনে একটা রেজিষ্টার, [illegible] সে ভাড়াটেদের ছাড় পত্রের বিবরণ লেখে। কিন্তু গত কালের [illegible] পর থেকে কাজ ভালো চলছে না—চিঠি-পত্রগুলো এলো-মেলো [illegible] গেছে—তার কাঁপা আঙুলেতে কলম বাগে আসছে না—শরৎ [illegible] হাওয়ায় টেলিগ্রাফ পোষ্টে কান পাত্‌লে যেমন শব্দ শোনা যায়

তেমনি ভোঁ ভোঁ করছে তার কান। মাঝে মাঝে তার মনে হচ্ছে মাথাটা যেন ফুলতে স্বরু হচ্ছে—ফুলেই চলেছে—সেই সঙ্গে টেবিলের খাতা খানা, দোয়াতদানি আর লেফ্‌টন্যাণ্টের হাত যেন অনেক দূরে সরে চলেছে এবং খুব ছোট্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার খাতাখানা তার চোখের কাছে চলে আসছে—দোয়াতদানি বড়ো হ'তে হ'তে সংখ্যায় বাড়তে থাকে আর তার মাথাটা ছোটো হ'তে হ'তে এক অদ্ভুত আকারে পরিণত হয়।

লেফট্‌ন্যাণ্ট চিঝেভিচের চেহারাতে প্রকাশ পাচ্ছে আগেকার সৌন্দর্য আর হারানো পদমর্যাদা। কালো কালো চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, —গরদানের খানিকটায় লোম-ওঠা দাগ। দাড়ি বেশ সৌখীন ভাবে ছাঁটা ছুঁচোলো ক'রে—মুখখানা রুগ্ন মলিন, বিবর্ণ—লাম্পট্য মাখা।

'সারবিয়া'তে তার অবস্থাটা গোলমেলে রকমের। ম্যানা ফ্রেড্‌রি কোভ্‌নার হয়ে সে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে—ছেলে মেয়েদের পড়া নেয়, শিষ্টাচার শেখায়—বাড়ীর হাজিরা খাতা লেখে, বাসাড়েদে হিসাব রাখে—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, রাজনীতির কথা ক সাধারণতঃ খালি কামরার একটাতে সে ঘুমায়—আর অতিথিদের সং বেশী হ'লে চলাচলের পথে স্প্রিংগদি বেরিয়ে আসা পুরানো একটা সো শোয়। যখন এতে শুতে হয়, লেফট্‌ন্যাণ্ট তার যা কিছু সম্বল সম্ব টাঙ্গিয়ে রাখে সোফার গায়ে পেরেকে—তার ওভার কোট—টু সকালকার কোট, পুরানো হয়ে এঁসো উঠ্‌ছে, সেলাইয়ের জায়গাগুলো তা হলেও বেশ পরিষ্কার। একটা মোনোপোল কাগজের কলার, অফিসারের টুপি—নীল ব্যাণ্ড দেওয়া; কিন্তু তার নোট বই আর একজনের নামের প্রথম অক্ষর লেখা রুমালটা রাখে বালিসের নীচে

বিধবা লেফ্‌টন্যাণ্টকে রেখেছে তার হাতের মুঠোয়। সে আমায় বিয়ে করো তা হলে তোমার যা কিছু ক'রে দেব! সমস্ত

পোশাক পরিচ্ছদ তোমার যা দরকার ; চমৎকার এক জোড়া বুট, যায় তার গলস্ (জুতার উপর পরবার রবারের জুতা)। তুমি সব পাবে, এমন কি ছুটির দিনে আমার স্বামীর ঘড়ি আর চেনও তোমায় পরতে দেব। কিন্তু লেফট্ন্যান্ট এখনও ভাবছে সে বিষয়ে। তার কাছে তার স্বাধীনতার দাম ঢের বেশী এবং আগেকার সেই অফিসারের পদমর্যাদাকে এখনও সে মূল্যবান মনে করে। যাই হোক, সে সেই মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদেরই কিছু কিছু ব্যবহার করছে।

(২)

কখনো কখনো ঝড় উঠতো বাড়ীওয়ালীর কামরায়। ব্যাপার হতো কি—লেফট্ন্যান্ট তার ছাত্র রোম্কার সহায়তায় অপর কোনো লোকের এক গাদা বই হয়তো বেচে দিলে পুরানো বইয়ের দোকানে, বাড়ীওয়ালীর অনুপস্থিতির সুযোগে কখনো বা দিনের বেলা কোনো কামরার ভাড়াটা [illegible] দিলে, অথবা সে গোপনে গোপনে পরিচারিকার সঙ্গে একটু সরস [illegible] পাতাতে শুরু করলো। এই সেদিন লেফট্ন্যান্ট রাস্তার ওপারে [illegible] মদের দোকানে য়্যানা ফ্রিড্রিকোভ্নার ওঠনা ব্যবস্থার অপব্যব-[illegible]রে এসেছে। এই কথা বেরিয়ে পড়তেই ঝগড়া হলো শুরু, গালা[illegible]র হাতাহাতি ; বারান্দায় সব কামরার দরজাগুলো খুলে গেল—ভ্যা[illegible] সকলে উৎসুক হয়ে মাথা বার করে দেখতে লাগল। য়্যানা [illegible]ভ্না এত জোরে চীৎকার করছিল যে তার গলা রাস্তা থেকে ঘটনা[illegible]চ্ছে।

ছড়িয়ে[illegible] বেরো এখান থেকে—বদমায়েস কোথাকার, দূর হ' হতচ্ছাড়া ; কালে[illegible]ক্ত-জল-করে রোজকারের টাকার প্রতিটি পয়সা তোর পিছনে

খরচ করেছি। আমার ছেলে মেয়েদের জন্যে পরিশ্রম করে আমি রোজ-কার করছি আর তুই সেই পয়সায় তোর পেট ভরাচ্ছিস্।"

স্কুলের পোড়ো রোম্‌কাও তার মায়ের স্কার্টের পিছন থেকে মুখ ভেংচে চেঁচিয়ে উঠলো—"তুই আমাদের পয়সায় পেট ভরাচ্ছিস্।"

য়্যাড্‌কা আর এড্‌কাও তাতে যোগ দিল—"তুই পেট ভরাচ্ছিস্।"

হোটেলের চাকর আরসেনী চুপচাপ এসে বুকে করে চেপে ধরলো লেফ্‌-টন্যাণ্টকে। ন' নম্বর কামরা থেকে সৌখীন করে দু ভাগে আঁচড়ানো কালো দাড়িওয়ালা হোঁৎকা লোকটা অন্তর্বাস পরা অবস্থাতে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে—মাথায় আবার কি কারণে গোল টুপি চাপানো ছিল তার—জোর গলায় উপদেশ দিল—"আরসেনী, ওর চোখ দুটোর মাঝ বরাবর এক ঘা কষিয়ে দাও।"

এই ভাবে লেফ্‌টন্যাণ্টকে তাড়িয়ে সিঁড়িতে আনা হলো। বারা-ন্দার দিকে সিঁড়ির উপর একটা খোলা জানালা ছিল, য়্যানা তার ভেতর দিয়ে ঝুঁকে লেফ্‌টন্যাণ্টকে তখনও গাল পাড়্‌ছিল..."জানোয়ার কোথাকার খুনে......লম্পট......নর্দ্দমার ময়লা।"

বারান্দা থেকে ছেলেগুলো চেঁচিয়ে তাদের গলা ধরিয়ে ফেললে—"নর্দ্দ-মার ময়লা কোথাকার, নর্দ্দমার ময়লা।"

"এখানে আর পাত পাড়তে আসিস্ নি; নিয়ে যা তোর যত সব নোংরা জিনিষপত্র—নিয়ে যা—নিয়ে যা।"

তাড়াতাড়িতে লেফ্‌টন্যাণ্ট তার যে-সব জিনিষপত্র উপর তলায় ফেলে এসেছিল, সেগুলো তার উপর এসে পড়তে লাগলো—ছড়ি—কাগজের কলার—নোট বই। লেফ্‌টন্যাণ্ট তলার সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে ঘুষি ছুড়লো। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে; বাঁ চোখের তলায় চোট লাগা জায়গাটা লাল হয়ে উঠেছে—বল্লে—

"তুই দাঁড়া ইতর কোথাকার, সব কথা বলে দিচ্ছি গিয়ে আসল জায়গায় যে, কতকগুলো কোট্‌না মিলে সব বাসাড়েদের লুঠ করছে।"

"যা যা, গায়ের চামড়া থাকতে থাকতে সরে পড়," চড়া গলায় বললে আরসেনী, লেফ্‌টন্যাণ্টকে তার পিছন থেকে কাঁধে করে ধাক্কা দিতে দিতে।

"দূর হ' শূয়োর কোথাকার; অফিসারের গায়ে হাত তোলবার তোর অধিকার কিরে?" বুক ফুলিয়ে বললে লেফ্‌টন্যাণ্ট—"আমি সব জানি। তোরা এখানে যাদের পাসপোর্ট নেই তাদের থাকতে দিস্‌। তোরা যত চোরাই মাল নিস্‌ আর এটা একটা গনিকা……"

কথা শেষ হবার আগেই আরসেনী থপ্‌ করে লেফ্‌টন্যাণ্টকে পিছন থেকে ধরলো, দরজাটা ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দে বন্ধ হয়ে গেল, তারা দুজনে বলের মত গড়িয়ে পড়লো রাস্তায়—তখন সম্পূর্ণ কথাটা ঝাঁঝ নিয়ে বেরিয়ে এলো…"গনিকালয়"।

বরাবর যেমন হয়েছে এর আগে, লেফ্‌টন্যাণ্ট চিঝেভিচ আজ সকালে ফিরলো—অনুতপ্ত হয়ে, কোনো লোকের বাগান থেকে তোলা একটা লিলাকের তোড়া নিয়ে। তার মুখখানা বিমর্ষ, চোখের কোনে নীলদাগ, কপালটা হলদে, পোষাক পরিচ্ছদ ঝাড়া হয়নি, চুলেতে ছোট ছোট পালক। ধীরে ধীরে মিট্‌মাট শুরু হ'লো। য়্যানা ফ্রিড্‌রিকোভ্‌নার তখনও মনঃপুত হয়নি, তার প্রণয়ীর সেই বিনীত দৃষ্টি আর অনুতাপের কথা, বরং রাগ হচ্ছিল…তার সেই নাগরটি কার কুঞ্জে তিন রাত্রি কাটালো, জানতে না পেরে।

খুব শান্ত মোলায়েম স্বরে ঈষৎ কাঁপা গলায় লেফ্‌টন্যাণ্ট আরম্ভ করলো—"ওগো য়্যানা……কোথায়……"

বাড়ীওয়ালী তাকে বাধা দিয়ে অবজ্ঞা ভরে বলে উঠলো—"কী, কে

তোর য়্যানা রে···আমি শুনতে চাই? আমি কোনো ইতর রাস্তার ঝাড়ুদারের প্রাণের য়্যানা নই।"

"আমি কেবল জিজ্ঞাসা করছি যে; 'প্রস্কোভিয়া উভার্টিসেভা, বয়স ৩৪ বৎসর'—এর ঠিকানা কি লিখবো; এতে তো কিছুই লেখা নেই!"

"ওকে চোরা বাজারে পাঠিয়ে দে আর তুইও যা সেইখানে। ভাল জোড় মিলেছে তোদের। নয়ত তুই যা ভাড়াটে নিদ্‌খানায় থাকবি যা।"

'ইতর জানোয়ার কোথাকার'—লেফ্‌টন্যান্ট মনে মনে বললে বটে কিন্তু প্রকাশ্যে কেবল একটা গভীর আনুগত্যসূচক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো—"শুনছো য়্যানা, তুমি বোধহয় আজ খুব বিচলিত হয়েছ।"

"বিচলিত! যাই হইনা আমি? আমি জানি আমি হচ্ছি একটা সৎ, কর্মীষ্ঠ মেয়ে মানুষ······বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে···জারজগুলো কোথাকার"—বলে চেঁচিয়ে উঠলো ছেলেমেয়েদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে য়্যাড্‌কা আর এড্‌কার কপালে পড়লো পটাপট্‌ চামচের ঘা, ঠিক টিপ্‌ করা। ছেলে গুলো নাকে কাঁদতে শুরু করলো।

বাড়ীওয়ালী রাগে গর্জ্জন করে উঠলো—"আমার কাজের উপর আর আমার উপরও অভিসম্পাত আছে! যখন সোয়ামীর সঙ্গে ছিলাম আমার কখনও দুঃখ ছিল না—এখন সব কুলিগুলো হয়েছে মাতাল, চাকরানিগুলো হয়েছে সব চোর। উঃ, ওরে আপুদে ছোঁড়াগুলো······ঐ প্রোস্কাটা ১২ নম্বর ঘরের মেয়েটার মোজা চুরি করবার পর দুদিন তার আর দেখা নেই এখানে। পরের পয়সায় ফূর্তি করতে বেশ আছে সব—কাজের বেলা কুটি নড়ে না।"

কথাগুলো য়্যানা কাকে লক্ষ্য করে বল্‌ছে লেফ্‌টন্যান্ট তা ভাল ভাবে জানলেও পাথরের মত চুপচাপই ছিল। বিগস্‌ (এক প্রকার রুশীয় খাদ্য) রান্নার সুঘ্রাণ পেয়ে তার মনে ভোজনের ক্ষীণ আশা জাগছিল। সেই

সময় দরজা খুলে আরসেনী ঢুকলো—সোনার ক্লিপ লাগানো টুপিটা না [illegible]—তাকে দেখাচ্ছিল ঠিক খোজার মত, কদাকার মুখ খানায় গর্ত গর্ত দাগ। এই নিয়ে কম পক্ষে চল্লিশ বার চাকরি নেওয়া হ'লো য়্যানার কাছে। মাতলামো শুরু হওয়ার গোড়ায় কিছুদিন চাকরিটা থাকে ঠিক, তার পরই বাড়ীওয়ালী তাকে পিটিয়ে রাস্তায় বার করে দেয়, প্রথমে তার চাপরাশ—তেভাঁজ টুপিটা কেড়ে নিয়ে।

তখন আরসেনী একটা সাদা লোমশ ককেসীয় টুপি মাথায় দিয়ে নাকে-আঁটা ঘননীল চশমা পরে বিপরীত দিককার সরাবখানায় গিয়ে যথা সর্বস্ব মদে উড়িয়ে তম্বি করে বেড়াবে; শেষ পর্যন্ত নেশার ঝোঁকে কোনো এক নির্বিকার খানসামার বুকের উপর পড়ে ফ্রিড্‌রিকের প্রেমে হতাশ হওয়ার দরুণ খানিক কাঁদবে আর লেফ্‌টেন্যান্টকে খুন করবে ব'লে শাসাতে থাকবে। নেশা ছুটে গেলে তখন আবার 'সারবিয়া'তে এসে বাড়ীওয়ালীর পায়ে পড়ে যাবে। য়্যানাও তাকে নেবে আবার, কারণ আরসেনীর জায়গায় যাকে রেখেছিল সে এই অল্প সময়ের মধ্যেই তার চুরি করে মদ খেয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে থানার হাজতে আটকা পড়েছে।

য়্যানা জিজ্ঞাসা করলে, "তুই জাহাজ থেকে আসছিস্?"

"হ্যাঁ; আমি আধ ডজন যাত্রী এনেছি সঙ্গে করে। ঐ 'কমার্শিয়াল' হোটেলের জেকবের খপ্‌পর থেকে ছিনিয়ে আনা কম কাজ কি! সে তো তাদের সঙ্গে ক'রে এগোচ্ছিল আমি তখন তাদের কাছে গিয়ে বললাম—'তোমরা যেখানে খুশী যাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবে আমি বলে রাখ্‌ছি, এমন সব লোক আছে যারা এখানকার কিছুই জানে না। তোমাদের জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি স্পষ্টই বল্‌ছি তোমরা ঐ লোকটার সঙ্গে যেও না। ওদের হোটেলে গত সপ্তাহে ওরা এক যাত্রীর খাবারে কিসের গুঁড়ো মিশিয়ে তার যথাসর্বস্ব লুঠ করে

নিয়েছে। এই বলে আমি তাদের নিয়ে এসেছি। জেকব তখন দূর থেকে আমায় ঘুঁষি দেখিয়ে শাসালো, 'দাঁড়াও আরমেনি, তোমায় আমি একদিন পাবই। আমার কাছ থেকে রেহাই পাবে না।' সে যখন হবে আমি আমার বুঝে নেব·········"

বাড়ীওয়ালী বাধা দিয়ে বললে, "আচ্ছা আচ্ছা, তোর জেকবের কোনো ধার ধারিনি আমি! কি দর ঠিক ক'রেছিস্?"

"তিরিশ কোপেক (রুশীয় তাম্রমুদ্রা)। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি; ওর বেশী ওদের কাছ থেকে বাগাতে পারলাম না।"

"মুখ্যু কোথাকার! তুই কিছুই পারিস না।·····ওদের দু'নম্বর ঘরটা দেখিয়ে দে।"

"সব কটাকে এক ঘরে?"

"ওরে মুখ্যু, দুজনের এক একটা কামরা······হ্যাঁ সব কটাকে একই ঘরে তো বটেই। পুরানো তোষকের তিনটা বিছিয়ে বলে দে যে, তাদের সোফায় শোয়া চলবে না। এই সব যাত্রীদের সঙ্গে সব সময়েই ছারপোকা থাকে। বেরো—"

সে বেরিয়ে গেলে লেফ্‌টেন্যান্ট মিহিস্বরে অনুযোগ করলো—"য়্যানা, আমি আশ্চর্য হই তুমি কেন ওকে টুপি পরে ঘরে ঢুকতে দাও! মহিলা হিসাবে এবং সত্বাধিকারিণী হিসাবেও তোমার পক্ষে ওটা অসম্মানের। তার পর আমার দিকটাও ভেবে দেখ। আমি হচ্ছি একজন রিজার্ভের অফিসার আর ও হলো প্রাইভেট (সাধারণ সৈনিক)। এটা বড়ো বিশ্রী।"

কিন্তু য়্যানা আবার নূতন করে মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো—"যেখানে দরকার নেই সেখানে তোর মাথা গলাতে হবে না তো! অ-ফি-সার বৈ কি! তোর মত অফিসার গণ্ডা গণ্ডা রয়েছে, হাটে রাত কাটায়।

আরসেনী হচ্ছে কাজের লোক। সে খেটে খায়…তোর মত…বেরো বেরো…কুঁড়ে ছোঁড়াগুলো কোথাকার…হাত সরা বল্‌ছি।"

"হ্যাঁ সরাচ্ছি…কিন্তু আমাদের কিছু খেতে" গর্জে উঠলো য়্যাডকা।

"আমাদের কিছু খেতে… …"

ইতিমধ্যে বিগসটা রান্না হয়ে গিছলো। য়্যানা টেবিলের উপর ডিস্ বিছোতে লাগলো। লেফ্‌টন্যান্ট রেজিষ্টারের উপর ঘাড় গুঁজে কাজে মন দিলে। একেবারে কাজেই ডুবে গেল সে।

বাড়ীওয়ালী হঠাৎ ডাকলো তাকে—"এসো গো, ব'সো।"

চিঝেভিচ্ মাথা না তুলে ধরাগলায় একটা ঢোক গিলে বললে—"না ধন্যবাদ য়্যানা, খাও তুমি, আমার ক্ষিদে পায়নি।"

"তোমায় যা বলা হচ্ছে তাই করো।…আবার চাল দেখানো হচ্ছে… এসো এসো।"

"এই যাই, এখুনি যাচ্ছি। শেষ পাতাটা সেরে নি! ……… হ্যাঁ…সার্টিফিকেট দিয়েছে…বিল্‌ডেন রুর‍্যাল ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল…… প্রদেশের…নম্বর ২০৩৯…হ্যাঁ হয়েছে।" এই বলে লেখা ছেড়ে উঠে লেফ্‌টন্যান্ট হাত ঘস্‌তে ঘস্‌তে বল্‌লে…"আমি কাজ ভালবাসি।"

"হ্যাঁ…ঐ তোমার কাজ!" অবজ্ঞা ভরে ভেংচে বাড়ীওয়ালী বললে—"বসো।"

"ওগো শুনছো য়্যানা…একটু দাও, অল্প ক'রে।"

"ওটা বাদেই সেরে নাও।"

রাগারাগি প্রায় মিটে গিছলো। য়্যানা আলমারী থেকে একটা মোটা কাট্-গ্লাসের পানপাত্র বার করলো—সেটাতে তার স্বর্গীয় পিতা খেতেন। য়্যাড্‌কা তার ডিসে বাঁধাকপির তরকারি ছড়াচ্ছিল, আর তার ভাইকে বিরক্ত করছিল তার বেশী আছে বলে। এড্‌কা চটে গিয়ে

চেঁচিয়ে উঠলো—"হ্যাডকা বেশী পেয়েছে, তুমি ওকে···" পট্ করে পড়লো চামচের ঘা এড্কার কপালে। পর মুহূর্তেই য্যানা আবার কথাবার্তা শুরু করলো যেন কিছুই হয়নি তাদের—"সবই তো তোমার মিছে কথা, বলো আর একটা—আমি বাজি রাখছি, তুমি কোনো মেয়েমানুষের সঙ্গে ছিলে।"

লেফট্‌ন্যান্ট ভর্ৎসনা করে উঠলো—"শুনছো য্যানা" তারপর খাওয়া ছেড়ে হাত দুটো বুকে চেপে, এক হাতে কাঁটাতে মাংসের টুক্‌রো বেঁধা রয়েছে, বললে, "আমি—তুমি কিছুই জানো না আমাকে। এ রকম কাণ্ড হবার আগে আমার মাথা কাটা যাওয়া উচিত। সে দিন যখন আমি বেরিয়ে গেলাম—এত বিশ্রী লেগেছিল, এত কষ্ট হয়েছিল আমার! আমি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, তুমি তো বুঝতে পারো কেঁদে ভাসিয়েছি আমি। হায় ভগবান! আমি ভাবলাম, আমার দ্বারা তার অপমান হতে দেব, আমি! সেই একমাত্র মহিলা যাকে আমি পবিত্র ভাবে ভালবাসি···পাগলের মত···"

"বেশ চমৎকার গল্পটা" বাড়ীওয়ালী বললে। খুব খুশী হলেও তখনও সন্দেহ কিছু কিছু রয়েছে।

"তুমি আমার কথার বিশ্বাস করছো না?"...শান্ত এবং গভীর বেদনার সুরে বল্‌লে লেফ্‌টন্যান্ট—"হাঁ, ঐটাই আমার পাওনা! প্রত্যেক দিন রাত্রে আমি তোমার জানালার কাছে এসে তোমায় ডেকেছি অন্তর দিয়ে।" —এই বলে লেফ্‌টন্যান্ট চট্ করে গ্লাসটা মুখে ঢেলে দিলে এবং এক কামড় মাংস নিয়ে মুখ ভর্তি করে বল্‌তে লাগ্‌লো, চোখে জল ঝরছে তার—"আমি তখন ভাবছিলাম, এই সময় হঠাৎ আগুন লেগে যায় বা ডাকাত পড়ে···আমি দেখিয়ে দিই তোমাকে, আমি কি···আনন্দে প্রাণ দিয়ে দিতাম। হায়—তা না হলে আমার জীবন তো শেষ......আমার দিন তো ঘনিয়ে এসেছে······"

এদিকে বাড়ীওয়ালী তার তহবিল হাতড়াচ্ছিল,—একটু চপল ভাবে বললে,—"বলে যাও। ওরে য্যাডকা, এই নে টাকা, ছুটে যা ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিকের দোকানে—এক বোতল বিয়ার নিয়ে আয়। তাকে বলবি যেন টাটকা হয়। শীগ্‌গির যা।"

প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেল। বিগস খাওয়া হলো, বিয়ারের সবটা শেষ করা হয়ে গেছে এমন সময় হাজির হলো রোম্‌কা—প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের অবাধ্য ছাত্র সে, গায়ে খড়ি আর কালির দাগ। দরজায় খাড়া দাঁড়িয়ে রাগে ঠোঁট ফুলিয়ে এদিক ওদিক দেখ্‌লে, তার পর বই খাতার ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করলো—"ঐ যে তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে সব খেয়ে নিয়েছ—আর ক্ষিদেতে আমার পেট চুঁই চুঁই করছে।"

য্যাড্‌কা তার ডিসটা দেখিয়ে তাকে বিরক্ত করবার জন্যে বল্‌লে—আমার কিছু বেশী আছে কিন্তু আমি তোমায় দেব না।"

"ঐ যে—কী শয়তানি মতলব," রোম্‌কা তাড়াতাড়ি তার কথা টেনে বল্‌লে—"মা, য্যাড্‌কাকে বলনা……"

"চুপ কর," চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলো য্যানা, "সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবি যা, ঘুরলি না কেন? যা, এই নে দু'পেনী—কাবাব কিনে নিবি যা—ওতেই তোর হবে!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটে দুপেনী! তুমি আর ভ্যালেরিয়াম আইভ্যানোভিচ বেশ বিগস খেলে আমাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে—আমি যেন ঠিক কুকুর রে!"

ভয়ানক রেগে বলে উঠলো য্যানা—"বেরিয়ে যা।" রোমকাও তৎক্ষণাৎ সুট্‌ করে সরে পড়লো; যাবার সময় তার ব্যাগটা কিন্তু কুড়িয়ে নিয়েছিল মেঝে থেকে। তার মাথায় হঠাৎ এক মতলব এলো—চোরা-বাজারে গিয়ে তার বইগুলো বিক্রি করে দেবে। দরজার মুখে তার বড়

বোন্ য়্যালিচ্‌কার দিকে ছুটে গিয়ে, সুযোগ বুঝে, তার হাতে খুব জোরে চিম্‌টি কেটে দিল।

য়্যালিচ্‌কা রাগে গর গর করতে করতে ঢুকলো ঘরে—"মা, রোম্‌কাকে চিম্‌টি কাটতে বারণ করো।"

বেশ সুন্দরী মেয়ে—বছর তের বয়েস—একটু তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু করেছে। ঘন অলিভ তার গায়ের রং—সুন্দর কালো কালো চোখ, সেগুলো আর শিশু সুলভ নাই—ঠোঁটগুলি টক্‌টকে লাল, পরিপুষ্ট টস্ টস্ করছে—তার উপরের ঠোঁটটি খুব সূক্ষ্ম কালো লোমে ঢাকা, তায় আবার চমৎকার ছুটি তিল। সে ছিল বাড়ীর সকলকার প্রিয়। লোকগুলো তাকে চকলেট দিত। প্রায়ই ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে চুমু খেত—আর ইতর কথা শোনাতো। পরিণতদের মত সে সব কিছুই জান্‌তো কিন্তু এসব ক্ষেত্রে লজ্জা মোটেই পেতো না। কেবল তার কালো চোখের পাতা যা তার হল্‌দেটে চিবুকের উপর নীলাভ দেখাতো, সেই চোখের পাতা নিচু করে মুচ্‌কে মুচকে হাসতো এক অদ্ভুত হাসি—খুব বিনীত, স্নিগ্ধ অথচ লালসা মাখা হাসি তাতে এক রকমের 'প্রতীক্ষায় আছি' ভাব। তার সব চেয়ে বন্ধু হলোএকটি মেয়ে—ইউজেনিয়া; ১২ নম্বর কামরায় থাকে, খুব শান্ত প্রকৃতির মেয়ে—ঘরের ভাড়া যথা সময়ে বরাবর দেয়; স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী: এক তক্তা ব্যবসায়ীর বনিতা সে—ফাঁক পেলে রাস্তা থেকেও নাগর ডাকে। য়্যানা ফ্রিড্‌রিকোভ্‌না তাকে খুব সম্মানের চোখে দেখে; তার সম্বন্ধে বলে—"বেশ তো, তাতে কি যায় আসে, ইউজেনিয়া খুব সম্ভ্রান্ত নাই বা হলো, স্বাবলম্বী তো তাকে ব'লতেই হবে!"

প্রাতরাশ শেষ হয়ে গেছে দেখে য়্যালিচ্‌কা মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে তার সরু গলায় চেঁচিয়ে বল্‌লে অভিনয়-ভঙ্গীতে—"ওঃ তোমরা এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছো! আমার

হতো দেরী হয়ে গেছে। মা, আমি ইউজেনিয়া নিকোলেইভনার কাছে যাব কি?"

"তোর যে চুলোয় খুশী যা।"

"ধন্যবাদ!"

সে চলে গেল। প্রাতরাশের পর পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করতে লাগলো। লেফ্‌টন্যান্ট বিধবার কানে ফিস্ ফিস্ করে তার প্রাণের কথা শোনাতে লাগ্‌লো—টেবিলের তলায় তার পরিপুষ্ট হাঁটুতে চাপ দিতে দিতে; খাবার এবং মদের উত্তেজনায় তারও কাঁধটা ঘেঁসে আরও এগিয়ে যায় তখন। তারপর হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে লালসা বিহ্বল হাসি হেসে বলে, "হ্যাঁ ভ্যালেরিয়াণ, বড়ো নির্লজ্জ তুমি, ছেলে মেয়েরা রয়েছে!"

ম্যাড্‌কা আর এড্‌কা তাদের দিকে চেয়ে ছিল—আঙুলগুলো মুখে পুরে চোখগুলো বড় বড় করে! তাদের মা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের উপর—"যা দৌড়োবি যা, গুণ্ডারা কোথাকার...যাদু ঘরের পুতুলের মত বসে রয়েছ···তাড়াতাড়ি দৌড়ো।"

ম্যাড্‌কা চেঁচিয়ে উঠলো—"আমি কিন্তু দৌড়োবো না···আমি দৌড়োবো না।".........

"দৌড়োবি না, দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি। এই নে আধপেনী, মিছরী কিন্‌বি—যা বেরো।"

তাদের বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজায় চাবি দিয়ে লেফ্‌ট‌ন্যান্টের হাঁটুর উপর বসে দুজনে অধর সুধার বিনিময় করতে লাগলো।

লেফ্‌টন্যান্ট তার কানে কানে বল্‌লে—"তুমি আমার উপর রাগ করনি ত, মাণিক আমার?"

ঠিক সেই সময় দরজায় ঘা পড়লো। খুলতে হলো তাদের। সরাই

খানার নূতন এক পরিচারিকা ঘরের ভিতর ঢুকলো—লম্বা গড়নের এক স্ত্রীলোক—এক চোখো—বিমর্ষ চেহারা—একটা হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে কর্কশ গলায় বললে—"১২ নম্বর কামরায় একটা—সামোভার (রুশ দেশীয় এক রকম চায়ের পাত্র ; এতে চা গরম থাকে), কিছু চা আর চিনি চাই।"

য়্যানা ফ্রিড্‌রিকোভনা ব্যস্ত হয়ে যা যা চাই দিয়ে দিলে। লেফ্‌ট-ন্যাণ্ট সোফায় গা ঢেলে দিয়ে অবসন্ন ভাবে বললে—"শুনছো য়্যানা, আমি একটু বিশ্রাম করতে চাই, একটা কামরাও কি খালি নেই? এখানে তো খালি ধাক্কা দিচ্ছে!"

একটি মাত্র কামরা খালি ছিল ; ৫ নম্বর কামরা। সেই খানেই তারা গেল। ঘরটা লম্বা সরু আর অন্ধকার—স্কিট্‌ল খেলার খুঁদির মত—একটা মাত্র জানালা তাতে—একটা বিছানা, একটা ড্রয়ার চেষ্ট—মুখ হাত ধোবার একটা জলপাত্রের আধার, একটা ছোট টেবিল—এই হলো আসবাব পত্র। বাড়ীওয়ালী আর লেফ্‌টন্যাণ্ট আবার একবার নীক্ষণ শুরু করলো, বসন্তকালে ছাদের উপর ঘুঘুপাখীদের মত কূজন চললো তাদের।

"য়্যানা, শুনছো, যদি তুমি আমায় ভালোবাসো তাহ'লে দশটাওলা একপ্যাকেট 'সিগারেট প্লেইজার' আনতে দাও—ছ কোপেক মাত্র।" লেফট্‌ন্যাণ্ট সোহাগের সুরে এই কথা বলতে বলতে বিবস্ত্র হতে লাগলো।

তারপর.........

বসন্ত কালের সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসে ; তখন প্রায় রাত্রি হয়ে এসেছে। জানলা দিয়ে আসছিল নিপার নদীর উপর থেকে ষ্টীমারের বাঁশী—আর সেই সঙ্গে আসছিল মৃদু মৃদু গন্ধ—শুক্‌নো ঘাস, ধুলো, লিলাক আর তেতে-ওঠা পাথরের ; মুখ হাত ধোবার জলপাত্রের উপর

ঠিক একই ভাবে বিন্দু বিন্দু করে জল পড়ছিল। আবার দরজায় একটা ধাক্কা পড়লো।

"কে-রে? শয়তান কোথাকার, কি জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্?" চেঁচিয়ে উঠে প'ড়লো য়্যানা ফ্রিড্রিকোভ্না। খালি পায়েই বিছানা থেকে লাফিয়ে প'ড়ে রেগে মেগে দরজা খুলে ব'ললে, "কি—কি চাই তোর?"

লেফ্টন্যাণ্ট সিঝেভিচ্ ধীরে ধীরে কম্বলটা মাথার উপর টেনে দিলে।

আরসেনী ষ্টেজের পাশ থেকে কথা কওয়ার মত দরজার পাশ থেকে বল্লে—"একটি ছাত্র একটা কামরা ভাড়া চায়।"

"কে ছাত্র? তাকে বলগে, একটা মাত্র কামরা আছে, দু রুব্ল (রাশিয়ার টাকা) তার ভাড়া। সে একলা, না মেয়েমানুষ সঙ্গে আছে?"

"একা"।

"তা'হলে বলগে যা তাকে—পাসপোর্ট আর টাকা আগাম চাই। এ সব ছাত্রদের আমার জানা আছে।"

লেফ্টন্যাণ্ট চট্পট পোষাক পরে নিল, অভ্যাস হয়ে গিছ্ল—সেকেণ্ড দশেক লাগতো তার বেশ বিন্যাস করতে। য়্যানা ফ্রিড্রিকোভ্না বিছানাটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে দিলে কায়দা করে যাতে কিছু বোঝা না যায়। আরসেনী ফিরে এল।

সে বিমর্ষ ভাবে বল্লে—"সে আগামই দিয়েছে, এই যে তার পাসপোর্ট।"

বাড়ীওয়ালী বারাণ্ডায় বেরিয়ে গেল। তার চুলগুলো উস্কো খুস্কো, কপালে ঝালরের একটা টুকরো আটকে রয়েছে, তার গোলাপী রংয়ের গালের উপর বালিসের ভাঁজের দাগ পড়ে গেছে, চোখগুলো

অস্বাভাবিক রকমের জলজলে হয়ে উঠেছিল। লেফ্‌টন্যান্ট তার পিছনে আড়াল দিয়ে ছায়ার মত নিঃশব্দে সুট করে গিয়ে বাড়ীওয়ালীর কামরায় ঢুকে পড়লো!

সিঁড়ির জানালার ধারে ছাত্রটি অপেক্ষা করছিল। তখন আর তাকে যুবক বলা চলে না; রোগা গড়ন, কটা কটা চুল, মুখখানা লম্বাটে—বিবর্ণ, কচি অথচ রুগ্ন, তার খাটো নজরের শান্ত নীল চোখ দুটোতে একটু টেরা ভাব যেন কুয়াশার ভেতর দিয়ে চেয়ে রয়েছে। ছাত্রটি বিনীত ভাবে বাড়ীওয়ালীকে নত হয়ে অভিবাদন জানালো। তাতে সে হকচকিয়ে একটু হেসে তার ব্লাউজের উপরের হুকটা পরাতে লাগলো।

"আমার একটা কামরা চাই"—ক্ষীণ কণ্ঠে বললে সে, যেন তার সাহসে কুলিয়ে উঠেছে না বলতে—"আমায় যদিও এখান থেকে চলে যেতে হবে তা হলেও একটা বাতি আর কালি কলম একটা পেলে বাধিত হবো।"

তাকে সেই খুঁদি ঘরখানা দেখিয়ে দেওয়া হলো।

সে বললে—"চমৎকার! এর চেয়ে ভালো আর আমার চাই না। বড়ো সুন্দর জায়গা এটা! দয়া করে আমায় একটা কালি কলম দিলেই হবে।" চা অথবা বিছানার চাদর তার দরকার ছিল না।

(৩)

বাড়ীওয়ালীর ঘরে আলোটা জ্বলছিল। খোলা জানলার উপর হ্যালিচকা তুর্কীদের কায়দায় ব'সে তাকিয়ে দেখছিল নিচের দিকে বিদ্যুতের আলোতে টলটলে ঘন কালো নদীর জল আর জেটির ধারে পপ্‌লার শ্রেণীর ঝরে পড়তে বাকি ফিকে সবুজ পাতাগুলোর

মৃদু আন্দোলন। তার গালের উপর দুদিকে দুটো গোল গোল লাল দাগ টক্ টক্ করছিল আর তার চোখে ছিল সরল অথচ শ্রান্ত একটা দৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাতাসে বয়ে আনছিল নদীর ওপারে বহুদূরে যেখানে খোলা মেলায় চায়ের আসর কলমল্ করছিল, সেখান থেকে ভল্গ্সের (এক প্রকার রুশীর নৃত্য) একটানা আওয়াজ।

দোকান থেকে কেনা র‍্যাজপ্‌বেরীর জ্যাম আর চা খাচ্ছিল তারা। ম্যাড্‌কা আর এড্‌কা, তাদের পিরিচে কালো রুটির টুকরো গুঁড়ো করে হালুয়ার মত তৈরী করে নাকে, মুখে, কপালে মাখামাখি করছিল; পিরিচের উপর বুদবুদ কাটছিল। রোম্‌কা বিমর্ষ দৃষ্টি নিয়ে ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি চোঁ চোঁ শব্দে পিরিচ থেকে চা চুমুক দিচ্ছিল। লেফ্‌টন্যাণ্ট চিঝেভিচ ওয়েষ্ট কোটের বোতাম খুলে কাগজের ডিকি (সার্টের গলার দিককার কৃত্রিম আবরণ) বার করে এই গার্হস্থ্য দৃশ্যাবলীর মধ্যে বেশ সুখে আধশোয়া অবস্থায় ছিল সোফায়।

"ঈশ্বরের কৃপায় যাহোক সব কামরাগুলোই ভাড়া হয়ে গেছে!" স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে উঠলো য়্যানা একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে।

লেফ্‌টন্যাণ্ট বল্‌লে, "দেখছো তো, এ সবই আমার ছোঁয়ায়, আমার পয়ে! আমি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সব দিককার অবস্থাই ফিরে যায়।"

"ঢের হয়েছে, অল্প কথা কও।"

"না না বাস্তবিক বল্‌ছি আমার সংস্পর্শের অসম্ভব পয়—ঈশ্বরের দিব্যি—সত্যি তাই। ফৌজে যখন ক্যাপ্‌টেন গোরোজহেভ্‌স্কি ব্যাঙ্কের ভার নিলে, সে সব সময় আমাকে তার পাশে বসাতো। উঃ লোকগুলো কি জুয়াটাই খেলতো! ঐ গোরোজহেভ্‌স্কি তখনও সাবলটার্ণ ছিল। তুর্কীদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়, বারো হাজার জিতেছিল। আমাদের

ফৌজ বুখারেষ্টে এলো। অবিশ্যি সব অফিসারদের সঙ্গে তখন মোটা টাকা ছিল। তা দিয়ে কিছুই করবার নেই—মেয়েমানুষও নেই। তারা তাস শুরু করলো।—গোরোজহেভস্কি এক পাকা ওস্তাদের সঙ্গে বসে গেল। তার কাণের ছাঁট দেখলেই বোঝা যায় কি রকম ধড়িবাজ সে! কিন্তু তাস পাণ্টানোতে তার এমন হাত সাফাই যে তুমি কিছুতেই ধরতে পারবে না……।”

“একটু দাঁড়াও, আমি এখুনি আসছি,” বাড়ীওয়ালী থামা দিয়ে উঠলো—“একটা তোয়ালে বার করে দিয়ে আসি।”

সে বেরিয়ে গেল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট চুপিসাড়ে য়্যালিচকার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালো; একপাশ ফেরা তার সুন্দর তনুলতা খানি—রাত্রির পট-ভূমিকার উপর কালো ছায়ার মত, বিজ্‌লী বাতির আলোতে তার উপর একটি সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ রূপালী রেখাপাত করেছিল।

“কি ভাব্‌ছো তুমি য়্যালিচকা? না-না—কার কথা ভাবছো জিজ্ঞাসা করি—” মধুর ভাবে গলা কাঁপিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

সে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট চট্‌ করে তার চুলের মোটা বেণীটা তুলে চুলের তলায় উচ্চ ক্ষীণ গ্রীবার উপর চুম্বন করে লোলুপভাবে তার গাত্র-সৌরভের ঘ্রাণ নিতে লাগলো।

য়্যালিচকা ঘাড় না সরিয়ে বললে—“মাকে আমি বোলে দেব।”

দরজা খুলে গেল। ঢুক্‌লো য়্যানা ফ্রিড্‌রিকোভ্‌না। লেফ্‌টেন্যাণ্টও তৎক্ষণাৎ উঁচু গলায় সহজ ভাবে বল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লো—“বাস্তবিক বসন্তকালের এই রকম রাত্রে তুমি যদি তোমার প্রিয়পাত্র বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় বেড়াতে, খুব চমৎকার লাগতো।……হ্যাঁ, যা বলছিলুম—য়্যানা, এই করে গোরোজহেভ্‌স্কি তো করকরে দুটি হাজার

খোয়ালো। আমার কথা বিশ্বাস ক'রবে কিনা জানি না—শেষে তাকে কে একজন কি উপদেশ দিলে! সে বলে উঠলো—"এই থাক, আমার আর বেশী পাবার দরকার নেই। আমরা যদি এবার তাসের গোছাটায় পেরেক পিটে টেবিলের উপর আটকে—তাসগুলো ছিঁড়ে ফেলি, তুমি কিছু মনে ক'রো না।" লোকটা খেলা থেকে সরে পড়বার মতলব করেছিল। গোরোজহেভ্স্কি তার রিভলভার বার করে বললে—"তোকে খেলতেই হবে কুত্তা কাঁহাকা, তা না হলে তোর মাথা ছেঁদা ক'রে দেব।"

কোনো উপায় ছিল না; সে ধড়িবাজ বসলো। এমন হকচকিয়ে গিছলো সে যে, তার পিছনে আয়নাটার কথা বেমালুম ভুলে গেল। গোরোজহেভ্স্কি তার তাসের প্রত্যেকটি দেখতে পাচ্ছিল। গোরোজহেভ্স্কি যে কেবল তার টাকাটা উসুল করলে তা নয়, অধিকন্তু রোক্ এগারটি হাজার তার কাছ থেকে আরও টুকিয়ে নিলে। এমন কি সে সেই গজালটা সোনায় বাঁধিয়ে তার ঘড়ির চেনে ঝুলিয়ে দিল—যাদু হিসাবে"।

(৪)

তখন ছাত্রটি পাঁচ নম্বর কামরার বিছানায় বসে। তার সামনে ছোট্ট তাকটার উপর একটা বাতি আর একপ্রস্ত লেখার কাগজ। ছাত্রটি খুব তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছে—লিখতে লিখতে মুহূর্তের জন্যে থেমে আপন মনে কি বলে মাথা নেড়ে মুখে একটা ক্ষীণ হাসি টেনে এনে আবার লিখতে লাগল। তার কলমটা সেই মাত্র কালিতে ডুবিয়েছিল বেশী করে; তাই দিয়েই বাতির পলতের চারপাশের গলন্ত মোমটা চেঁছে নিয়ে সব শুদ্ধ এগিয়ে দিল আলোক শিখার

মধ্যে। সেটা পট্‌পট্‌ শব্দে চারিদিকে নীল অগ্নিবিন্দু ছিটোতে লাগলো আতসবাজীর মত; সেই আতসবাজী তাকে কি এক মজাদার কথা মনে করিয়ে দিলে—তার সুদূর শৈশবের কথা, যা অস্পষ্টভাবে ছিল তার স্মরণে। সে বাতির শিখাটার দিকে চেয়ে রইলো। তার চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো, ওষ্ঠে একটা বিষণ্ণ উদাস হাসির রেখা উঠলো ফুটে। তারপর হঠাৎ যেন জেগে উঠে মাথা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কলমটা তার নীল ব্লাউজের আস্তিনে পুঁছে নিয়ে লিখ্‌তে শুরু করলো :—

"আমার চিঠির সব কথা তাদের বলো—যা তুমি বিশ্বাস করবে আমি জানি—তা সত্ত্বেও তারা আমায় বুঝবে না। তবে তোমায় আমি সহজ কথাতেই লিখবো যাতে তাদের বোধগম্য হবে। একটা বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। এখন আমি তোমায় লিখছি অথচ আমি জানি দশ—পনর মিনিটের মধ্যে আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করবো। সে চিন্তায় আমাকে কিছু মাত্র শঙ্কিত করেনি। কিন্তু যখন ফরাসী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর পাঁশুটে রংয়ের জাঁদরেল হোঁৎকা কর্নেলটা সমস্তটা লাল হয়ে গিয়ে মাটীতে পা ঠুকে আস্ফালন করতে লাগলো—তখন আমি একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে গিছলাম—যখন সে চীৎকার করে উঠলো যে, আমার গোঁয়ার্তুমি করা গিছে এবং তাতে কেবল আমার কমরেডদের এবং আমার নিজেকে বিপদেই ফেল্‌বো এবং যখন বললে যে—বিয়েলোসোভ্‌ এমন কি লিগি আর সোলোভিচিক্‌ও স্বীকারোক্তি করেছে তখন আমিও স্বীকার করে ফেল্‌লাম।

"মৃত্যুকে ভয় করিনি আমি অথচ ঐ নির্বোধ সঙ্কীর্ণমনা পেশাদারী অহমিকা-কঠোর মাংস পিণ্ডটার চীৎকারে ভয় পেয়ে ছিলাম। আরও বেশী বিরক্তিকর হচ্ছে এই যে, সে অন্য লোকের উপর তম্বি করতে

সাহস করে !—তাদের কাছে সে একেবারে সহরতলীর দাঁতের ডাক্তারের মত ভদ্র, বিনয়ী আর ভারী মিঠে। এমন কি তাদের কাছে সে উদারপন্থী হ'য়ে পড়ে। কিন্তু আমার মধ্যে সে সব সময়েই একটা দুর্বল নমনীয়তা দেখতে পেয়েছিল। লোকের এই দুর্বলতা দেখবা-মাত্রই ধরা যায়—কথার দরকার হয় না।

" হ্যাঁ আমি স্বীকার করি, কাজটা নিতান্ত পাগলের মত হয়েছে; শুধু হাস্যকর এবং বিতৃষ্ণার ব্যাপার, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। আবার যদি কখনও হয় ঐ রকমই হবে। দুর্দান্ত সাহসী সেনাপতিরাও অনেক সময় নেংটি ইঁদুরকে ভয় পায়—অনেক সময় তারা আবার সেই সামান্য দুর্বলতার জন্যে গর্বও বোধ ক'রে থাকে—কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গেই বলছি যে আমি এই কাষ্ঠ প্রকৃতির লোক-গুলোকে বড়ো ভয় করি; এমন কি মৃত্যুর চেয়েও ভয় করি। পৃথিবী সম্বন্ধে এদের ধারণা বড়ো কঠিন, তার আর পরিবর্তন নাই; এদের আত্মাভিমান বড়ো মূঢ়; দ্বিধা বলে এদের কিছু নাই। তুমি জান না, আমি এই হোঁৎকা পুলিস, পিটার্সবার্গের বিশ্রী পোর্টার, সাময়িক পত্রি-কার সম্পাদকীয় অফিসের টাইপিষ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্লার্ক আর খেঁকি ষ্টেশন-মাষ্টারগুলোর সামনে কতো ভীরু হয়ে পড়ি, কতো অসোয়াস্তি বোধ করি! একবার থানায় আমার স্বাক্ষর সনাক্ত করতে হয়েছিল, সেই মোটা ইনস্পেক্টারটা, সেই পাম গাছের মত বিরাট—হল্‌দে গোঁফ, জাঁদ-রেল বুকখানা আর মাছের মত চোখ নিয়ে আমায় বার বার বাধা দিচ্ছিল, কিছুতেই আমায় বলতে দিতে রাজী নয়। কিছুক্ষণের জন্যে আমার কথা একেবারে ভাহা ভুলেই যাচ্ছিল—নয়তো অতি সহজ রুশীয় কথাগুলো—আদৌ বুঝতে পারছে না, হঠাৎ এমনি ভাণ কর-ছিল—তার কেবল সেই চাউনীতেই আমাকে এত অসহ রকমের

ভয়াতুর করে ফেলেছিল যে আমার গলার স্বরে অজ্ঞাতসারেই একটা খোসামুদি-ভরা টান এসে গিয়েছে, তা বুঝতে পেরেছিলাম।

"এর জন্যে দোষী কে? বলি তোমায়। আমার মা-ই দোষী! নীচ কাপুরুষতায় আমার আত্মাকে দূষিত এবং কলুষিত করবার মূল হলেন তিনি।

"তিনি যখন বিধবা হন তখনও ছিলেন তরুণী এবং আমার শিশু-মনের প্রথম সংস্কারগুলোর সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে মিশে গিয়েছিলো—অপরের বাড়ীর দোরে দুয়ারে ঘোরা, বশ্যতার হাসি হাসা, তুচ্ছ অথচ অসহনীয় অপমান সহ্য করা, শিষ্টাচার দেখানো, মিথ্যা কথা বলা, করুণ মুখভঙ্গী সহকারে প্যানপ্যানানি আর হীন অনুনয় বাণী,'—এক ফোঁটা……এক টুকরো…… একটুখানি চা……'আমার উপকারীর হস্ত চুম্বন ক'রতে হ'তো—পুরুষই হোক স্ত্রীলোকই হোক। আমার মা মিছে অভিযোগ করতেন যে এসব উপাদেয় খাদ্য আমার রোচেনা। তিনি মিছে করে বলতেন আমি পেটরোগা বলে; যেহেতু তিনি জানতেন যে, তাহলে বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ভাগে বাড়বে আর গৃহকর্ত্রীও চান তাই। চাকরবাকরগুলো গোপনে গোপনে আমাদের উপর নাক সেঁটকাতো। তারা আমায় কুঁজো ব'লতো কারণ ছোট থেকেই আমি কোল-কুঁজো। তারা আমার সামনেই আমার মাকে গলগ্রহ, ভিখারী ব'লতো। আর সেই দয়ালু লোকদের হাসাবার জন্যে পুরানো জীর্ণ চামড়ার সিগারেট কেশটা নাকের উপর রেখে দুভাঁজ করে মা বলতেন 'এই হলো আমার প্রিয়তম লেচাউস্কার নাক।' তারা হাসতো আর মা'র এবং আমার নিজের জন্যে অশেষ যন্ত্রণা হ'তো আমার; লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠতাম। কিন্তু আমায় চুপ্ করে থাকতে হ'তো, কারণ আমার হিতকারীদের সামনে কথা কওয়া নিষেধ ছিল। ঘৃণা করতাম তাদের আমি কারণ আমি যেন একটা

পাথর, তারা সেই ভাবে আমার দিকে চেয়ে অলস মন্থর ভঙ্গীতে তাদের হাতগুলো চুম্বন করবার জন্যে আমার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিত। আমি তাদের ঘৃণাও করতাম, ভয়ও করতাম যেমন আমি এখনও ঘৃণা এবং ভয় ক'রে থাকি—ঐ সব স্থিরসঙ্কল্প স্বাভিমানী অনমনীয় গাম্ভীর্যমণ্ডিত লোকগুলোকে; যেন আগে থাক্‌তেই সব তাদের জানা আছে—সভের পেশাদার বক্তা, ঐ সব বুড়ো লাল-মুখো রোমীয় অধ্যাপকগুলো, নির্দোষ উদারনৈতিকতা নিয়ে ছেনালী করতে যাদের বাধে না; যারা প্রধান গির্জার চোখা চোখা বিধানগুলো নিয়ে ভণ্ডামী করে; জেণ্ডার্মির (ফরাসী সশস্ত্র পুলিস বাহিনী) কর্ণেল আর ঐ জাত লেডী ডাক্তারগুলো যারা আবাহমান কাল ধ'রে চিকিৎসকমণ্ডলীর ঘোষণা পত্র কপ্‌চে যায়—যাদের প্রাণটা যেমনই নিষ্ঠুর তেমনি অসাড় আর মার্বেল টেবিলের পাথরটার মতই অবাধ সমতল।

"যখন আমি ওদের সঙ্গে কথা কই আমি বেশ অনুভব করি আমার মুখের উপর একটা বিরক্তিকর ভাব ফুটে উঠেছে—একটা জোর-করা গোলামী হাসি যেটা আমার নিজের নয়। আর আমার ক্ষীণ তোষামুদে কণ্ঠস্বরটার জন্যে নিজেই নিজেকে ঘৃণা করি, যেটার মধ্যে আমি আমার মায়ের গলার প্রতিধ্বনি পাই। এই লোকগুলোর প্রাণ হ'লো অসাড়; এদের চিন্তাগুলো সব সোজা এক বগ্‌গা এবং এরা সব গোঁড়া নির্বোধ লোকের মতই নিষ্ঠুর।

"আমার সাত থেকে দশ বৎসর বয়সটা কেটেছে একটা কিণ্ডার-গার্ডেন পদ্ধতির সরকারী অবৈতনিক ইস্কুলে। শিক্ষয়িত্রীরা ছিল সব থেঁকি বুড়ি আইবুড়ো, সকলেই নানা রকম প্রদাহ রোগে ভুগতো; তারা আমাদের মনে বদান্ত ওপরওয়ালাদের প্রতি শ্রদ্ধাটা গেঁথে দেবার চেষ্টা ক'রতো; পরস্পরকে লুকিয়ে পাহারা দেওয়া, অপরের নামে বানিয়ে গল্প

করা, প্রিয়পাত্রদের হিংসা করা, এই সব শেখাতো। আর সর্বোপরি শেখাতো কেমন করে যতদূর সম্ভব ভালোমানুষের মত ব্যবহার করতে হ য়। কিন্তু আমাদের মত ছেলেরা কেবল চুরি আর নানান্ কদাচারই শিখেছিল। তারপরেও—সেই বদান্যতার পালা—সরকারী বাসিন্দে-ছাত্র হিসাবে আমাকে এক ইস্কুলে নেওয়া হ'লো। ইন্‌স্‌পেকটারের পরিদর্শনে এসে আমাদের ওপর চুপিসাড়ে নজর রাখতো। আমরা তোতাপাখীর মত একের পর এক শিখে গেলাম—তৃতীয় শ্রেণীতে এসে শিখলাম ধূমপান, চতুর্থ শ্রেণীতে মদ্যপান, পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম গণিকা সঙ্গ—আর মারাত্মক গুপ্ত ব্যাধি।

"তারপরেই হঠাৎ বাতাসের মত ভেসে এলো নবীন উৎসাহ বাণী, দুরন্ত স্বপ্ন, স্বাধীন জ্বালাময়ী চেতনা। মনের দুয়ার খুলে সাগ্রহে বরণ করে নিলাম তাদের কিন্তু আমার আশা তার আগেই চিরকালের মত বিধ্বস্ত হ'য়ে কলঙ্কিত হ'য়ে একেবারে ম'রে ভূত হয়ে গেছে—তার সর্বাঙ্গে একটা হেয় শিথিল স্নায়ুর ভীরুতার দংশন—কুকুরের কাণের এঁটুলির মত," যাকে ছিঁড়ে ফেললেও তার ছোট্ট মাথাটা আটকেই থেকে যায়—আবার পুরোপুরি সেই ঘৃণ্য উকুনে পরিনত হবার জন্যে।

"নৈতিক বিকারে কেবল আমিই যে একা ভুগেছি তা নয়— হয়তো আমিই সকলের চেয়ে দুর্বল! আগেকার বংশধরদের সকলেই মানুষ হয়েছে একটা কপট ধর্মভাবের শুষ্ক আবহাওয়ায়, বড়োদের প্রতি বাধ্যতামূলক সম্ভ্রম নিয়ে; তাদের সমস্ত ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে—প্রতিবাদহীন অবস্থায়। বিলুপ্ত হয়ে যাক্ সেই শুষ্ক দারিদ্র্যময় কলুষ-লিপ্ত যুগটা—ধর্মভাবের প্রতিক্রিয়ার নির্বাক ছায়ায় এই শান্তিময়—ঐশ্বর্যপুষ্ট জীবনটা, কারণ তলে তলে মানব আত্মার এই অধঃপতন জগতে সকল রকমের প্রতিবন্ধক এবং হত্যার চেয়েও ভয়াবহ!

"অদ্ভুত লাগে আমার, আমি যখন আমার মনের সঙ্গে একা থাকি তখন তো আমি কাপুরুষ নই, অধিকন্তু তখন জীবন বিপন্ন করতে আমার চেয়ে বেশী আগ্রহশীল, জানাশোনার মধ্যে আর কাউকে মেলে না বলা চলে। আমি মাটি থেকে পাঁচতলা উঁচুতে এক জানলা থেকে আর এক জানলা ক'রে বেড়িয়েছি—নিচের দিকে চেয়েছি সেই উঁচু থেকে; সমুদ্রে সাঁতার কেটে এতদূর এগিয়েছি যে হাত পা অসাড় হয়ে এসেছে—চিৎ হয়ে ভেসে থাকতে হয়েছে! এ ছাড়া আরও কতো কি ক'রেছি। শেষ পর্যন্ত, আর মিনিট দশেকের মধ্যেই নিজেকে শেষ করে ফেলবো, সেটাও যাহোক একটা কিছু তো! আমি লোককে ভয় করি। আমার ঘরের ভেতর থেকে যখন শুনি রাস্তায় মাতাল-গুলো আস্ফালন আর মারামারি করছে, আমি আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে যাই। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যখন ভাবি—একটা ফাঁকা মাঠে একদল কসাক্ অশ্বারোহী সৈন্য হুহুঙ্কারে ছুটছে, আমার বুকের ধুক-ধুকানী বন্ধ হয়ে আসে, সারা দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আমার আঙুলে খিঁচুনী শুরু হয়। আমি সর্বদাই এমন একটা জিনিষের জন্য শঙ্কিত যেটা বেশীরভাগ লোকের মধ্যে আছে, অথচ—তা আমি পরিষ্কার ক'রে ব'লতে পারি না। দেশের যুগ পরিবর্তনের সময়কার তরুণ বংশধরেরা সকলে আমারই মত। মনে মনে আমরা দাসত্বকে ঘৃণা করেছি কিন্তু নিজেরাই কাপুরুষের মত গোলাম হয়ে পড়েছি। আমাদের ঘৃণাটা বদ্ধমূল আর উত্তেজক হলেও হিঁজড়েদের বিপুল প্রণয়-লালসার মত বন্ধ্যা।

"কিন্তু তুমি আমার সব কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছো এবং কমরেডদেরও সমস্ত বুঝিয়ে দিও; মরবার আগে যাদের কাছে আমি বল্‌তে চাই যে, সকল কিছু সত্ত্বেও আমি তাদের ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি।

হয়তো তারা তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রবে তুমি যখন তাদের ব'লবে—আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তভাবে তাদের প্রতারণা করেছি বলে যে মরেছি, সবটা তা নয়। আমি জানি—বিভীষিকাময় ঐ 'বিশ্বাস-ঘাতক' শব্দটার চেয়ে ভয়াবহ জগতে আর কিছু নাই। ঐ শব্দটা একের মুখ থেকে অন্যের কানে, এইভাবে ছড়িয়ে লোককে জীবন্ত মেরে ফেলে। ওগো, আমার ভুল সংশোধন করতে পারতাম—যদি আমি মানুষের নির্লজ্জতা, কাপুরুষতা আর নির্বুদ্ধিতার ক্রীতদাস হ'য়ে না জন্মাতাম—পালিত না হতাম—কিন্তু আমি সেই ক্রীতদাস বলেই তো মরেছি। এই বিপুল জ্বালাময় দিনগুলোতে আমার মত লোকদের বেঁচে থাকা কেবল গ্লানিকর এবং কঠিন নয়—একেবারেই অসম্ভব।

"হ্যাঁ গো, শেষ বছরটায় আমি অনেক শুনেছি, অনেক দেখেছি, পড়েওছি অনেক। সত্যি বলছি তোমায়, ভীষণ আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের মত একটা মুহূর্ত এসেছিল—বহুকালের রুদ্ধ রোষের বহ্নি ছড়িয়ে সব কিছু আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল—ভাবীকালের শঙ্কা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, জীবনের মমতা, পারিবারিক সুখের শান্তিময় আনন্দ—সব। আমি সে সব ছেলেমেয়েদের কথা জানি, শিশু বললেও চলে তাদের; ঘাতকের হাতে মরবার সময়ও চোখ বাঁধতে দেয়নি তারা। আমি নিজে দেখেছি সে সব লোক—যারা নির্যাতন সহ্য করেছে তবু একটা কথাও বলেনি। ঝঞ্ঝা বিক্ষোভের আবর্তেই হঠাৎ হয়ে পড়েছে এ সব। টার্কির ডিম থেকেই ঈগলের বাচ্চা ফুটে বেরিয়েছিল—ধরুক, কে ধরবে তাদের নাগাল।

"আমি সম্পূর্ণ জানি যে আজকালকার একটা ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র তার দলের দাবী বেশ দৃঢ়ভাবে বিবেচনার সহিত, এমন কি তাতে ঔদ্ধত্যের ঝাঁজ মিশিয়ে, ইউরোপের যে কোনো পুলিশের কর্তাদের এবং

সব রাজা-রাজড়াদের সামনে যে কোনো বিচারালয়ে ঘোষণা করতে পারে। সত্যি কথা, এই সোনার চাঁদ ইস্কুলের পোড়োটি হয়তো হাস্যাস্পদ হবে, কিন্তু তার নিজের উন্নত মুক্ত-সত্তার প্রতি ইতিমধ্যেই একটা দৃঢ় আস্থা জেগেছে তো তার মধ্যে, সকল জিনিষের প্রতি শ্রদ্ধা যা আমাদের মধ্যে ক্ষয় হয়ে গেছে আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য আর পৈতৃক নৈতিক শিথিলতার ফলে! আমাদের অধঃপাতে যাওয়াই দরকার।

"এখন ন'টা বাজতে ঠিক আট মিনিট বাকী। ঠিক ন'টার সময় আমার সব শেষ হয়ে যাবে। বাইরে একটা কুকুর ডাকছে—একবার, দু'বার··· তারপর একটুর জন্যে চুপচাপ, আবার একবার, দু'বার, তিনবার······ বোধহয় আমার যখন সংজ্ঞা লোপ পাবে, সেই সঙ্গে সব কিছু আমার কাছ থেকে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে—শহর, সাধারণের বেড়াবার মাঠ, শব্দকরা ষ্টীমারগুলো, দিন এবং রাতগুলো, কামরাগুলো টিক্‌টিক্ করা ঘড়িগুলো, লোকজন, জীবজন্তু, বাতাস, আলো এবং আঁধার, দেশ এবং কাল কিছুই থাকবে না—তখন এই 'কিছুই নাই'এর চিন্তাটাও থাকবে না। হয়তো কুকুরটা অনেক রাত পর্যন্ত ডেকে যেতে থাকবে—প্রথমে দু'বার, তারপর তিনবার...

"ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট। একটা মজাদার কল্পনায় আমি আচ্ছন্ন। আমার মনে হচ্ছে, মানুষের চিন্তাটা কোনো এক বৈদ্যুতিক কেন্দ্র থেকে প্রবাহের মত তারহীন ইথারের আলোকবিচ্ছুরী প্রচণ্ড কম্পন, বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হ'য়ে একই অবাধ গতিতে পাথর, লোহা এবং বায়ুর অণুর ভিতর দিয়ে চলে যায়। আমার মস্তিষ্কে একটা চিন্তার উদয় হয়, বিশ্বের সকল মণ্ডল কম্পিত হ'য়ে ওঠে, আমার চতুর্দিক তরঙ্গায়িত হ'তে থাকে যেমন হয় জলরাশির মাঝে একটা পাথর ছুড়লে, শব্দ যেমন কম্পিত হয় তন্ত্রীকে ঘিরে! আমার মনে হয়, যখন লোকটা ম'রে যায়—

তার সংজ্ঞা লোপ পায় বটে, কিন্তু তার চিন্তাটা তখনও থেকে যায়—তার আগেকার জায়গায় কম্পিত অবস্থায়। হয়তো এই লম্বা অন্ধকার কামরাটায় আমার আগে যে সব লোক ছিল, তাদের চিন্তা, তাদের স্বপ্ন এখনও আমার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অলক্ষ্যে আমার ইচ্ছাশক্তিকে পরিচালিত করছে, এবং হয়তো আগামী কাল এই কামরায় কোনো অস্থায়ী ভাড়াটে হঠাৎ ভাবতে শুরু করবে, জীবন-মরণ আর আত্মহত্যার কথা, কারণ আমার পশ্চাতে আমার চিন্তাকে এইখানে রেখে যাচ্ছি! কে বলতে পারে—ভার, সময় আর বস্তুর বাধা নিরপেক্ষ আমার চিন্তাগুলো মঙ্গল গ্রহের কোনো এক অধিবাসীর মস্তিষ্কের রহস্যময় সূক্ষ্ম অথচ চেতনা-বিহীন গ্রাহক যন্ত্রগুলোতে এবং বাইরে যে কুকুরটা ডাকছে তার মস্তিষ্কেও একই সময়ে গৃহীত হচ্ছে না! হ্যাঁ, আমার মনে হয় জগতে কিছুই একেবারে অন্তর্হিত হয় না, কিছুই নয়··· যা বলা হ'য়েছে সে তো নয়ই; যা ভাবা হ'য়েছে, তাও নয়! আমাদের সকল কাজ সকল কথা আর চিন্তাগুলো হ'লো ছোটো ছোটো প্রবাহের মত, তলে তলে মৃদুমন্দ সূক্ষ্ম ধারায় প্রবাহিত নির্ঝরের মত। আমার বিশ্বাস, আমি দেখতে পাচ্ছি, তারা একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে নদীমুখে প্রবাহিত হচ্ছে—সমতলের উপর উপচে উপচে পড়ে ছোটো ছোটো নদীর দিকে ছুটে চলেছে। শেষ পর্যন্ত বেগে চলেছে তারা সুবিস্তৃতধারা প্রাণ-প্রবাহিণীর বিপুল বিশাল প্রবাহের দিকে। প্রাণের প্রবাহ—কি বিরাট সেটা! আগেই হোক, পরেই হোক, সব কিছুই সে ব'য়ে নিয়ে যাবে, ধুয়ে নিয়ে যাবে সব দুর্গকারা—যেখানে অন্তরাত্মার স্বাধীনতা থাকে বন্দী হ'য়ে! আগে যেখানে ছিল তুচ্ছতা স্বল্পগভীর, সেখানে বীরত্ব হয়ে ওঠে গভীর অতলস্পর্শী। মুহূর্তের মধ্যে ওতে আমায় ব'য়ে নিয়ে যাবে বহুদূর একটা শীতল ও অভাবনীয় এক জায়গায় এবং হয়তো এক বছরের

মধ্যেই এই সকল বিশাল শহরের উপর বিরাট দুর্দম্যবেগে প্রবাহিত হয়ে প্লাবিত করে ওর জল কেবল যে তাদের ধ্বংসাবশেষ ধুয়ে নিয়ে যাবে তা নয়, তাদের নাম পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে।

"হয়তো আমি যা লিখেছি তা সবই হাস্যকর। আর দু'মিনিট আমার বাকি। বাতিটা জ্বলছে, আমার সামনের ঘড়িটা দ্রুতবেগে টিক্ টিক্ ক'রে চলেছে—কুকুরটা এখনও চীৎকার করছে। কি আসে যায়, যদি আমার কিছুই না প'ড়ে থাকে—আমার কিছু না। অথবা আমার মধ্যে কেবল একটি জিনিষ। শেষ অনুভূতিটুকু, হয়তো যন্ত্রণা, হয়তো পিস্তলের শব্দটা, হয়তো উৎকট বীভৎস আতঙ্কটা থাকবে—সেটা কিন্তু বরাবরের জন্যে থেকে যাবে দশ সহস্র লক্ষ বৎসর ধ'রে—দশ লক্ষগুণে।

"ঘড়ির কাঁটাটা ঘণ্টার ঘরে এসে গেছে। এবার সব জানতে পারা যাবে। না, দাঁড়াও একটু; একটা হাস্যকর সৌজন্যে প'ড়ে আমায় উঠে গিয়ে দরজাটায় চাবি বন্ধ করতে হচ্ছে। বিদায়! আর একটা কথা—ঐ কুকুরের অজ্ঞাত আত্মাটা নিশ্চয় মানুষের চেয়ে চিন্তার কম্পনের প্রতি ঢের বেশী অনুভূতিশীল। মৃত ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব ক'রে তারা চীৎকার করে না কি? এই যে কুকুরটা নিচের তলায় ঘেউ ঘেউ ক'রছে, সেটাও। কিন্তু আর এক সেকেণ্ডের মধ্যে নূতন দানবীয় একটা প্রবাহ আমার মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় তড়িতাধার থেকে বেগে বেরিয়ে এসে কুকুরটার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে স্পর্শ করবে। সেটা এক অদ্ভুত আতঙ্কে চীৎকার করতে আরম্ভ করবে।...বিদায়, আমি চল্লাম!"

ছাত্রটি চিঠিখানা সেঁটে দিল। হয়তো কোনো কারণে সে দোয়াতটার ছিপি এঁটে সন্তর্পণে বন্ধ করলো এবং জ্যাকেটের পকেট থেকে একখানা ব্রাউনিংএর কাব্যগ্রন্থ বার ক'রলো। রিভলভারের সেফ্টি ক্যাচটা এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে তার পা দুটো ফাঁক ক'রলো, যাতে দৃঢ়ভাবে

দাঁড়াতে পারে, চোখ দুটো বন্ধ করে দিল। তারপর অকস্মাৎ দু'হাতে রিভলভারটা নিয়ে চকিতে ডান দিক্‌কার রগের কাছে তুলে ঘোড়া টিপলো।

র‍্যানা ফ্রিড্‌ রিকোভনা আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করলো—"ওকি হ'লো ?"

লেফ্‌টন্যান্ট অন্যমনস্কভাবে বললো—"ও তোমার সেই ছাত্রটি নিজেকে গুলি করলো, ওরা ঐ রকমই ইতর সব—এই ছাত্রগুলো......"

র‍্যানা লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে এলো বারাণ্ডায় ; লেফ্‌টন্যান্টও ধীরে সুস্থে এলো তার পরে। পাঁচ নম্বর কামরা থেকে একটা তীব্র গন্ধ আসছিল—গ্যাস আর ধূমহীন বারুদের। তারা দরজার চাবির গর্ত্ত দিয়ে দেখলে—ছাত্রটি মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হোটেলের বাইরে রাস্তায় একটা ঘন, কালো উৎসুক জনতার সৃষ্টি হলো। আরসেনী উত্তেজিত হয়ে সিঁড়ি থেকে বাইরের লোকদের তাড়াতে লাগলো। হোটেলের সর্বত্রই একটা চাঞ্চল্য। এক চাবিওয়ালা এসে ঘরের দরজা খুল্‌লো। বাড়ীর তদারক-কার ছুটলো পুলিশে খবর দিতে ; দাসী ছুটলো ডাক্তারের কাছে। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশের ইন্‌স্পেক্‌টার হাজির হ'লো ; লম্বা রোগা এক যুবক, সাদা চুল, চোখের পাতার চুলগুলোও সাদা, গোঁফ জোড়াটাও সাদা। সে ছিল পুলিশের পোষাকে। তার চওড়া পেন্টুলুন এতো ঢিলে যে সেগুলো তার পালিশ করা জ্যাকবুটের উপর আছড়ে লুঠোচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সে জনতার ভিতরে জোর করে ঢুকে তার জলজলে চোখ দুটো বের করে কর্ত্তৃত্বব্যঞ্জক গলায় হুমকি দিলে—"স'রে যাও, তফাৎ যাও, বুঝতে পারছিনা তোমরা এখানে এত মজাদার কি পেলে! কিছুই নেই, মশাইরা......আবার বল্‌ছি......। ঐ লোকটাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে ; ঐযে মাথায় বোলার হ্যাট্‌......ওকি ? দেখাচ্ছি তোমায় পুলিশের অত্যাচার কাকে বলে। মিথাইলচাক্‌ ঐ লোকটাকে দেখে

রাগ তো। হেই, তুমি গুঁড়ি মেরে কোথায় এগোচ্ছো হে, ছোকরা? আমি……”

দরজাটা ভেঙ্গে খোলা হল। ঘরের ভেতর হুড়-মুড়িয়ে ঢুকলো—য়্যানা ফ্রিডরিকোভনা, পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার, লেফটন্যাণ্ট, ছেলেমেয়ে চারিটি, সাক্ষীর জন্য একজন পাহারাওয়ালা আর দুজন তদারককার—, তাদের পিছনে ডাক্তার। ছাত্রটি মেঝের উপর পড়ে রয়েছে, বিছানার পাশে পাঁশুটে রংয়ের কার্পেটের উপর মুখটা গোঁজা। তার বাঁ হাতখানা বুকে চাপা, ডান হাতখানা ছড়ানো। পিস্তলটা একধারে পড়ে রয়েছে; মাথার নিচে ঘন রক্তের স্রোত। বাঁ দিককার রগে ছোট্ট একটা গোল গর্ত। বাতিটা তখনও জ্বলছিল, ঘড়িটা দ্রুততালে টিক্ টিক্ করছিল।

কাঠ খোট্টা বাঁধা গতে একটা ছোট্ট এজাহার লিখে তার সঙ্গে আত্মহত্যার চিঠিখানা এঁটে দেওয়া হলো। দুই তদারককার আর পাহারাওয়ালা মিলে মৃতদেহটা নিচে তলায় নামিয়ে আনলো। বাতিটা মাথার উপর তুলে আরসেনী পথে আলো দেখালো। য়্যানা, পুলিস ইন্‌সপেক্টার আর লেফ্‌টন্যাণ্ট উপরের বারাণ্ডার জানালা দিয়ে দেখছিল। সিঁড়ির বাঁকের মুখে বাহকদের পা ফসকে যাওয়ায় তারা দেওয়াল আর সিঁড়ির সোপান-স্তম্ভের মাঝে চেপে গিছলো; পিছন থেকে যে মৃতদেহের মাথাটা ধরে আনছিল—তার হাত গেল ছুটে। মাথাটা সিঁড়ির উপর জোরে ধাক্কা খেতে লাগলো—এক…দুই…তিন…

জানালা থেকে বাড়ীওয়ালী রাগে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—“ঠিক হ'চ্ছে ওর…ঠিক হ'চ্ছে…পাজী বদ্‌মায়েসটা! আমি তোদের এর জন্যে ভালো রকম বক্‌সিস্ দেব।”

"আপনি ভয়ানক রক্তপিপাসু দেখছি, মহাশয়া!" গোঁফ পাকিয়ে চটুল ভাবে মন্তব্য ক'রে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর আড় চোখে চাইলে।

"কেন, আমায় এখন খবরের কাগজে জাহির ক'রলো লোকটা তো; আমি একটা গরীব মেয়েমানুষ, খেটে খুটে খাই; এর পর থেকে ওর সঙ্গে সঙ্গে লোকে আমার হোটেল মাড়াবে না—।"

সহানুভূতির সঙ্গে সমর্থন করে ইন্‌স্‌পেক্টর বললে—"বাস্তবিকই, আমি এই ছাত্রগুলোর রকম সকম বুঝতে পারি না! ওরা লেখাপড়া করতে চায় না; ওরা লালঝাণ্ডা ঘুরোয় তারপর গুলি করে মরে। ওদের বাপ মার যে কি হবে সেকথা ভাবতেই চায় না ওরা। ওরা সব য়িহুদীদের টাকায় কেনা.........নিপাত যাক, নিপাত যাক। অবিশ্যি এই একই খেলাতে ভালো ভালো সব লোকও আছে; সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলেরা, পাদ্রীরা, ব্যবসায়ী, চমৎকার দল এদের। যাই হোক আমি আপনাকে তারিফ দিচ্ছি.........."

"না-না-না-কিছুতেই না," বাড়ীওয়ালী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললে—"এখুনি আমাদের নৈশ ভোজের আয়োজন হবে, চমৎকার একটুখনি হেরিং খেতে হবে। তা না হ'লে আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ছি না; কোন কারণেই না।"

ইনস্‌পেক্টার একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললে—"সত্যি কথা বলতে কি... আচ্ছা বেশ। বাস্তবিক পক্ষে আমি নাগোরনোর বিপরীত দিকেই যাচ্ছিলাম...যা হোক কিছু খেতে। আমাদের কাজ...বিনীতভাবে পাশ কেটে বাড়ীওয়ালীকে দরজার ভেতরে পথ করে দিয়ে বললে "......কঠিন। মাঝে মাঝে সারাদিনেও কুটো কাটতে আমরা পাই না।"

নৈশভোজে তিনজনে প্রচুর ভড্‌কা টানলে। য়্যানা ফ্রিড-রিকোভ্‌না সমস্তটা লাল হয়ে গেছে। ঝক ঝকে চোখ আর রক্ত

স্যাণ্ড্য অবার নিয়ে টেবিলের তলায় পায়ের একটা জুতো খুলে ফেলে ইন্‌সপেক্টারের পায়ের উপর চাপ দিল। লেফটেন্যাণ্ট কটমটিয়ে চাইলে; ঈর্ষান্বিত হয়েছিল—এবং সাধ্যমত চেষ্টা করছিল একটা গল্প কেঁদে ফেলবার—"রেজিমেণ্টে......"

ইন্‌সপেক্টর কান দেয়নি উপরন্তু বাধা দিয়ে দুরন্ত কাহিনী শুরু করলো—"পুলিসে......"

দুজনে পরস্পরের প্রতি যতদূর সম্ভব অবজ্ঞা আর অন্যমনস্কের ভাব দেখাবার চেষ্টা করছিল। দুজনেই যেন ঠিক দুটো লোমোয়ালা কুকুর সবে মাত্র দেখা হয়ে গেছে উঠানে।

লেফ্‌টেন্যাণ্টের দিকে না চেয়ে [illegible] দিকে চেয়ে ইন্‌স-পেক্টার বললে, "আপনি দেখছি কেবলই বলতে চাইছেন···রেজিমেণ্টে, রেজিমেণ্টে; কিছু মনে করবেন না, আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কারণটা কি? কেন আপনি চাকরি ছাড়লেন?"

"আচ্ছা......" লেফ্‌টেন্যাণ্ট অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিল, "···আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি পুলিসের চাকরীতে এলেন কি করে, কেমন করে এই রকম জীবনযাত্রায় পড়লেন?"

এই সময় য়্যানা কোন থেকে মোনোপ্যান বাজনার বাক্সটা এনে চিজেভিচ্‌কে দিলে হাতল ঘোরাতে। সামান্য অনুরোধের পর ইন্‌সপেকটার তার সঙ্গে পোলকা নাচ শুরু করলো......সে ছোট্ট মেয়ের মত এলো মেলো লাফাতে লাগলো, তার সঙ্গে তার কপালের উপর কোঁকড়ানো চুলগুলোও নাচতে লাগলো। তারপর ইনস্‌পেক্টার হাতল ঘোরাতে লাগলো তখন লেফ্‌টেন্যাণ্ট নাচতে শুরু করলে; বাড়ীওয়ালীর বাঁ হাতটা তার বাঁ পাশে চেপে মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে। য়্যালিচকাও চোখ নামিয়ে নাচতে লাগলো।

তার ঠোঁটে কোমল শুকনো—হাসি! ইনস্‌পেক্টার তার শেষ বিদায় নিতে যাবে এমন সময় রোন্‌কা ঢুকলে।

"আমি ওধারে ছাত্রটাকে নিয়ে-যাওয়া দেখছিলুম। আমি বাইরে আছি আর তোমরা······এঁ্যা, আমার উপর ঠিক কুকুরের মত ব্যবহার করেছো!"

যে এক সময় ছাত্র ছিল সে এখন—ব্যবচ্ছেদাগারের একটা ঠাণ্ডা কামরায় দস্তার বাক্সে বরফের উপর পড়ে রয়েছে। পাশে জ্বলছে গ্যাসের হলদে শিখা—হলদে এবং উৎকট। তার আচ্ছাদন-হীন ডান পায়ে হাঁটুর উপর মোটা কালির অঙ্কে লেখা রয়েছে '১৪'। ঐটাই হলো ব্যবচ্ছেদাগারে তার নম্বর।

বিপর্যয়

বিপর্যয়

জুলাই মাসের বিকাল পাঁচটা। প্রচণ্ড গরম। পাথরের তৈরী বিরাট শহরটা থেকে জলন্ত গন্‌গনে হাপরের মত ভাপ বেরুচ্ছে। সাদা দেওয়ালের বাড়ীগুলোর ঝলক্ অসহ্য। পিচ-ঢালা রাস্তাগুলো গ'লে পা পুড়িয়ে দিচ্ছে। নুড়ি-বাঁধানো রাস্তার বুকে ম্যাকাসিয়া গাছের ছায়াগুলো যেন শুকিয়ে মুসড়ে প'ড়ে র'য়েছে; সেগুলোও যেন তেতে গেছে। রোদে বিবর্ণ সমুদ্র মৃতের মত তার সর্বস্ব অনড় হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। রাস্তায় উড়ছে সাদা সাদা ধূলো।

একটা সখের থিয়েটারের শ্রোতাদের বিশ্রাম কক্ষে স্থানীয় ব্যারিষ্টার-দের ছোট্ট এক কমিটি ব'সেছে; য়িহুদীদের উপর গত বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে যারা দুর্ভোগে প'ড়েছিল তাদের মামলা চালাবার ভার নিয়েছেন এঁরা। রোজকার যা কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে তখন। এঁরা সংখ্যায় উনিশ জন ছিলেন উপস্থিত; সব সই জুনিয়ার (সহকারী), যুবক, উন্নতিশীল এবং বিবেচক লোক। বৈঠকে কোনোরকম আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না; বেশীর ভাগ পরিধানে সাদা পেণ্টলুন আর সাদা ফ্লানেল এবং সাদা আলপাকার পোষাক। যিনি যেখানে পেরেছেন ব'সে গেছেন ছোটো ছোটো মার্বেল টেবিলের সামনে; আর সভাপতি ব'সেছেন একটা ফাঁকা কাউণ্টারের সামনে; শীতের দিনে এই কাউণ্টারে চকোলেট বিক্রী হয়।

চোখ ঝল্‌সানো রোদ আর রাস্তার কোলাহলের সঙ্গে জানালার ভিতর দিয়ে উত্তাপ আসছিল, তাতে ব্যারিষ্টাররা একেবারে শ্রান্ত

হ'য়ে প'ড়েছিলেন। একটা বিশেষ রকমের উত্তেজনার সঙ্গে সভার কাজ চলেছে ঢিমেতেতালায়।

সভাপতির আসনে দীর্ঘকায় এক যুবা, সুন্দর তার গোঁফ্ জোড়া আর পাত্লা পাত্লা চুল। কেমন ক'রে এখুনি বেরিয়ে প'ড়ে নূতন কেনা সাইকেলে চ'ড়ে বাংলোমুখো হবেন সেই চিন্তাতেই তিনি বিভোর। গিয়েই তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে ঠাণ্ডা হবার অপেক্ষা না ক'রে ঘেমে-নাওয়া অবস্থাতেই পরিষ্কার শীতল সুবাসিত সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়বেন। সারা দেহটা নিস্তেজ কাঠপানা হ'য়ে গিছ্লো, এই চিন্তাতে শিহরণ জেগে উঠলো। সাম্নেকার কাগজ-পত্রগুলো অসহিষ্ণুভাবে নাড়াচাড়া ক'রে ঝিমুনো গলায় বলে উঠলেন—"তাহ'লে জোসেফ মোরিজোভিচ রুবিনসিকের মামলাটা চালাবেন······বোধ হয় প্রচলিত ধারা মতে একটা বিবৃতিও তৈরী ক'রে নিতে হবে?"

তাঁর সব চেয়ে অল্পবয়সী সহকর্মী বেঁটেখাটো মোটাসোটা কারাইম-বাসী দেখতে খুব কালো এবং সতেজ, চাপা গলায় ব'ল্লে অথচ যেন সকলেই শুন্তে পায়—"প্রচলিত ধারা মতে সবচেয়ে ভালো জিনিষ হ'চ্ছে বরফ দেওয়া ভ্যাস্ (রুশ দেশীয় এক প্রকার মদ)।

সভাপতি তার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত ক'রলেও না হেসে থাকতে পারলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টেবিলের উপর দুই হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্তে যাবেন যে, সভার কাজ বন্ধ হ'লো—এমন সময় থিয়েটারে ঢোকবার দরজায় খাড়া ছিল যে দারোয়ান হঠাৎ এগিয়ে এসে বল্লে—"সাতজন লোক বাইরে অপেক্ষা ক'রছে, ভেতরে আস্তে চায় তারা।"

সভাপতি ব্যস্তভাবে সকলের দিকে দেখে নিয়ে ব'ল্লেন—"কি করা যাবে বলুন, আপনারা ?"

নানারকম উত্তর এলো তার।

"পরের বার হবে ; ব্যাস্ ব্যাস্।"

"ওদের বক্তব্য লিখে দিতে বলা হোক্।"

"যদি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রতে পারে ওরা—এখুনি খতম ক'রে দিন।"

"চুলোয় যাক ওরা। হুঃ একে তো ফুটন্ত পিচ ঢাল্‌ছে যেন গরমে!"

বিরক্তিভরে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে সভাপতি ব'ল্লেন "আস্‌তে বলো ওদের। আর আমাকে এক গ্লাস্ ভিসি (রুশ দেশীয় একপ্রকার সরবৎ বিশেষ) এনে দিও, কিন্তু ঠাণ্ডা হয় যেন।"

দারোয়ান দরজা খুলে বারান্দা থেকে ডাক্‌লে তাদের—"ভিতর আসুন। এঁরা ব'ল্‌ছেন আসতে পারেন আপনারা।"

তারপর, সবচেয়ে বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত সাতটি মূর্তি সারি—বন্দি উদয় হ'লো বিশ্রাম কক্ষে। প্রথমটিকে দেখাচ্ছিল বেশ পরিণত বয়সের দৃঢ়চিত্ত, ফিটফাট পোষাক—সমুদ্রের শুক্‌নো বালির রংয়ের উপর চমৎকার গোলাপী রংয়ের সঙ্গে সাদা ডোরাকাটা সার্ট—বোতাম ঘরে একটা লাল গোলাপ। সামনে থেকে তার মাথাটা দেখাচ্ছিল খাড়া করা বরবটি কলাইয়ের মত আর পাশ থেকে দেখাচ্ছিল যেন শোয়ানো বরবটি। মুখখানাকে সাজন্ত ক'রেছে মোটা এক জোড়া ঘন পালোয়ানী গোঁফ। নাকের উপর স্প্রীং আঁটা একটা ঘন নীল কাঁচের চশমা, হাতে খড়ের মত রংয়ের দস্তানা, বাঁ হাতে

একটা রূপা বাঁধানো কালো ছড়ি, ডান হাতে ফিকে নীল রংয়ের রুমাল।

অপর ছজনকে কেমন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া সব মনে হচ্ছিল যেন তারা তাড়াতাড়ি কোনো মতে কেবল তাদের পোষাক পরিচ্ছদ নয়, হাত, পা আর মাথাগুলোও চাপিয়ে এসেছে। একজন ছিল— তাকে পাশ থেকে দেখ্‌লে জাঁদ্‌রেল রোম্যান সেনেটারের মত দেখায়; তার পরণে ছেঁড়া খোঁড়া পোষাক; আর একজনের গায়ে ছিল পরিষ্কার পোষাকী ওয়েষ্টকোট, তার বড়ো ছেঁড়া জায়গার ফাঁক দিয়ে উত্তর রুশীয় ঢংএর সার্ট নজরে পড়ছিল। এদের মুখগুলো সব বেখাপ্‌পা, আসামীদের মত, কিন্তু এমন দৃঢ়তার সঙ্গে চেয়ে রয়েছে—মনে হয় কিছুতেই তাদের হটাতে পারে না। এই লোকগুলোকে দেখ্‌তে যুবকদের মত হ'লেও স্পষ্টই মনে হয় জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা এদের আছে—বেশ সাবলীল চাল চলন, সতেজ গতিবিধি এবং একটা গুপ্ত সন্দেহজনক ধূর্ত বুদ্ধিও বিদ্যমান এদের মধ্যে।

বেলে রংয়ের পোষাকপরা ভদ্রলোকটি পরিষ্কার সহজ ভব্যতায় কেবল মাথাটি নত ক'রে আধা প্রশ্নের ব্যঞ্জনায় বল্‌লে—"সভাপতি মহোদয়?"

সভাপতি ব'ল্‌লেন—"হ্যাঁ, আমিই সভাপতি। বলুন আপনাদের কি আছে?"

ভদ্রলোকটি মোলায়েম গলায় শুরু ক'রলো—"আমরা সকলেই, ..." ব'লে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাদের দেখিয়ে ব'ল্‌লে, "আমরা এসেছি সংযুক্ত রোস্তভ-খারকভ এবং ওডেস্‌সা-নিকোলেইভের তস্কর সঙ্ঘের প্রতিনিধি হ'য়ে।"

ব্যারিষ্টাররা তাঁদের আসনে ন'ড়ে উঠলেন।

সভাপতি চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ কপালে তুলে থতমত খেয়ে প্রশ্ন ক'রলেন—"কিসের সঙ্ঘ ?"

বেলে রংয়ের পোষাক পরিহিত ভদ্রলোকটি শান্তভাবে আবার ব'ল্‌লে—"তস্করদের সঙ্ঘ। আমার কমরেডরা আমাকে চূড়ান্ত সম্মান দিয়েছেন এই প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র নির্বাচিত ক'রে।"

সভাপতি এলোমেলো ভাবে ব'ল্‌লেন—"খুব···খুসি···হলাম।"

"ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের সাতজনই সাধারণ তস্কর, অবশ্যি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের। ঐ সঙ্ঘ আমাদের উপর ভার দিয়েছে আপনাদের বহুমান্য কমিটির কাছে···" এই ব'লে ভদ্রলোকটি আবার মাথা নত ক'রে নম্রধীর অভিবাদন ক'রে ব'ল্‌লে—"সহায়তার সম্মানসূচক দাবী জানাবার।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না···স্পষ্টই ব'ল্‌ছি···কি সম্পর্কে···" সভাপতি হতবুদ্ধি হ'য়ে হাত নেড়ে ব'ল্‌লেন—"যাই হোক, বলুন···"

"ভদ্রমহোদয়গণ, যে ব্যাপারের জন্যে আমরা আপনাদের কাছে আবেদন ক'রতে সাহসী হ'য়েছি এবং সম্মানিত মনে ক'রছি সেটা খুব পরিষ্কার, খুবই সহজ এবং খুব সংক্ষিপ্ত। সেটা ব'ল্‌তে হয়তো ছ'সাত মিনিট সময় নেবে। একে তো আপনাদের অধিবেশনের শেষ মুখ, তার উপর ছায়াতেই উত্তাপের মাত্রা উঠেছে ১১৫°ডিগ্রী ফার্ণাহিট, এই দিক থেকে আমার মনে হয় ওটা ব'লে রাখাই ভালো।" বক্তা সামান্য একটু গলা খেঁকারী দিয়ে তার চমৎকার সোনার ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলো।

"আপনারা দেখেছেন, স্থানীয় কাগজগুলোতে গত য়িহুদী হত্যাকাণ্ডের দুঃখময় ভয়ঙ্কর দিনগুলোর যে সব বিবরণ শেষের দিকে প্রকাশিত হ'য়েছে তাতে প্রায়ই ইঙ্গিত রয়েছে যে, পুলিশ থেকে পয়সা

দিয়ে দল গ'ড়ে যাদের ঐ হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত করা হ'য়েছিল তারা হ'চ্ছে সমাজের যত সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক—তাদের মধ্যে ছিল মাতাল, ভবঘুরে, গণিকাপালিত লম্পটগুলো আর বস্তির যত গুণ্ডা; তস্করেরাও তাদের মধ্যে ছিল। প্রথম প্রথম আমরা চুপচাপ ছিলাম কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধীমান সমাজের সমক্ষে আমাদের উপর এই অন্যায় এবং গুরুতর অভিযোগের প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে ক'রলাম। আমি ভালোভাবেই জানি যে, আইনের চক্ষে আমরা অপরাধী এবং সমাজের শত্রু। কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা একটুখানি ভেবে দেখুন সমাজের এই শত্রুদের অবস্থাটা কি দাঁড়ায় যখন তাকে সম্পূর্ণরূপে এমন একটা অপরাধের জন্যে অভিযুক্ত করা হয় যা সে কখনো তো করেইনা পরন্তু যার বিরুদ্ধে সে তার দেহমনের সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত। বলাই বাহুল্য যে, সাধারণ স্বাভাবিক একটা ভাগ্যবান নাগরিকের চেয়ে, এই অবিচারের উৎপীড়ন তার পক্ষে বেশী অসহনীয় হবে। এখন আমরা ঘোষণা ক'রে জানাতে চাই যে, আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হ'য়েছে তা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন—বাস্তবতার দিক থেকে তো বটেই, যুক্তির দিক থেকেও অসম্ভব। মাননীয় কমিটি যদি অনুগ্রহ ক'রে শুনতে চান আমি মাত্র গোটাকতক কথা ব'লে তা প্রমাণ ক'রে দিতে চাই।"

সভাপতি বল্লেন—"ব'লে যান।"

ব্যারিষ্টাররাও তখন উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকেও শোনা গেল—"দয়া ক'রে বলুন—বলুন আপনি।"

"আমার সব কমরেডের হ'য়ে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বাস করুন আমাকে, আমাদের, ওর নাম কি, সংশয়-সঙ্কুলই বলি, সংশয়সঙ্কুল অথচ দুঃসাধ্য কর্ম্মজীবিদের প্রতিনিধিদের

উপর এই কৃপাদৃষ্টির জন্যে আপনাদের কোনোদিনই অনুতাপ ক'রতে হবে না। তাহ'লে আমরা শুরু করি—যেমন জিরাল্ডোনাই প্যাগলিয়াক্‌সির প্রস্তাবনায় গেয়েছেন।

"কিন্তু তার আগে সর্ব প্রথম আপনার অনুমতি নিয়ে আমি আমার গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাই। ওহে পোর্টার, আমার জন্যে একটা লেমনেড আর এক গ্লাস বিলাতী···লোকটা বড়ো ভালো। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আমাদের উপজীবিকার নৈতিক দিক বা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার দিক নিয়ে আলোচনা ক'রবো না। প্রুধোঁর চিত্তাকর্ষক জ্বলন্ত বচনটা আমার চেয়ে আপনাদের ভালোরকম জানা আছে সন্দেহ নাই—বিত্তের অধিকারী হওয়ার চেষ্টা চুরিডাকাতিরই নামান্তর। কথাটা আপাতঃ যুক্তিতে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্যও ব'লতে পারেন কিন্তু কথাটাকে এপর্যন্ত কাপুরুষ মধ্যবিত্তদের বা ভোগপুষ্ট যাজকদের তত্ত্বকথায় খণ্ডন ক'রতে পারে নি। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, কোনো পিতা উদ্যম আর কৌশলের দ্বারা লাখ লাখ টাকা আহরণ ক'রে ছেলের জন্যে রেখে গেলেন—একটা রোগা ডিগডিগে অলস নির্বোধ নীচ আহাম্মোক, মস্তিষ্কহীন কীট বিশেষ—সত্যিকারের পরগাছা যাকে বলে। কার্যতঃ হিসাব করলে লাখ লাখ টাকা হ'লো লাখ্ লাখ্ কাজের দিন—অগণিত সংখ্যক লোকের শ্রম, স্বেদ, প্রাণ আর রক্তের যে নিরঙ্কুশ আদিম অধিকার তাই। কেন? এর মূল বা কারণ কি? সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহ'লে বলুন আপনারা, কেন আমাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হবেন না, যদি আমরা বলি যে, সত্যি ব'লতে কি, আমাদের উপজীবিকা হ'চ্ছে, ব্যক্তি বিশেষদের হস্তে সঞ্চিত অতিরিক্ত সম্পদের সংশোধন করা এবং সেটা হ'লো মানবতার উপর সকল রকম কষ্ট, ঘৃণা, যথেচ্ছাচার, উৎপীড়ন ও অবজ্ঞার এবং আধুনিক

সমাজের ধনিক সম্প্রদায়ের সমবেত চেষ্টার পৈশাচিকতার প্রতিবাদ-স্বরূপ। আজই হোক বা কালই হোক সামাজিক বিপ্লবের ফলে এ ধারার পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে। সম্পত্তি কোথায় চ'লে যাবে বিস্মৃতির অতল তলে করুণ কাহিনীর মত, তার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবো—এই আমরা, শ্রমশিল্পের বীর' অধি-নায়কদল।"

পোর্টারের হাত থেকে ট্রেখানা নেবার জন্যে বক্তা থাম্‌লো ; সেটা টেবিলের উপর তার হাতের কাছে রেখে ব'ল্‌লে—"মাফ্ ক'রবেন, ভদ্রমহোদয়গণ,...হ্যাঁ, এই নাও হে, তুমি......হ্যাঁ, আর একটা কথা, তুমি যখন বেরিয়ে যাবে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে যেও।"

"যে আজ্ঞে, মহারাজ!' পরিহাস ক'রে জোর গলায় ব'লে উঠ্‌লো পোর্টার।

বক্তা আধ গ্লাস পানীয় নিঃশেষ ক'রে শুরু ক'রলো—"যাই হোক প্রশ্নটার দার্শনিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকগুলো বাদ দিন। আমি আপনাদের মনোযোগকে ক্লিষ্ট করতে চাই না। সে যাই হোক, আমার বলে রাখা আবশ্যক যে, আমাদের পেশাটা ঐ যাকে আর্ট বলে, প্রায় তার কাছাকাছি যায়। 'আর্ট' হতে গেলে যে সকল গুণাবলী থাকা দরকার এর মধ্যে সবই আছে—এতে চাই যোগ্যতা, [illegible] চাই প্রেরণা, কল্পনা, উদ্ভাবনীশক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর এর বিজ্ঞানে চাই সুদীর্ঘ একাগ্র শিক্ষাসাধনা। এতে কেবল ধর্মের ছোঁয়াচটির অভাব, এর সম্বন্ধে কারামঙ্কিন লিখে গেছেন তাঁর অদ্ভুত প্রদীপ্ত অনুরাগ নিয়ে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সঙ্গে পরিহাস করা বা আপনাদের মূল্যবান সময় বিমোহন বচনে বৃথা নষ্ট করা আমার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বাইরে ; কিন্তু আমার বক্তব্যটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা না করে পারি না। তস্কর বৃত্তি

সম্বন্ধে কিছু বলাটা, বাইরের লোকের কানে উদ্ভট এবং হাস্যকর ঠেকবে। যাইহোক, আমি আপনাদের নিশ্চয় করে বল্‌তে পারি যে এ বৃত্তিটা খুবই বাস্তব। এমন সব লোক আছে যাদের স্মৃতিশক্তি বিশেষ প্রবল এবং ধারালো, যাদের দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ এবং অভ্রান্ত, যাদের উপস্থিত বুদ্ধি আর হাত সাফাই দেখবার মত! সবার চেয়ে বেশী হচ্ছে তাদের সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি। সত্যিকথা বল্‌তে কি, তারা যেন ভগবানের রাজ্যে জন্মেছে কেবল বিখ্যাত তাসের যাদুকর হবার মত বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। পকেটমারদের বৃত্তিতে চাই অসাধারণ ক্ষিপ্রতা এবং তৎপরতা, নড়াচড়া সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর রকমের নিশ্চয়তা, উপস্থিত বুদ্ধির কথা ছেড়েই দিন, পর্যবেক্ষণ করবার এবং শ্যেনদৃষ্টি রাখবার প্রতিভা থাকা চাই। কারুর কারুর বিশিষ্ট পেশা হচ্ছে সিন্দুক ভাঙ্গা। তাদের সুকুমার শিশুকাল থেকেই—বাইসাইকেল, শেলাইকল, দমদেওয়া খেলনা, আর ঘড়ি প্রভৃতি যত রকমের জটিল কলকব্জার রহস্যে আকৃষ্ট হয় তারা। ভদ্রমহোদয়গণ, চরম কথা হলো এই যে, এতে এমন সব লোক আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর যাদের পুরুষানুক্রমিক বিদ্বেষ বর্তমান। আপনারা হয়তো এসব বলবেন অধঃপাত। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি কোনো নিষ্ঠাবান তস্করকে বা চৌর্যই যার পেশা তাকে কিছুতেই আপনি ঐ একটানা বিরক্তিকর সৎভাবে বেঁচে থাকার পন্থায় প্রলুব্ধ করতে পারবেন না—কোনো চমকদার পুরস্কার বা পাকা পদ-মর্যাদার প্রলোভনে ত নয়ই, কাঞ্চন বা কামিনীর প্রেম দিয়েও নয়; কারণ এর মাঝে রয়েছে একটা স্থায়ী ঝোক্কির পুলক। বিপদের অতল তলে তলিয়ে যাবার বিপুল আকর্ষণ, হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়ার মধুর অনুভূতি, প্রাণের প্রচণ্ড স্পন্দন আর ঐ উল্লাস। আপনারা সব অস্ত্রসজ্জায় তৈরী রয়েছেন—আইনের আশ্রয়ে, তালাচাবি, রিভালবার, টেলিফোন,

পুলিশ আর সৈন্যসামন্ত নিয়ে কিন্তু আমাদের কেবল নিজেদের দক্ষতা, চতুরতা আর জ্ঞানশূন্যতা। আমরা হচ্ছি শেয়ালের দল আর সমাজ হলো কুকুর পাহারায় ঘেরা মোরগ শাবকের ঝাঁক। আপনারা কি জানেন যে, আমাদের পল্লীর যারা কুশলী এবং মেধা সম্পন্ন লোক তারা সব ঘোড়াচোর বা মাছচোর হয়? আর কি চান? আগ্রহশীল উচ্চাভিলাষীদের পক্ষে জীবনটা কত তুচ্ছ, কত বিস্বাদ এবং কত অসহ-রকমের বোঝা হয়ে গেছে ভাবুন!

"প্রেরণার কথা বলি এবার। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিশ্চয় এমন চুরির কথা প'ড়ে থাকবেন, কাজে এবং পরিকল্পনায় যেগুলো অতিপ্রাকৃত ঘটনার মত ঠেকে। খবরের কাগজের মাথায় বড় বড় হরফে লেখা হয়—'বিস্ময়কর ডাকাতি' বা 'অদ্ভুত প্রতারণা' অথবা 'পকেটমারদের চতুর ফন্দি'। তখন আমাদের ঐ মধ্যবিত্ত পরিবারের মাতব্বরেরা অবাক হ'য়ে হাত নেড়ে বলতে থাকেন—'কী ভীষণ ব্যাপার! এই সব লোকের ক্ষমতাগুলো যদি ভাল কাজে লাগানো হ'তো—ওদের উদ্ভাবনী শক্তি, মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ওদের ঐ আশ্চর্য্য জ্ঞান, ওদের আত্মপ্রত্যয়, ওদের নির্ভীকতা আর ওদের ঐ অতুলনীয় অভিনয় ক্ষমতা! দেশের কি অসাধারণ উপকারই না ক'রতে পারতো!' কিন্তু এ কথা সুবিদিত, যে, এই মধ্যবিত্ত মাতব্বরদল হ'চ্ছে বিধাতার বিশেষ পরিকল্পনায় সৃষ্ট জীব কেবল আজেবাজে তুচ্ছ কথা আওড়াবার জন্যে। আমিই নিজে মাঝে মাঝে—চোর আমরা একটু ভাবপ্রবণ লোক হই,—আমি স্বীকার ক'রছি আমি নিজেই মাঝে মাঝে মুগ্ধ হ'য়ে যাই মনোরম সূর্যাস্ত দেখে আলেকজাণ্ডার পার্কে অথবা সমুদ্রের তীরে, এবং আমি আগে থাকতেই জানি, আমার আশে পাশে কেউ না কেউ ব'লবে রীতিমত তন্ময় হ'য়ে, "দেখ, দেখ, এ দৃশ্য ছবিতে আঁকা

হ'লে কেউ বিশ্বাস ক'রবে না।' ফিরে তাকালে স্বভাবতঃই দেখবো আত্মগর্বিত খাদ্যলুব্ধ কোনো মধ্যবিত্ত মাতব্বর, যারা অপর কারুর স্তুতি বচন কণ্ঠে আনন্দ পায়, যেন নিজের কথাই ব'লছে। আমাদের এই প্রিয় স্বদেশকে ঐ মধ্যবিত্ত মাতব্বরদল দেখে ঠিক ঝলসানো টার্কির মত। কোনো মতে পাখীর সেরা অংশটা নিজে কেটে নিতে পারলেই আরামদায়ক একটা কোণে গিয়ে চুপি চুপি খাওয়া আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া। কিন্তু আসলে লোকটাকে আমি প্রাধান্য দিই না, অশ্লীলতার প্রতি আমার বিতৃষ্ণাবশতঃই আমি বিষয়ান্তরে চলে গেছি আমার এই অবান্তর আলোচনার জন্যে মার্জনা ক'রবেন। প্রকৃত কথা হ'চ্ছে, প্রতিভাই বলুন আর উদ্যমই বলুন, গোঁড়া যাজক সম্প্রদায়ের সেবায় তা নিযুক্ত না হ'লেও সেগুলো দুর্লভ এবং সুন্দরই থেকে যায়। প্রগতিই হ'লো নিয়ম; চৌর্যের মধ্যেও সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে।

"মোটকথা প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, আমাদের পেশাটা কোনো মতেই তত সহজ বা সুখকর নয়। এতে চাই দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অবিরাম সাধনা আর ধীর এবং কষ্টকর অনুশীলন। এর মধ্যে শত শত সুকুমার কুশলী পন্থা যে-সব রয়েছে তা সুচতুর বাজীকরেরও সাধ্যের বাইরে। আমি যে আপনাদের কাছে ফাঁকা বুলি আউড়ে যাচ্ছি না তার প্রমাণস্বরূপ, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সামনে এখুনি তার কয়েকটা প্রত্যক্ষ নমুনা দিচ্ছি। যাঁরা ক'রে দেখাবেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে অনুরোধ করি। উপস্থিত আমরা সকলেই এখন আইনের চক্ষে মুক্ত, যদিও স্বভাবতঃই আমাদের উপর নজর রাখা হয়, এবং আমাদের প্রত্যেকেই মুখচেনা আর আমাদের ফোটোগুলো সকল গোয়েন্দা বিভাগের চিত্র সংগ্রহের খাতায় শোভা

পাচ্ছে, তবুও এখন কিছু সময়ের জন্যে কারুর কাছে নিজেদের গোপন করা প্রয়োজন মনে করি না। ভবিষ্যতে আপনাদের কেউ যদি আমাদের কাউকে ভিন্ন আবেষ্টনীতে চিন্‌তে পারেন, আমাদের একান্ত অনুরোধ, যে আপনারা তখন আপনাদের পেশানুযায়ী দায়ীত্ব এবং নাগরিক হিসাবে আপনাদের কর্ত্তব্য অনুসারে কাজ ক'রবেন। আপনাদের এই সহৃদয় মনোযোগের সকৃতজ্ঞ প্রতিদান হিসাবে আমরা ঠিক করেছি আপনাদের সম্পত্তি হস্তক্ষেপের উর্ধে ব'লে ঘোষণা করা হবে এবং তার উপর চৌর্য শাস্ত্রের নিষেধ-বাক্য প্রয়োগ করা হবে। যাই হোক, আমি কাজের কথা কই...”

বক্তা মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, “মহানুভব সিসোয়ি, এদিকে আসুন ত।”

এক বিরাটকায় পুরুষ, সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়া, হাত দুটো হাঁটুতে এগিয়ে ঠেকেছে, কপাল বা ঘাড় নেই বল্‌লেই চলে, এক বিশাল মনোরম হারকিউলিসের মত, সামনের দিকে এগিয়ে এলো; নির্বোধের মত দাঁত বার ক'রে হেসে হতবুদ্ধি হয়ে বাঁচোখের ভুরু রগড়াতে লাগ্‌লো।

ধরা গলায় বল্‌লে, “কিছুই করতে পারবো না, এখানে কিছুই নাই।”

কমিটির সদস্যদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে সেই বেলে রংয়ের পোষাক-পরা ভদ্রলোকটি তার হ'য়ে বল্‌লে—“ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সঙ্ঘের একজন মাননীয় সভ্য আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। এঁর হাতযশ হচ্ছে সিন্দুক ভাঙ্গায়, লোহার সুদৃঢ় বাক্স এবং টাকাকড়ি সংক্রান্ত কাগজপত্রের আধার খুলে ফেলায়। এঁর নিশাকালীন কাজকর্মে ধাতু গলিয়ে ফেলবার জন্যে মাঝে মাঝে ইনি বিজলীবাতির তড়িত সরবরাহ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহার করে থাকেন। দুঃখের

বিষয় যার উপর তাঁর সেরা কেরামতির পরীক্ষা ক'রে দেখাবেন তেমন কিছুই নাই। সবচেয়ে শক্ত রকমের তালাও উনি অনায়াসে খুলে ফেলেন। ......ভাল কথা, এই যে দরজাটা, বোধহয়, চাবি দেওয়া, নয় কি?"

প্রত্যেকের দৃষ্টি পড়লো দরজাটার উপর, যাতে ছাপা হরফে বিজ্ঞাপন ঝুল্‌ছিল—'মঞ্চের দরজা' 'সাধারণের নহে।'

সভাপতি তার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লেন, "হাঁ দরজাটা চাবি দেওয়াই বটে।"

"চমৎকার। মহানুভব সিসোয়ি, আপনি কি দয়া করবেন?"

বিরাটকায় পুরুষটি মন্থরভাবে বলেল, "ও কিছুই নয়।"

তারপর দরজার খুব নিকটে গিয়ে হাতে করে সন্তর্পনে নাড়া দিয়ে তার পকেট থেকে একটা ছোট ঝক্‌ঝকে যন্ত্র বার ক'রে চাবির গর্ত্তের উপর ঝুঁকে সেই যন্ত্রের সাহায্যে কি যে ক'রলে ধরতেই পারা গেল না, তারপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দরজাটা ফুঁকাক করে খুলে দিলে। সভাপতির হাতে ঘড়ি ছিল; দেখ্‌লেন সমস্ত ব্যাপারটা সারতে মাত্র দশ সেকেণ্ড লেগেছে।

বেগুনে রংয়ের পোষাক-পরা ভদ্রলোকটি বিনীত ভাবে বল্‌লে, "মহানুভব সিসোয়ি, আপনাকে ধন্যবাদ; আপনি আপনার আসনে গিয়ে বস্‌তে পারেন।"

সভাপতি ঈষৎ সন্ত্রস্ত হ'য়ে বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন, "মাফ্ ক'রবেন, এ সব খুবই মজাদার আর শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নাই কিন্তু.......আপনার মাননীয় সহকর্ম্মীর পেশার মধ্যে দরজাটায় আবার চাবি দেবার হাতও আছে নাকি?"

ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ নতশির হ'য়ে বল্‌লে, "আঃ, মার্জ্জনা ক'রবেন

আমায়। ওটা আমি ভুলে গিছ্‌লাম। মহানুভব সিসোয়ি, আপনি কি আমায় বাধিত ক'রবেন ?"

পূর্ববৎ ক্ষিপ্রতায় এবং নিঃশব্দে দরজাটায় চাবি দেওয়া হলো। সহকর্মীমহোদয় দন্তবিকাশী হাসি হেসে হেলতে দুলতে বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল।

বক্তা শুরু করলে, "এইবার আমি আপনাদের আমার কমরেডদের আর একজনের দক্ষতা দেখাতে পারলে কৃতার্থ বোধ করবো ; যাঁরা থিয়েটার এবং রেল ষ্টেশনে পকেট কেটে থাকেন ইনি তাঁদের পর্য্যায় কাজ করেন। ইনি নিতান্তই যুবক, তা হলেও এঁর এখনকার কাজের মধ্যে সূক্ষ্ম সাফাই দেখ্‌লে আপনারা হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারবেন, শ্রমযত্নে ভবিষ্যতে উনি কত উঁচুদরের হবেন। ইয়াসা !"

একটি কালো যুবা, নীল সিল্কের ব্লাউজ আর চক্‌চকে বুটপরা জিপ্‌সিদের মত, বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এলো কোমরবন্ধের থোপ্‌নাগুলো আঙুলে ক'রে নাড়তে নাড়তে আর খুশি মনে তার সাদায় হলুদে মেশানো বড়ো বড়ো দুর্বিনীত কালো চোখ দু'টো ঘোরাতে ঘোরাতে।

বালি রংয়ের পোষাক-পরা সেই ভদ্রলোকটি বিশ্বাস জন্মাবার ব্যঞ্জনায় বল্‌লে, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার অনুরোধ, আপনাদের উপর একটু পরীক্ষা করে দেখাবার জন্যে যদি কেউ দয়া করে এগিয়ে আসেন। আমি আপনাদের নিশ্চয় করে বল্‌ছি এটা দেখানো হবে মাত্র, ঠিক খেলা দেখানোর মত।" এই বলে সে উপবিষ্ট লোকদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

বেঁটে খাটো স্থূলকায় কারাইমবাসী, গুব্‌রে পোকার মত কালো চেহারা—এগিয়ে এলেন তাঁর টেবিল থেকে। আমোদ ভরে বল্‌লেন "জো হুকুম !"

বক্তা মাথা নেড়ে ইঙ্গিত ক'রে বল্‌লে—"ইয়াসা !" ইয়াসা ব্যারিষ্টারের কাছে ঘেঁসে এলো। তার বাঁ হাতটা ঝোলানো, তাতে একটা ঘোর রংয়ের গলাবন্ধ ঝুলছিল।

সে বেশ মিষ্টি গলায় অনর্গল বল্‌তে শুরু করলো—"মনে করুন আপনি গির্জায় রয়েছেন অথবা বারের একটা হলে—অথবা সার্কাস দেখ্‌ছেন। আমি সোজাসুজি দূরে দেখ্‌ছি এক মালদার লোক; মাফ্‌ ক'রবেন মশাই। মনে করুন আপনিই সেই মালদার। রাগ করবার কিছু নাই; তার মানে ধনী ভদ্রলোক, বেশ ফিটফাট কিন্তু তাঁর আশপাশের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নন। প্রথমতঃ—তাঁর সঙ্গে কি কি থাকা সম্ভব? সব রকমই। বিশেষ করে ঘড়ি আর চেন। কোথায় সেটা রাখেন তিনি। হয়তো তাঁর ওয়েষ্টকোটের উপর দিককার পকেটে কোথাও—এখানে। অন্য লোকেরা নিচের পকেটে রাখে। ঠিক এইখানে। তহবিল বেশীর ভাগ থাকে পেণ্টুলুনের পকেটে; কেবল যুবকেরা জ্যাকেটের পকেটে রাখে। সিগারকেস—আগে দেখ্‌তে হবে কিসের সেটা, সোনার, রূপার—নামের মোহর করা কিনা। চামড়া—তাহলে ভদ্রলোকে হাত নষ্ট করবে কেন? সিগারকেস। সাত সাতটা পকেট—এটাতে—এটাতে—এটাতে—উপরে—ওটাতে—ঐ ওটাতে। ঠিক হয়েছে; তাই না? এই ভাবে আপনাকে কাজ সারতে হবে।"

সে যখন কথা কইছিল যুবক ব্যারিষ্টার হাসছিলেন। তার চোখ-দুটো সোজা ব্যারিষ্টারের চোখের উপর জলজল করছিল। তার ডান হাতের ক্ষিপ্র নিপুন গতিতে তাঁর পরিচ্ছদের বিভিন্ন অংশ দেখাচ্ছিল।

"...হ্যাঁ, তারপর হয়তো দেখবেন টাইয়ে এখানে পিন রয়েছে। অবিশ্যি আমরা ওটা আত্মসাৎ করি না। আজকালকার ভদ্রলোক সব খুব কমই সত্যিকারের পাথর বসানো পিন ব্যবহার করেন।

তারপর আমি তাঁর কাছে গিয়ে সোজাসুজি ভদ্রলোকের মত কথা কইতে শুরু ক'রবো—'আপনি দয়া ক'রে আপনার সিগারেটের আগুনটা একবার দেবেন ?'...অথবা ঐ রকম একটা কিছু। যে কোনো উপায়েই হোক আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু ক'রলাম। তারপর কি ? আমি সটান তাঁর চোখ দু'টোর উপর চাইলাম—ঠিক এই রকম ক'রে ! আমার কেবল দুটো আঙুল এতে লাগে—এইটে আর এইটে ?" ইয়াসা তার ডান হাতের দু'টো আঙুল, সামনের আর মাঝের, ব্যারিষ্টারের মুখ পর্যন্ত তুলে এদিক ওদিক নাড়াতে লাগ্‌লো।

"দেখ্‌ছেন ! এই দু'টো আঙুল দিয়ে আমি সারা পিয়ানো চ'ষে বেড়াই। আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নাই এতে ; এক-দুই-তিন—প্রস্তুত। যে কোনো লোক বোকা না হ'লে সহজেই শিখ্‌তে পারে। এইতো আর কি, খুবই সাদাসিধে কাজ। আপনাকে ধন্যবাদ।"

স্বস্থানে প্রস্থান ক'রবার অভিপ্রায়ে পকেটমার গোড়ালির উপর পাক খেয়ে এগোলো।

"ইয়াসা !" বালি রংয়ের পোষাক-পরা ভদ্রলোকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ব'ল্‌লে। "ইয়াসা !" জোর ক'রে ডাক দিলে আবার।

ইয়াসা থামলো। ব্যারিষ্টারের দিকে পিছন ফিরানো ছিল তার ; প্রতিনিধির দিকে সে বেশ সুস্পষ্ট অনুনয় দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলো কারণ সে তখন তার দিকে ভ্রূকুটি ক'রে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত ক'রছিল।

ধমক্ দেবার গলায় তৃতীয়বার ব'ল্‌লে—"ইয়াসা !"

তস্কর যুবক বিরক্তিসূচক শব্দ ক'রে "আঃ" ব'লে ব্যারিষ্টারের দিকে ফিরলো। মিহি গলায় জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আপনার ছোট ঘড়িটা কোথায়, মশাই ?"

"এই যাঃ!" ব'লে চম্‌কে উঠলেন সেই কারাইমবাসী।

"দেখলেন ত? আপনি এখন বল্‌ছেন 'এই যাঃ,'" ভৎর্সনার সুরে ব'ল্‌তে লাগলো ইয়াসা, "সারাক্ষণ আপনি মুগ্ধ হ'য়ে আমার ডান হাতটা দেখছিলেন আর আমি বাঁ হাত দিয়ে আপনার ঘড়িটা সরাচ্ছিলাম; গলাবন্ধের আড়ালে এই দু'টো আঙুল দিয়ে। এই জন্যেই আমাদের গলাবন্ধটা থাকে। আপনার চেনটার কোনো দাম নেই—কোনো মহিলার উপহার হবে, ঘড়িটা সোনার, চেনটা আমি নেইনি, রেখে দিয়েছি আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে। নিন।" ব'লে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ঘড়িটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

"যাইহোক...খুই সাফাই," হতবুদ্ধি ব্যারিষ্টার ব'ল্‌লেন—"আমি লক্ষ্যই করিনি।"

গর্বভরে ইয়াসা ব'ল্‌লে, "ঐ তো আমাদের কাজ।"

সে আবার হেল্‌তে দু'ল্‌তে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। ইতি মধ্যে বক্তা তার গ্লাস থেকে এক চুমুক পান ক'রে শুরু ক'রলো—

"এইবার, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের পরবর্তী সহযোগী আপনাদের কয়েকটা খুব সাধারণ তাসের খেলা দেখাবেন—যে সব কৌশল হাটে, ষ্টীমারে বা রেলে দেখানো হয়। তিনখানা তাস নিয়ে, ধরুন একটা টেক্কা, একটা বিবি আর একটা ছক্কা নিয়ে তিনি খুব সহজেই...কিন্তু আপনারা হয়তো এই সব খেলা দেখে এলে গেছেন......"

"মোটেই না; খুব চমৎকার লাগছে," সভাপতি সাগ্রহে ব'লে উঠলেন, "যদি নেহাৎ অবিবেচকের মত না হয় ত একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে—মহাশয়ের নিজের বিশেষত্ব কি?"

"আমার-হুঁঃ...না না...অবিবেচকের মত হবে কেন্? আমার কাজ বড়ো বড়ো হীরের দোকানে...আর একটা পেশা আছে

ব্যাঙ্কে।” মধুর হাসি হেসে জবাব দিল বক্তা—“এ কাজটা অন্য সবার চেয়ে সহজ মনে ক’রবেন না। চারটে ইউরোপীয় ভাষা, জার্মান ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী, আর ইতালীয় ভাল ভাবে জানি, পোল, ইউক্রেণী আর ইড্ডিসের কথা ছেড়েই দিলাম। যাক্, সভাপতিমহোদয়, আর কসরতের পরীক্ষা আপনাদের দেখাবো কি?”

সভাপতি তাঁর ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক’রে ব’ল্লেন—“দুর্ভাগ্য আমাদের; সময় বড় সঙ্কেপ। আপনাদের কাজের কথাটা পেড়ে ফেল্লে ভাল হয় না? তাছাড়া আমরা এখনই যে সব কৌশলের পরীক্ষা প্রত্যক্ষ ক’রলাম তাতেই আপনার মাননীয় সহযোগীদের গুণাগুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস হ’য়েছে……ঠিক বলি নি আমি, আইসাক য়্যাব্রামেভিচ্?”

কারাইম ব্যারিষ্টার তৎক্ষণাৎ সমর্থন ক’রে ব’ল্লেন—“হ্যাঁ… হ্যাঁ…ঠিক।”

“বেশ বেশ!” বালি রংয়ের পোষাক-পরা ও লোকটি সম্মতি-সূচক মিষ্টি গলায় ব’ল্লে। তারপর, বেঁটে খাড়া চুলওয়ালা পরিষ্কার একটি লোক, ব্যাঙ্কের ছুটির দিনে গার্ড প্রস্তুত-কারকের মুখের মত মুখখানা তার, তার দিকে ফিরে ব’ল্লে, “কাউণ্ট-মশাই, আপনার যন্ত্রপাতি রেখে দিন। ওসবের আর দরকার হবে না। ভদ্রমহোদয়গণ, আর গুটিকয়েক কথা মাত্র আমার বলবার আছে। এখন আপনাদের নিশ্চয় বিশ্বাস হ’য়েছে যে, আমাদের কলাকৌশল, উঁচুদরের লোকদের পৃষ্ঠপোষণা না পেলেও আর্ট বটে; এবং আপনিও হয়ত আমার সঙ্গে একমত যে, এই আর্ট হ’চ্ছে এমন যাতে অবিরাম শ্রম, বিপদ এবং অস্বোয়াস্তিকর ভুল বোঝাবুঝি ত আছেই, তা ছাড়া চাই ব্যক্তিগত নানান গুণাগুণ;

আমি আশা করি আপনি বোধহয় এটাও বিশ্বাস করেন যে, প্রথম দৃষ্টিতে এ কাজটা যতই অদ্ভুত লাগুক শেষ পর্য্যন্ত এর অনুশীলনে আগ্রহশীল হওয়া যায়, এই কাজের অনুরাগী হওয়া যায় এবং সম্মানও দেওয়া যায় একে। আপনারা কল্পনা করুন—খ্যাতনামা কোনো মেধাবী কবি, যাঁর গান এবং কবিতা আমাদের উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা অলংকৃত ক'রে থাকে, তাঁকে হঠাৎ একটা কাজের সুযোগ দেওয়া হ'লো—কবিতা লেখবার, এক লাইন, এক এক পেনি হিসাবে—'সিগারেট জেসমিনে'-এর বিজ্ঞাপন স্বরূপ; অথবা ধরুন আপনাদের নামকরা ব্যারিষ্টারদের কারও নামে দুর্নাম র'টে গেল, তাঁর উপর এই অভিযোগ যে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের সাক্ষী সাজিয়ে অথবা গাড়ীর কচুয়ান থেকে মদের দোকানের মালিক পর্যন্ত সকলের আবেদন পত্র লিখে বেশ কিছু ক'রছেন! অবশ্য আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত লোকে তা বিশ্বাস ক'রবেন না। কিন্তু গুজবে তখন বিষিয়ে যা দেবার দিয়েইছে—আপনাকে তখন প্রতিমুহূর্ত কাটাতে হবে উৎপীড়নের মধ্যে। ভেবে দেখুন, এই রকম গ্লানিকর বিরক্তিজনক অপবাদ, কে রটালে ভগবানই জানেন, তাতে যে কেবল আপনারই সুনাম এবং সুপরিপাকের বিঘ্ন সুরু ক'রলো তা নয়, আপনার স্বাধীনতা, আপনার স্বাস্থ্য এবং এমন কি আপনার জীবনকেও বিপন্ন ক'রতে শুরু ক'রবে।

"আমাদের এই চোরদেরও অবস্থা তাই হ'য়েছে, সংবাদ পত্রে অপবাদ দিতে শুরু ক'রেছে। পরিষ্কার ক'রে বলা দরকার আমার। ইতর এক শ্রেণীর লোক আছে—অত্যন্ত ইতর প্রকৃতির, যাদের আমরা বলি মায়েদের সোহাগের খোকা। দুর্ভাগ্যবশতঃ

এদের সঙ্গে আমাদের গুলিয়ে ফেলা হ'য়েছে। ওদের লজ্জাও নেই, বিবেকবুদ্ধিও নেই, লম্পট ইতর সব, মায়েদের অকর্মন্য মাণিকের-দল, অলস, জঘন্য পরান্নভোজী সব, দোকানের সহকারী, যারা অনিপুন চৌরকর্ম করে থাকে। তার বারবণিতা-কর্ত্রীর অন্নে জীবন ধারণ করার জন্যে কোনো বিকারই নাই তাদের মনে, ঠিক সেই সামুদ্রিক মন্দা ম্যাকারেল মাছের মত যারা সব সময় মাদী মাছের পিছু পিছু সাঁতরে বেড়ায় আর তাদের বিষ্ঠায় জীবন ধারণ করে। মাত্র একটা পেনীর জন্তে তারা ছোটো ছেলেকে অন্ধকার গলিতে নিয়ে গিয়ে লুঠ ক'রতে পারে; ঘুমন্ত মানুষকে মেরে ফেলতে পারে; বৃদ্ধার উপর উৎপীড়ন ক'রতেও পারে তারা। এরা হ'লো আমাদের পেশাতে কণ্টকস্বরূপ। ওদের জন্যে আমাদের এই আর্টের সৌন্দর্য আর গৌরব বিলুপ্ত হয়েছে। আমাদের মত সত্যি-কারের প্রতিভাবান তস্করদের উপর ওদের দৃষ্টি ঠিক সিংহের উপর শৃগালদলের মত। মনে করুন আমি একটা মোটা দাঁও মেরেছি—সে কথা আমরা উল্লেখ ক'রতে চাই না যে, রিসিভার, যাঁরা মালগুলো বেচবেন বা বাটা দিয়ে হুণ্ডী ভাঙাবেন তাঁদের আমার তিনভাগের দু'ভাগ দিতে হবে অথবা আমাদের নিষ্কলুষ পুলিশকেও তাঁরা যথারীতি নজরানা যা দিয়ে থাকেন তাও দিতে হবে, সে সব বাদেও আমাকে কিছু কিছু ভাগ দিতে হবে ঐ পরগাছাদের যারা হয়তো দৈবাৎ বা লোক মুখে শুনে কিম্বা অকস্মাৎ দেখে ফেলে আমার কাজের সন্ধান পেয়ে গেছে।

"তাই আমরা ওদের' বলি আধা অংশীদার। ওদের দিই কেবল ওরা জানে ব'লে—আমার বিরুদ্ধে বলে দিতে পারে। এমনও প্রায় হয় যে, ওদের ভাগ পাবার পরও ওরা ছুটলো পুলিশের কাছে আর

একটা আধ সভারিন পাবার জন্যে। আমরা, ন্যায়পরায়ণ তস্করদল······ হাঁ, আপনারা হাস্‌তে পারেন ভদ্রমহোদয়গণ, কিন্তু আমি আবার বলি, আমরা সৎ তস্করদল ঐ সব সরীসৃপদের ঘৃণা করি। ওদের আর একটা নাম দিয়েছি আমরা—কলঙ্কের ছাপ দেওয়া, কিন্তু এই জায়গার এবং আমার শ্রোতৃবৃন্দের সম্মান রক্ষার জন্যে তা উচ্চারণ ক'রতে সাহস হচ্ছে না। হাঁ, ওরা ত সানন্দে ঐ বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে যোগদান করবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রবেই। ঐ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে আমাদের যোগদান করার অভিযোগের চেয়ে ওদের সঙ্গে আমাদের ভুল ক'রে মিশিয়ে ফেলা হ'তে পারে সেই চিন্তাই আমাদের পক্ষে শতগুণ অপমানের হয়েছে।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি কথা কইতে কইতে মাঝে মাঝে আপনাদের মুখে হাসি লক্ষ্য ক'রছিলাম। আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদের হাসির কারণ—আমাদের এখানে আগমন, আপনাদের সাহায্যের জন্যে আমাদের আবেদন, সবচেয়ে বেশী হ'চ্ছে তস্করদের রীতিমত প্রতিষ্ঠান থাকা, যে ঘটনা কারুর কল্পনাতেই নাই, তাদের আবার প্রতিনিধিদল, তারাও প্রত্যেকে তস্কর, এবং সেই প্রতিনিধিদের একজন আবার মুখপাত্র তিনিও পেশাতে তস্কর······এই সব ব্যাপার এতই আদি ও অকৃত্রিম যে হাসি পাওয়া অনিবার্য। কিন্তু এবার আমি আমার অন্তরের অন্তরগত কন্দর থেকে ব'লছি; ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের বাহিরের আবরণ বাদ দিন, আমরা মানুষ হিসাবে মানুষের সঙ্গে কথা কই আসুন।

"আমাদের প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং সকলেই গ্রন্থ অনুরাগী। আমরা কেবল রোকিমবোলের দুঃসাহসীক অভিযান কাহিনী পড়ি না, বাস্তবপন্থী লেখকরা আমাদের সম্বন্ধে যা বলেন। আপনারা কি

মনে করেন, আমাদের মর্মস্থল আহত হয়নি এবং মুখে চপেটা-ঘাতের মত আমাদের গণ্ডে জ্বালা অনুভব করি নি সব সময়, যতদিন ঐ ভাগ্যনাশা, গ্লানিকর, অভিশপ্ত কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড চ'লেছিল! আপনারা কি বাস্তবিকই মনে করেন যে আমাদের আত্মা ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয় না যখন আমাদের দেশ কসাকদের কশাহত হয়, পদপীড়নে নিষ্পেষিত হয়, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত লোকদের গুলিবর্ষণে এবং নিষ্ঠীবন ক্ষেপণে জর্জরিত হয়। আপনারা কি বিশ্বাস করেন যে, আমরা তস্কররাও আনন্দ উল্লাসে ভাবী স্বাধীনতার প্রতিপদক্ষেপের সম্মুখীন হই?

"আমরা জানি, আমাদের প্রত্যেকেই জানি—হয়তো আপনাদের মত ব্যারিষ্টারদের চেয়ে কিছু কম হবে, ভদ্রমহোদয়গণ, ঐ বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের যথার্থ অভিপ্রায় কি! যখনই কোন কাপুরুষোচিত ঘটনা ঘটে অথবা গ্লানিকর বিফলতার উৎপত্তি হয়, কোনো শহীদকে দুর্গের নিভৃত কোণে হত্যা করবার পর অথবা জন-সাধারণের বিশ্বাস ভঙ্গ করবার পর, তখন কেউ কেউ যারা লুকিয়ে থাকে, যাদের ধরাছোঁয়া মেলে না তারা সাধারণের ক্রোধে ভীত হ'য়ে নির্দোষ য়িহুদীদের উপর সেই ক্রোধের ভয়ঙ্কর বহ্নিকে পরিচালিত করে। কাদের পৈশাচিক চিত্তে এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা জাগে—এই রক্তসাগর বহানো, এই নারকীয় নরমেধ উল্লাস—পশুবৃত্তির লোক যত!"

"আমরা বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সামনে আমলাতন্ত্রের শেষ হাত-পা খিঁচুনী। ছবিটা কল্পনার তুলিতে এঁকে দিচ্ছি, মাফ ক'রবেন আমাকে। একটা জাত ছিল, তাদের ছিল প্রধান একটা মন্দির, তার অভ্যন্তরে পুরোহিত-সুরক্ষিত যবনিকার অন্ত-

রালে ছিল এক রক্তপিপাসু দেবতা। শঙ্কাবিহীন হাত এসে একদিন সেই পর্দা দিলে ছিঁড়ে, তখন সকল লোকে দেখলে দেবতার পরিবর্তে সেখানে র'য়েছে বিরাট এক লোমশ মাকড়সা ঘৃণ্য কাট্‌লমাছের মত। তারা তাকে প্রহার ক'রলে, গুলি ক'রলো তার উপর; তাকে বিছিন্ন ক'রে ফেলা হ'লো। কিন্তু তখনও চরম যন্ত্রণার উন্মাদনায় তার আঁকড়েধরা বীভৎস শুঁড়-গুলো সেই প্রাচীন মন্দিরের চারদিকে বাড়াচ্ছিল। আর পুরোহিতদল, তারাও মৃত্যুদণ্ডাদিষ্ট; তারা তাদের শঙ্কা-কম্পিত হস্তে যাকে পাচ্ছিল ধ'রে এগিয়ে দিচ্ছিল দানবটার কবলে।

"আমায় মার্জনা ক'রবেন। আমি যা বল্‌লাম তা হয়ত খুবই উৎকট এবং সামঞ্জস্যহীন। আমি একটু উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়েছি; আমায় মাফ্‌ ক'রবেন। যা ব'লছিলাম আমরা, যাদের পেশাই হ'লো চৌর্য, আমরা, অন্য সব লোকের চেয়ে ভালো ভাবেই জানি কেমন ক'রে ঐ ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান সঙ্ঘটিত হয়। সর্বত্রই আমাদের গতিবিধি—মদের দোকানে, বাজারে, চায়ের দোকানে, নিদ্‌খানায় (ভাড়া দিয়ে ঘুমোবার ঘর), সরকারী জায়গায়, বন্দরে—সর্বত্র। আমরা ঈশ্বরের সাম্‌নে, মানুষের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের সাম্‌নে শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি যে, আমরা দেখেছি কেমন ক'রে পুলিশ লজ্জার মাথা খেয়ে কোনো গোপনতার বালাই না রেখে এই হত্যাকাণ্ডের পরিচালনার জন্যে দল তৈরী করে। আমরা তাদের সকলের মুখ চিনি, কর্মচারীর পোষাকেই থাক আর ছদ্মবেশেই থাক তারা। তারা আমাদের অনেককে ডেকেছিল অংশ গ্রহণ করবার জন্যে; কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন নীচ প্রকৃতির কেউ ছিল না যাদের ভয় দেখিয়েও মৌখিক সম্মতি পাওয়া সম্ভব হ'তো।

"আপনারা নিশ্চয় জানেন, রুশীয় সমাজের বিভিন্নস্তরের লোক পুলিশের উপর কি রকম ব্যবহার ক'রছিল? এই গুপ্ত অনুষ্ঠানের সুযোগে যারা লাভবান হ'য়েছে তারা পর্যন্ত সুনজরে দেখে না ওদের। কিন্তু আমরা তার চেয়ে ত্রিশগুণ ঘৃণা করি, অবজ্ঞা করি পুলিশকে—তার কারণ, আমাদের অনেকে গোয়েন্দা বিভাগে নির্যাতিত হয়েছে ব'লে নয়, ওটা ত আতঙ্কের আগার—মেরে মেরে মুমূর্ষু ক'রে দেওয়া হয়—গরুর চামড়ার আর রবারের চাবুক দিয়ে, একটা কিছু স্বীকারোক্তি নেবার জন্যে অথবা আমাদের কোনো সহযোগীকে প্রতারিত করবার জন্যে। হ্যাঁ, আমরা সে জন্যেও তাদের ঘৃণা করি। কিন্তু তস্কর আমরা, আমাদের সব যারা কারাগারে আবদ্ধ, স্বাধীনতার প্রতি একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা আছে আমাদের। সেই কারণেই আমরা আমাদের কারারক্ষীদের ঘৃণা করি—মানুষের মনে যতখানি ঘৃণা পোষণ ক'রতে পারে ততখানি ঘৃণা করি। আমি আমার নিজের কথা বলি। তিনবার পুলিশের গোয়েন্দার দ্বারা শারীরিক নির্যাতিত হ'য়েছি—আধমরা ক'রে ছেড়েছে তারা। আমার যকৃৎ ফুসফুস ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে। পরদিন সকাল বেলা রক্তবমি ক'রে আমার শ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাবার জোগাড়। কিন্তু এখন যদি আমায় বলা হয় যে, চতুর্থবারের চাবুক থেকে আমি রেহাই পেতে পারি কেবল যদি আমি গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে করমর্দন করি, তা হ'লেও আমি তা ক'রতে চাই না।

"আর সংবাদ পত্রে প্রচার ক'রছে যে আমরা ওদেরই হাত থেকে প্রবঞ্চণার কড়ি নিয়েছি—মানুষের রক্তেরাঙা টাকা। না না, ভদ্রমহোদয়গণ, এ অপবাদ এমন যে আত্মাকেও বিদীর্ণ করে,

অসহনীয় যন্ত্রণা আরোপ করে। টাকা নয়, ভয় না, প্রলোভন নয়, এর কোনোটাই আমাদের ভাইদের মারবার জন্যে আমাদিকে ভাড়াটে হত্যাকারীতে পরিণত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়; তাদের কাজে সহযোগিতা করবার পক্ষেও নয়।"

পশ্চাতে দণ্ডায়মান তার সঙ্গীদল ব'লে উঠলো—"না-না, কখনো না।"

তস্কর ব'লে চ'ল্‌লো—"আমি আরও বলি। সেই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সময় আমাদের অনেকেই নির্য্যাতিতদের রক্ষা ক'রেছে। আমাদের বন্ধু, মহানুভব সিসোয়ি যাঁর নাম, এইমাত্র আপনারা তাঁকে দেখ্‌লেন, ভদ্রমহোদয়গণ, তিনি তখন এক য়িহুদী বিনুনি প্রস্তুতকারীর সঙ্গে বাস ক'রতেন মোল্‌ডাভাঙ্কায়। হাতে একটা উনান খোঁচার শিক নিয়ে তিনি একদল হত্যাকারীর বিরুদ্ধে তাঁর বন্ধুটিকে রক্ষা ক'রেছিলেন। এ কথা সত্যি যে, মহানুভব সিসোয়ি অসীম শারীরিক শক্তিশালী লোক এবং সে কথা মোল্‌ডাভাঙ্কার সব অধিবাসীদের জানা ছিল। কিন্তু, ভদ্রমহোদয়গণ, একথা আপনাদের স্বীকার ক'রতেই হবে যে, এক্ষেত্রে মহানুভব সিসোয়ি একেবারে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের সহকর্মী মাইনার মার্টিন, ঐ যে ভদ্রলোকটি ওখানে।" বক্তা আঙুল দিয়ে দেখালে একটি ফ্যাকাসে রংয়ের, দাড়ীওয়ালা লোককে, সুন্দর তার চোখ জোড়া; পিছন দিকে দাঁড়িয়েছিল। "এক বৃদ্ধা য়িহুদী রমণীকে বাঁচিয়েছিলেন, যাকে উনি তার আগে কখনও দেখেন নি, একদল ঐ ইতর-লোক তার পিছু নিয়েছিল। ওঁর সেই চেষ্টার জন্যে তারা ওঁর মাথা ভেঙ্গে দিয়েছিল ডাণ্ডা মেরে, হাতের দু' জায়গা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, পাঁজরার একটা হাড় টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিয়েছিল।

উনি সবেমাত্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছেন। ঐ ভাবে আমাদের সব একনিষ্ঠ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সদস্যেরা কাজ ক'রেছেন। আর অন্যান্য সকলে রাগে কেঁপেছে এবং নিজেদের অসামর্থ্যের জন্যে অশ্রু বিসর্জন ক'রেছে।

"আমাদের কেউই সেই রুধিরসিক্ত দিন এবং অগ্নিশিখায় উদ্ভাসিত রক্তমাখা রাত্রিগুলোর আতঙ্কের কথা ভুলবে না, সেই সব রোদন-শীলা রমণী আর শিশুদের ছিন্নভিন্ন দেহ, প্রাণহীন প'ড়ে র'য়েছে পথের উপর! কিন্তু সে কাজের জন্যেও আমাদের কেউই মনে করেন না যে, পুলিশ এবং ইতর সাধারণই বাস্তবিক এই অনাচারের মূল। এই সব ক্ষুদ্র নির্বোধ, ঘৃণ্য কীটগুলো কেবল বোধশূন্য হাতিয়ার নয়, নীচ স্বার্থপর-চিত্ত শাসিত এবং পৈশাচিক বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত শয়তান সব।

"বাস্তবিক, ভদ্রমহোদয়গণ," বক্তা ব'লে চ'ললো, "আমরা তস্করেরা, আপনাদের আইনের চক্ষে ঘৃণা অর্জন ক'রেছি। কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের যখন চতুর, সাহসী অনুগত লোকদের সাহায্যের দরকার হবে দাঁড়াবার জন্যে, তখন কারা মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত হবে গান গাইতে গাইতে, মুখে পরিহাসের হাসি নিয়ে, পৃথিবীর ঐ সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত শব্দ 'স্বাধীনতা'র জন্যে...তখন কি আপনারা আমাদের সরিয়ে দেবেন, আপনাদের বদ্ধমূল বিতৃষ্ণার জন্যে কি তাড়িয়ে দেবেন আমাদের? চুলোয় যাক্ সব, ফরাসী বিপ্লবে প্রথম যে প্রাণ দিয়েছিল সে ছিল বারাঙ্গনা। সে তার স্কার্টখানা দৃঢ়ভাবে হাতে ক'রে ধ'রে প্রাচীরের উপর লাফিয়ে উঠে চীৎকার ক'রে ব'ললে, 'সৈন্যদের মধ্যে কে স্ত্রীলোককে গুলি ক'রতে সাহস করে দেখি?' হাঁ, ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে

ব'লছি।" বক্তা চীৎকার ক'রে মার্বেল টেবিলের উপর মুষ্টির আঘাত ক'রলো।

"তারা তাকে মেরে ফেললো কিন্তু তার সে ভঙ্গী অপূর্ব, তার কথার মাধুর্য অবিনশ্বর।

"যদি সেই মহামহিম দিবসে আপনারা আমাদের তাড়িয়ে দেন, আমরা আপনাদের দিকে ফিরে ব'লবো, 'হে নিষ্কলুষ দেবশিশু-দল, যদি মানুষের চিন্তার আহত করবার, হত্যাকরবার, মানুষের যশ এবং ঐশ্বর্য অপহরণ করবার ক্ষমতা থ'কে তা'হলে, হে নির্দোষ কবুতরদল, আপনাদের কে কশাঘাত এবং যাবজ্জীবন কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পাবেন বলুন?' তারপর আমরা আপনাদের কাছ থেকে গিয়ে নিজেদের উৎফুল্ল প্রাণময় অদম্য তস্করদল গঠন ক'রে মিলিত কণ্ঠে এমন সঙ্গীত নিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবো যে তুষারের চেয়ে শুভ্র আপনারাও ঈর্ষান্বিত হ'য়ে প'ড়বেন।

"যাই হোক, মাফ ক'রবেন, আমি আবার অন্য কথায় চ'লে গিছ্‌লাম। আমি বক্তব্য শেষ ক'রে এনেছি। ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন, সংবাদ পত্রের অপবাদে আমাদের মধ্যে কী রকম উত্তেজনা এনে দিয়েছে। আমাদের নিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাস করুন এবং আমাদের উপর যে জঘন্য কলঙ্ক অন্যায়ভাবে আরোপিত হ'য়েছে তা মোচন করবার জন্যে আপনাদের সাধ্যমত চেষ্টা করুন। আমার বক্তব্য শেষ হ'য়েছে।"

সে টেবিল ছেড়ে তার সহকর্মীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল। ব্যারিষ্টারেরা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রছিলেন, ঠিক সেশনের বেঞ্চে ম্যাজি-স্ট্রেটদের মত। সভাপতি মশায় উঠ্‌লেন।

"আমরা আপনাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি এবং আপনাদের

সম্বন্ধে এই নিদারুণ অভিযোগের কবল মুক্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা ক'রবো। এই সঙ্গে আমার সহকর্মীরা আমার উপর ভার দিয়েছেন নাগরিক হিসাবে আপনাদের উদ্দীপনাময় অনুভূতির প্রতি তাঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রবার; এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি প্রতিনিধিদলের দলপতির অনুমতি চাইছি তাঁর সঙ্গে করমর্দন করবার।"

দুইজনে, উভয়েই দীর্ঘকায় এবং গম্ভীর, পুরুষোচিত দৃঢ়ভাবে পরস্পরের হস্তধারণ ক'রলেন।

•

ব্যারিষ্টাররা হলঘর ত্যাগ করছিলেন। তাঁদের মধ্যে চারজন হলের পরিচ্ছদ রাখবার আলনার কাছে একটু আটকে গেলেন। আইসাক ম্যাব্রামোভিচ্ তাঁর নূতন চটকদার পাঁশুটে রংএর টুপিটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কাঠের আলনাটায় সেই টুপিটার স্থলে ঝুলছিল [illegible] দোভাঁজ করা একটা কাপড়ের টুপি।

হঠাৎ দরজার অপরপ্রান্ত থেকে বক্তার কর্কশ কণ্ঠে শোনা গেল, "ইয়াসা!"

"ইয়াসা! এই শেষবার তোমায় আমি ব'লছি; ধিক্ তোমাকে!......শুনতে পাচ্ছ?"

ভারী দরজাটা দু'ফাঁক ক'রে খুলে সেই খাকি রংএর পোষাক-পরা ভদ্রলোকটি ঢুকলো। তার হাতে ম্যাব্রামোভিচের সেই টুপি আর মুখে বেশ শালীনতা মাখা হাসি।

"ভদ্রমহোদয়গণ, দোহাই ঈশ্বরের, আপনারা আমাদের মার্জনা ক'রবেন—একটা সামান্য ভুল হ'য়ে গেছে। আমাদের এক

সহকর্মী, দৈবাৎ তাঁর টুপিটা বদলে ফেলেছেন……এই যে, এটা আপনার। সহস্রবার মার্জনা ভিক্ষা করি। ওহে দারোয়ান! জিনিষ পত্রের উপর নজর রাখ না কেন, ভাল লোক তুমি ত, হেঃ? ঐ টুপিটা আমায় দাও ত, ঐ যে। ভদ্রমহোদয়গণ, আবার একবার আমি আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি।"

বেশ মধুর ভাবে নত হ'য়ে অভিবাদন জানিয়ে, সেই একই রকমের শালীনতা মাখা হাসি নিয়ে দ্রুত পদে সে পথে বেরিয়ে গেল

कुहकी

কুহকী

(১)

শিকার-রক্ষী যারমোলা ছিল একাধারে আমার ভৃত্য, পাচক আর শিকারের সঙ্গী—কাঁধে এক বোঝা কাঠ নিয়ে ঘরে ঢুকে বোঝাটা সশব্দে মেঝেতে ফেলে তার জমে-যাওয়া আঙুলগুলোতে ফুঁ দিতে লাগ্‌লো।

চুল্লির কাছে গিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে বল্‌লে—"বাইরে কি ঝড়, মশাই! উনুনটা ভাল ক'রে ধরাতে হবে, আপনার দেশলাইটা দিন না?"

"তার মানে, কাল আমাদের আর খরগোশ ধরবার সুযোগ মিল্‌বে না। কি বল হে, যারামোলা?"

"না: ওকথা ভুলেই যান। বরফ পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না? খরগোশগুলো চুপচাপ প'ড়ে আছে, কোনো সাড়া নেই......কাল সকালে একটাও পায়ের দাগ দেখ্‌তে পাবেন না।"

কপালের ফেরে পুরো ছ' মাস হ'লো পলিয়েসির প্রান্তে ভল্‌হিনিয়ার মতন বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্র গ্রামে প'ড়ে থাক্‌তে হ'য়েছে। একমাত্র কাজ আর আনন্দ বল্‌তে শিকারই ছিল আমার অবলম্বন। সত্যিকথা ব'ল্‌তে কি, যখন আমাকে এই গ্রামে কাজের ভার দেওয়া হ'য়েছিল, আমি ভাব্‌তেই পারি নি এত অসহ্য রকমের একঘেয়ে লাগ্‌বে আমার। আমার ত খুব আনন্দই হ'য়েছিল—'পলিয়েসি···কত দূরে···প্রকৃতির ক্রোড়ে···সরল জীবন-যাত্রা···আদিম স্বভাব···' রেলের

কামরায় ব'সে ভাবছিলাম,—'সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকজন সেখানে, বিচিত্র তাদের চালচলন, অদ্ভুত তাদের ভাষা…এবং নিশ্চয় হয়ত আছে হাজার হাজার রূপকাহিনী, কিংবদন্তি আর গান!' সেই সময়, ব'লতে যখন ব'সেছি সব কথাই বলি,—দু'টো খুন আর আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে একটা গল্প ছাপিয়েও ফেললাম কোন এক নাম-না-জানা খবরের কাগজে এবং তত্ত্বকথা হিসাবে আমার জানাও ছিল যে, সব রীতিনীতি লক্ষ্য করা লেখকদের পক্ষে দরকার।

কিন্তু, হয় পিয়ারব্রডের কৃষিজীবিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিশেষ ক'রে বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাসটা একেবারেই ছিল না, নয়তো আমারই জানা ছিল না কি ভাবে তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে হয়, —তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বেশীদূর গড়ায় নি—কেবল তারা আমায় দেখ্‌তে পেলে এক মাইল দূর থেকেই তাদের টুপি খুলে ফেল্‌তো, আর পাশাপাশি এসে প'ড়লে গুরুগম্ভীর গলায় ব'লতো, 'ভগবান আপনার সঙ্গী,' অর্থাৎ বল্‌তে চাইতো, 'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন'। তাদের সঙ্গে কথাবার্তার চেষ্টা ক'রলেই তারা হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাক্‌তো আমার দিকে; আমার সামান্য প্রশ্নেরও জবাব তারা দিতে চাইতো না—সারক্ষণ কেবল আমার হস্ত চুম্বন করবার চেষ্টা—অভ্যাসটা বোধহয় পোলীয় দাসত্ব প্রথা থাকাকালীন তাদের মজ্জাগত হ'য়ে গিছ্‌লো।

সঙ্গে যতগুলো বই ছিল সবই অল্পদিনের মধ্যে পড়া হ'য়ে গিছ্‌লো। একঘেয়ে বিরক্তিকর অবস্থায় প্রথম প্রথম নিতান্ত অসোয়াস্তিকর ঠেক্‌ছে মনে হ'তো। চেষ্টা ক'রলাম স্থানীয় সুধীজনদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে—একজন ক্যাথলিক পাদ্রী, তিনি থাক্‌তেন পনর ভার্স্ট্‌ (এক ভার্স্ট প্রায় ৩৫০০ ফিট) দূরে, অরগ্যানবাদক ভদ্রলোক

তাঁরই সঙ্গে বাস ক'রতেন; স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট আর নিকটবর্তী এক জমিদারীর বেলিফ (গোমস্তা বিশেষ)। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিনা সনন্দে নিযুক্ত কর্মচারী। এঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রেও কিছু হ'লো না।

তখন পিয়ারক্রডের অধিবাসীদের চিকিৎসার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার চেষ্টা ক'রলাম। আমার কাছেই ছিল ক্যাষ্টর অয়েল, কার্বলিকএসিড, বোরাসিক আর আইডিন। এখানে কিন্তু আমার ডাক্তারী বিদ্যের অভাব ছাড়া আরও একটা অসুবিধা ছিল, রোগ নির্ণয় করা অসম্ভব হ'য়ে পড়তো! কারণ সব রোগীর লক্ষণ হুবহু একই ঠেক্‌তো—'পেটে একটা যন্ত্রণা,' আর খেতে গিয়ে চিবুতেও পারি না গিল্‌তেও না'।

ব্যাপারটা হ'তো কেমন—এক বুড়ী এলো, এদিক ওদিক চেয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকটা মুছ্‌লে। বুকের ভিতর থেকে একজোড়া ডিম বার ক'রে টেবিলের উপর রাখবার সময় চোখে প'ড়লো তার বাদামী রংএর হাত খানা। তারপর আমার হাতদুটো নিয়ে চুম্বন করবার চেষ্টা। সেগুলো সরিয়ে বাধা দিয়ে বলি—"থাক থাক ঠান্‌দি...না...আমি পাদ্রী নই...আমার অধিকার নেই...তোমার কি হ'য়েছে বলো?" "আমার ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা হচ্ছে; ঠিক ভিতরে, সেইজন্যে কিছু খেতে পারছি না: না পারি চিবুতে, না পারি গিল্‌তে।"

"অনেক দিন হ'য়েছে নাকি?"

এর উত্তরে আমাকেই প্রশ্ন ক'রে ব'স্‌লো সে, "কেমন ক'রে জান্‌বো বলো? ঠিক যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে; সব সময়েই একটা জ্বালা। কিছু চিবোনোও চলে না, গেলাও চলে না।"

যতই চেষ্টা করি না কেন, এর বেশী আর সঠিক কোনো লক্ষণ মেলে না।"

সেই বেলিফ একদিন ব'ল্লেন, "ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না, ওরা আপনা হ'তেই সেরে যাবে; কুকুরের গা শুকানোর মত ওদের রোগও আপনা হ'তেই সেরে যায়···আমি আপনাকে কিন্তু একটা ওষুধ ব্যবহার ক'রতে ব'লি, সেটা হচ্ছে 'স্যাল-ভোলেটাইল'। এক কৃষক একদিন আমার কাছে এলো। কি হ'য়েছে জিজ্ঞাসা করায় সে ব'ল্লে, 'আমার অসুখ ক'রেছে।' ছুট্টে গিয়ে স্যাল-ভোলেটাইলের বোতোলটা এনে ব'ল্লাম—'শোঁকো।' সে শুঁক্লো—'শোঁকো, আবার শোঁকো।' সে আবার শুঁক্লো। 'ভাল বোধ ক'রছো না?' 'ভালই তো মনে হ'চ্ছে।' 'বেশ তাহ'লে এবার এসো, ভগবান তোমার সহায় হ'ন।"

আর ঐ হস্ত চুম্বন আমার মোটেই ভাল লাগ্‌তো না। (কেউ কেউ আবার ঠিক আমার পায়ের উপর প'ড়ে জুতো চুম্বন করবার চেষ্টা ক'রতো) কারণ, ওটা তাদের কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস কিছুতেই নয়, ওদের একটা ঘৃণ্য স্বভাব মাত্র। বহু শতাব্দীর দাসত্ব আর বর্বরতার ফলে ওদের মধ্যে মজ্জাগত হ'য়ে গিছ্‌লো। আমি দেখে আশ্চর্য হ'য়ে যেতাম, যখন সেই বেলিফ আর পলিশ সার্জেন্ট বিনা দ্বিধায় বেশ গম্ভীর ভাবে তাঁদের লাল লাল হাতগুলো বাড়িয়ে দিতেন কৃষকদের ঠোঁটের কাছে।

কেবল শিকারই ছিল একমাত্র সম্বল। কিন্তু জানুয়ারি মাস শেষ হ'তে না হ'তেই এমন দুর্যোগ শুরু হ'লো যে শিকার করাও অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো। প্রত্যেক দিনই ভীষণ ঝড় বইতো; রাত্রে চারদিকে বরফের কঠিন স্তর প'ড়ে যেতো কাজেই তার উপর কোনো রকম

পায়ের চিহ্ন না রেখেই খরগোশগুলো দৌড়ে বেড়াতো। আমি যখন ঘরে বন্দী হ'য়ে বাতাসের গর্জন শুনতাম ভয়ঙ্কর খারাপ লাগতো আমার; তাই উৎসাহী হ'য়ে লেগে প'ড়লাম যারমোলাকে লেখাপড়া শেখাবার মত এক উৎকট কাজে।

ব্যাপারটা হ'লো এক অদ্ভুত ভাবে। একদিন চিঠি লিখ্‌ছি, হঠাৎ মনে হ'লো কে যেন রয়েছে আমার পিছনে। ফিরে দেখি যারমোলা। তার অভ্যাসমত রবারের তলাওয়ালা জুতো প'রে নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি চাই যারমোলা ?"

"দেখ্‌ছিলাম আপনি কেমন ক'রে লেখেন। আমিও যদি লিখ্‌তে পারতুম...না না...ঠিক আপনার মত নয়," আমায় হাস্‌তে দেখে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লো—"আমি যদি কেবল আমার নামটা লিখ্‌তে পারতুম !"

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কেন তুমি লিখ্‌তে চাও বল তো ?" (ব্যাপারটা বুঝুন; যারমোলাকে সারা পিয়াররব্রডের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র আর অলস কৃষক ব'লে মনে হ'তো। তার পারিশ্রমিক, আর যা কিছু আয় সবটাই খরচ হ'তো মদে তার মত উৎকট প্রকৃতি সেখানকার ষাঁড়গুলোর ভিতরেও ছিল না। আমার ধারণা ছিল, তার মত লোকের কোনো কারণেই লেখাপড়ার দরকার হ'তে পারে না।) সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কেন বল তো, তোমার নাম কি ক'রে লিখ্‌তে হয় শিখ্‌তে চাও ?"

যারমোলা অতি মাত্র শান্ত ভাবে ব'ল্‌তে লাগলো, "দেখুন না মশাই, ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় ? গ্রামে এমন একটা লোক নেই যে লিখতে প'ড়তে পারে। যদি কোনো কাগজে সই ক'রতে হয়,

বা কোনো কাজ ক'রতে হয় কাউন্সিলে, বা অন্য যে কোনো কাজই হোক না কেন, কেউই পারে না। মেয়র কেবল শিল মোহর দেন; কিন্তু জানেন না কাগজে কি লেখা আছে। আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার নামটাও লিখতে পারতো, সকলেরই ভাল হ'তো।"

যারমোলার এই আক্ষেপ—একটা নামজাদা ঠক, জুয়চোর, কুঁড়ে ভবঘুরে প্রকৃতির যে যারমোলা, যার প্রস্তাব কোনোদিনই গ্রামে সামিতিতে আলোচিত হবে ব'লে স্বপ্নেও ভাবা যায় না, তবুও গ্রামের সকলের স্বার্থের জন্যে তার এই যে উৎকণ্ঠা, তা আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল। আমি তাকে শেখাবার ভার নিলাম। তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা—উঃ সে এক ভীষণ ব্যাপার! যারমোলা—বনের প্রত্যেকটি রাস্তা, প্রত্যেকটি গাছ যার নখদর্পনে; দিনেই হোক, রাত্রেই হোক, বনে যার অবাধ গতি, তা সে যেখানেই থাক না কেন; নেক্‌ড়েবাঘ, খরগোশ, শেয়াল—তাদের পায়ের দাগ দেখ্‌লেই সে চিন্‌তে পারতো এমন যে যারমোলা, তার সারাজীবনেও সে কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলে না কেমন ক'রে 'ম' আর 'আ' একসঙ্গে মিলে 'মা' হয়। এই সমস্যার সামনে এসে প'ড়লেই সাধারণতঃ সে প্রায় মিনিট দশেক ধ'রে অতি কষ্টে ভাব্‌বার চেষ্টা ক'রতো। তখন তার শুক্‌নো কালো মুখখানা, কোটরগত কালো চোখের কোল পর্যন্ত খোঁচা-খোঁচা কালো কালো দাড়িতে ঢাকা, আর পুরুষ্টু গোঁফ জোড়া দেখেই বোঝা যেতো যে তার মনে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন চ'লেছে।

আমি বারবার বলাবার চেষ্টা ক'রতাম, "বলো যারমোলা, —'মা'। কেবল—'মা'। কাগজের দিকে চেয়ো না; আমার দিকে দেখো কেমন ক'রে বলি। নাও, এই বার বলো—'মা'।"

যারমোলা তখন বইটা টেবিলের উপর রেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চূড়ান্ত হতাশা জানায়, "নাঃ আমি পারবো না।"

"কেন পারবে না? এ তো খুব সহজ! কেবল বলো না—'মা'—যেমন ক'রে আমি ব'ল্‌ছি।"

"না মশাই, আমি পারবো না……আমি ভুলে গেছি।"

আমার সকল চেষ্টা, সকল কৌশল আর নানা রকমের পন্থা এর এই নিরেট বুদ্ধির কাছে ব্যর্থ হ'য়ে যেতো। কিন্তু যারমোলার শেখবার ইচ্ছা কিছুতেই ক'মতো না।

সে লজ্জিত হ'য়ে আমায় অনুনয় ক'রতো,—

"কেবল যদি আমার নামটা লিখ্‌তে পারতুম! আমি আর কিছু চাই না, কেবল আমার নামটা—যারমোলা পোত্রুঝাক্—ব্যাস্‌।"

শেষ পর্য্যন্ত তাকে রীতিমত শেখাবার কল্পনা ছেড়ে দিয়ে কেবল কেমন ক'রে তার নামটা লিখতে হয়, শেখাতে আরম্ভ ক'রলাম—দাগা বুলোতে দিয়ে। আমি দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম যে, এই উপায়ই যারমোলার পক্ষে সহজ। দু'মাসের শেষে দেখি সে তার নামটা প্রায় আয়ত্ত ক'রে এনেছে। তার পদবীটা সম্বন্ধে ঠিক ক'রেছিলাম ওটা একেবারে বাদ দিয়ে কাজটা সহজ ক'রে নেওয়াই ভালো।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার সময় উনুন সাজিয়ে যারমোলা ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রতো আমি না ডাকা পর্য্যন্ত।

"এই যে যারমোলা, এসো, একবার চেষ্টা করা যাক।" তাকে এই কথা ব'ল্‌লেই সে তখনি তড়াক ক'রে টেবিলের কাছে গিয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে কালো কালো কেঠো আঙুলে ক'রে

কলমটা ধ'রে আমার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা ক'রতো, "লিখবো কি ?"

"হ্যাঁ, লেখো।"

যারমোলা বেশ সহজেই প্রথম অক্ষরটা লিখে ফেলতো ; তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকতো।

"লিখছো না কেন তুমি ? ভুলে গেছ বুঝি ?"

নিজের উপর রাগ ক'রে মাথা নেড়ে যারমোলা ব'লতো, "আঃ ভুলে গেছি !"

"হায় কপাল ! কি রকম লোক তুমি হে ? লেখো এই রকম ক'রে।"

লেখার আভাস দিই তাকে বাতলে। খুব উৎফুল্ল হয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে মক্স করে—তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে তারিফ ক'রে দেখতে থাকে বিস্মিত হ'য়ে নিজের লেখাটা, একবার বাঁদিকে মাথা ঘুরিয়ে একবার ডানদিকে মাথা ঘুরিয়ে, চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে।

"থামলে কেন ওখানে—লিখে চল।"

"একটু দাঁড়ান মশাই এখন।"

দু'এক মিনিট ভেবে পূর্ববৎ অতি নম্রভাবে সে ব'লে ওঠে, "সেই আগেকার মতই ত ?"

"হ্যাঁ, ঠিক আগেকার মতই।"

এইভাবে কসরৎ ক'রতে ক'রতে সে তার পদবীর শেষ অক্ষরে এসে পৌছালো। লেখা শেষ করবার পর রীতিমত গর্বভরে লেখার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রতো, "কি মনে হচ্ছে আপনার বলুন তো ? আর পাঁচ ছ'মাস যদি আমি এইভাবে

শিখি, আমি তো একটা শিক্ষিত লোক হ'য়ে পড়বো? কি মনে হয় আপনার?"

(২)

চুলির মুখে উবু হ'য়ে ব'সে যারমোলা উনুনে কয়লা দিচ্ছিলো আর আমি ঘরের এ কোণ থেকে ও কোণে পায়চারি ক'রছি। সেই বিরাট বাংলোর বারটা ঘরের মধ্যে আমি মাত্র একটা দখল ক'রেছিলাম—সেটা ছিল ব'সবার ঘর। অন্যান্য ঘরগুলো তালা বন্ধ থাকতো। সেগুলোর ভিতরে কিংখাপের কাজ করা সব আসবাবপত্র, ব্রোঞ্জের নানা রকম দুষ্প্রাপ্য জিনিষ, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর আঁকা কতকগুলো ছবি—অনড় অচল অবস্থায় থেকে সব ধুলো আর ছাতা ধ'রছিল।

উন্মত্ত বিকট দৈত্যবুড়োর মত ঠাণ্ডা বাতাস ঘরখানাকে ঘিরে গর্জন করছে। সন্ধ্যার দিকে তুষার ঝটিকার প্রকোপ বেড়ে গেল—মনে হচ্ছিল বাইরে থেকে কাঁচের শার্শিতে কে যেন মুঠো মুঠো বরফের কুচি ছুঁড়ে মারছে। নিকটবর্তী বন থেকে আসছিল একটানা অস্ফুট গর্জন—চাপা কান্নার মত, অবিরাম এক [illegible] শব্দ।

ফাঁকা ঘরের মধ্যে দিয়ে শব্দায়মান চিম্‌নির ভিতর দিয়ে বাতাস ছুটোছুটি করছে, চারিদিকে জরাজীর্ণ সেই বাড়িটা যেন হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে জেগে উঠলো। আমি বিস্ময় ও উৎকণ্ঠায় শুনছিলাম সেই শব্দ। চুণকাম করা সাদা বৈঠকখানা ঘরে মনে হলো যেন একটা দীর্ঘশ্বাস আর করুণ বিলাপের সুর। কিছু-দূরে শুক্‌নো পুরানো কাঠের মেঝে যেন কার নিঃশব্দ পায়ের চাপে মড়্ মড়্ ক'রে উঠলো। আমার ঘরের পাশের বারান্দায় যেন কে দরজায় অতি সাবধানে হাতল ধরে চাপ দিচ্ছে। তারপর হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে সমস্ত বাড়ীর দরজা খড়খড়ি

ঝাড়া দিয়ে বেড়াতে লাগলো—তারপর যেন চিম্‌নির ভিতর ঢুকে একটানা করুণ সুরে বিলাপ করতে লাগলো—কখনও বা চাপা গলায়। অকস্মাৎ আবার তীব্র চীৎকার—তারপর ক্ষীণতর হ'তে হ'তে হঠাৎ আবার পশুর গর্জনের মত শোনালো। মাঝে মাঝে এই ভয়ঙ্কর আগন্তুকটি আমার ঘরে ঢুকে প'ড়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল ঠাণ্ডায়—সবুজ কাগজের ঘেরাটোপের ভিতরকার দীপশিখাটাও কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

একটা অব্যক্ত অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম আমি। ভাবলাম এখানে এই ঝড়ের রাত্রে বনের মাঝে গ্রামে, জীর্ণ ঘরে আমার বিছানার ওপর বসে আছি—শহর থেকে শত শত মাইল দূরে, সমাজ থেকে, মেয়েদের স্নিগ্ধ হাসি থেকে, মানুষেরা আলাপ আলোচনা থেকে কত দূরে! মনে হ'তে লাগলো আমার এই রকম ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সন্ধ্যা বোধ হয় চল্‌তেই লাগ্‌লো বছরের পর বছর·········এখন যেমন বাতাসের গোঙানি—বোধহয় আমার জানালার বাইরে বাতাস অমনই গোঙাতে থাক্‌বে। . এখনকার মত ঐ সবুজ কাগজের খেলো ঘেরাটোপের ভিতর আলোটা অমনই জ্বলতে থাক্‌বে—আমিও ঠিক এমনি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করতে থাক্‌বো আর যারমোলাও ঠিক অমনি চুপচাপ নিবিষ্ট মনে উনুনের সাম্‌নে বসে থাক্‌বে। অদ্ভুত এই লোকটা! আমার কাছে সম্পূর্ণ বুনো—পৃথিবীর আর সব জিনিষের প্রতি উদাসীন, এমন কি তার পরিবারবর্গের খাওয়ার সংস্থান নেই তাতেও উদাসীন—বাইরের এই যে দুরন্ত ঝড় তাতেও নির্বিকার—আর আমার মনের মধ্যে এইযে অব্যক্ত উৎকণ্ঠা তাতেও তার কিছু যায় আসে না।

হঠাৎ মনের মধ্যে প্রবল একটা ইচ্ছা অনুভব করলাম এই উৎকণ্ঠাময় নিস্তব্ধতা মানুষের গলার আওয়াজ ভেঙ্গে দেবার। বল্‌লাম—"আজ এই ঝড় হচ্ছে কেন হে? বল্‌তে পার যারমোলা?

আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে বিড়বিড় করে যারমোলা বল্‌লে,—"ঝড়? আপনি বাস্তবিকই জানেন না?"

"বাস্তবিকই জানি না; কেমন ক'রে জান্‌বো?"

"সত্যি আপনি জানেন না?" ব'লে যারমোলা হঠাৎ যেন ধড়ফড়িয়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লে—"আমি আপনাকে ব'লবো।"—তার কণ্ঠস্বরে রহস্যের সুর,—"ব'ল্‌ছি আপনাকে এর কারণ। হয় কোনও ডাইনী জন্মেছে—নয়তো কোনো ডাইনের বিয়ে হ'চ্ছে।"

"ডাইনী? তোমাদের এখানে ওদের কি যাদুকরী বোঝায়?"

"হ্যাঁ, ঠিক ব'লেছেন—যাদুকরী।"

যারমোলাকে চেপে ধরলাম; কি জানি মনে হ'লো, হয়তো এই সূত্রে ওর কাছ থেকে মজাদার কাহিনী শুন্‌তে পাবো—ভেল্কী, গুপ্তধন বা শয়তানের কাহিনী।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"পলিয়েসিতে কি ডাইনী আছে নাকি?"

উনুনের দিকে ঝুঁকে যারমোলা তার স্বভাবসুলভ উদাসভাবে ব'ললে,—"জানিনা, থাক্‌তেও পারে। বুড়োরা বলে, এক সময় নাকি ছিলো। তা সত্যি নাও হ'তে পারে।"

আমি হতাশ হ'লাম তার কথায়। হঠাৎ পাথরের মত চুপ্‌চাপ্‌ হ'য়ে যাওয়া যারমোলার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। এই মজাদার বিষয় সম্বন্ধে তার কাছ থেকে আর বেশী কিছু পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ আমাকে অবাক ক'রে সে তার জড়তামাখা

উদাসভাবে ব'লতে শুরু ক'রলো—আমাকে না ব'লে যেন উনুনকেই বলছে,—"এখানে একটা ডাইনী ছিলো—সে প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা……কিন্তু ছেলেগুলো তাকে, গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল।"

"তাকে ওরা কোথায় তাড়ালে?"

"কোথা আর? বনে হয়ত—আর কোথায়? তার কুঁড়েঘরটাও ভেঙ্গে দিয়েছিলো—তার সেই আপুদে আস্তানাটার একটা কুটোও রাখে নি। তাকে তারা চৌমাথা রাস্তায় নিয়ে গিছলো।……

"তার সঙ্গে ওরা অমন ব্যবহার করলে কেন?"

"সে অনেক ক্ষতি ক'রত। ঝগড়া করতো সকলের সঙ্গে; ঘরের চারপাশে বিষ ছড়িয়ে দিত; ক্ষেতের ফসলে তুক্ করে দিত… একদিন গ্রামের এক স্ত্রীলোকের কাছে পনর কোপেক (এক কোপেক প্রায় এক ফার্দিং) চেয়েছিলো। স্ত্রীলোকটি বল্লে—'আমার কাছে দুটো পেনিই নেই।' সে ব'ল্লে—'আচ্ছা তোমায় শেখাচ্ছি আমায় ছ' পেনী কেমন না দেওয়া!' তারপর কি হ'লো জানেন? সেই দিনই সেই স্ত্রীলোকটির কচি ছেলের অসুখ ক'রলো। ক্রমশঃ তার অবস্থা খারাপ হ'য়ে শেষে মারা গেল। তারপরই ত ছেলেরা তাকে ডাইনী ব'লে দূর ক'রে দিলে।"

আমার আরও জান্‌তে ইচ্ছা হ'লো জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা, সে ডাইনী এখন কোথায়?"

যারমোলা তার স্বভাবমত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ক'রে বল্লে—"ডাইনী? কেমন ক'রে জানবো?"

"গ্রামে তার কোনও আত্মীয়স্বজন নেই?"

"না, কেউ নেই। সে আমাদের গ্রামেরই নয়। হয় উত্তর রাশিয়ার লোক, নয় জিপ্‌সী। সে যখন আমাদের গ্রামে আসে

তখন আমি খুব ছোট্ট ছেলে। তার সঙ্গে ছোট্ট একটি বালিকা ছিলো—হয় মেয়ে, নয় তার নাত্নী হবে। তাদের দুজনকেই তাড়িয়ে দিয়েছে।"

"এখন কি তার কাছে কেউ ভবিষ্যৎ গোণাতে বা ওষুধ নিতে যায় না?"

যারমোলা ঘৃণাভরে ব'ললে—"মে‌‌‌য়েরা যায়।"

"ও তাহলে কোথায় থাকে জানা আছে?"

"আমি জানি না……লোকে বলে' সে নাকি ঐ ডেভিল করনারের কাছে কোথায় থাকে। জায়গাটা আপনি জানেন—সেই যে ট্রাইন রোডের ওধারের বিল্‌টা। সে ঐ বিলে থাকে—তার মা নরকে জ্বলুক।"

"আমার বাড়ীর দশ ভার্স্ট দূরে ডাইনী থাকে—সত্যিকারের জ্যান্ত পলিয়েসির ডাইনী।" কথাটা ভেবেই তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম আরও জানবার জন্যে। সেই বনচরকে ব'ল্‌লাম—"দেখ, যারমোলা, কি ক'রে এই ডাইনীর দেখা পাবো বলত?"

"আরে ছোঃ!" যারমোলা রাগে ঘেন্নায় থু থু ক'রে উঠলো—

"বেশ চমৎকার কথা বল্‌লেন তো?"

"ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্—আমি তার সঙ্গে দেখা ক'রতে যাব। একটু গরম প'ড়লেই আমি বেরুচ্ছি—তুমিও নিশ্চয় আমার সঙ্গে যাবে?"

আমার এই শেষ কথাটা শুনে যারমোলা চম্‌কে মেঝের উপর তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠলো।

বিরক্তি স্বরে চেঁচিয়ে ব'লে—"আমি লাখ টাকাতেও নয় তা যাই হোক, আমি কিছুতেই যাচ্ছি না, আপনার সঙ্গে।"

"আরে বোকা কোথাকার! নিশ্চয় যাবে।"

"না মশাই, আমি—কিছুতেই আমি যাব না—"

আতঙ্কে চীৎকার ক'রে সে ব'ল্লে—"সেই ডাইনীর আড্ডায়? ভগবান না করুন। আপনাকেও যেতে মানা করছি মশাই, আপনাকেও।"

"তোমার যা খুসী করো·····আমি যাবই, তা যাই হোক্। তাকে আমার দেখ্‌তেই হ'বে।"

"কিছুই দেখবার মত নেই সেখানে"—উনুনের দরজাটা সাজোরে বন্ধ ক'রে যারমোলা গম্ভীরভাবে চেঁচিয়ে ব'ল্লে।

ঘণ্টাখানেক পরে টেবিলের উপর থেকে স্যামোভার (চায়ের পেয়ালা বিশেষ; এতে চা গরম রাখার ব্যবস্থা থাকে) নিয়ে চা খেয়ে সে যখন সেই অন্ধকার পথে বাড়ী ফেরবার মতলব ক'রছে তখন তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—

"ডাইনীর নাম কি?"

কর্কশস্বরে ব'ল্লে যারমোলা—"মানুইলিখা।"

তার মনের ভাব বাইরে প্রকাশ না করলেও মনে হ'তো সে যেন আমার প্রতি বেশ নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছিলো। তার এই প্রীতির কারণ হ'লো উভয়ের শিকারের সখ, আমার সহজ ব্যবহার আর আমি তার নিত্য অভাবের সংসারে মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য ক'রতাম; কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ হ'লো পৃথিবীতে আমিই একমাত্র লোক, তাকে মদ খাওয়ার অভ্যাসের জন্ম ভর্ৎসনা ক'রতাম না—সেটা যারমোলার অসহ্য ছিলো। তাই ডাইনীর সঙ্গে আমার আলাপ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প শুনে সে অমন বিশ্রী রকমের উত্তেজনা প্রকাশ করেছিলো কেবল নাক দিয়ে সশব্দে

নিঃশ্বাস টেনে—তাতেও তার রাগ গেল না, শেষ পর্যন্ত পিছনের সিঁড়ির কাছে গিয়ে তার কুকুর রিয়াবশিককে সজোরে লাথি মারলে, রিয়াবশিক একপাশে লাফিয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠলো প্রাণপণ। পরক্ষণেই ঘেঁাৎ ঘেঁাৎ ক'রতে ক'রতে ছুটলো যারমোলার পিছু পিছু।

(৩)

প্রায় তিন দিন পর থেকে অগ্রহায়ণের তাপ একটু বাড়লো। একদিন খুব ভোরবেলাই যারমোলা আমার ঘরে ঢুকে অন্যমনস্কভাবে বল্লে—"আমাদের বন্দুকগুলো সাফ্ করতে হবে মশাই।"

কম্বলের তলায় দেহটা বিছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "কেন?"

"খরগোশগুলো রাত্রে খুব ছুটোছুটি ক'রেছে, তাদের পায়ের দাগ যত ইচ্ছে পাওয়া যাবে। বেরুবেন নাকি সন্ধানে?"

দেখলাম যারমোলা বনে যাবার জন্যে অধৈর্য্য হ'য়ে প'ড়েছে—কিন্তু তার ঐ শিকারের ঝোঁককে উদাসীনতার অবগুণ্ঠন ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছিলো। বস্তুতঃ তার একনলা বন্দুকটাও দরজার পাশে খাড়া করা রয়েছে দেখলাম। সেই বন্দুকের লক্ষ্য থেকে একটা বনমোরগও কোনোদিন রেহাই পায় নি যদিও তার নলটার স্থানে স্থানে মড়চে আর বারুদের গ্যাসে ক্ষয়ে গেছে এবং তার উপর জোড়াতালি দেওয়া আর কতকগুলো টিনের তাপ্পি বসানো হয়েছে।

বনে প্রবেশ করতে না করতেই একটা খরগোশের পায়ের দাগ পাওয়া গেল। খরগোশটা রাস্তায় পড়ে প্রায় গজ পঞ্চাশেক তা উপর দিয়ে গিয়ে লম্বা এক লাফ মেরে ফার বনে ঢুকে পড়লো।

যারমোলা ব'ল্‌লে—"এই বার দেখুন না, ওটাকে এক্ষুণই পাওয়া গেল বলে। একবার যখন দেখা দিয়েছে—মরবেই। আপনি·······এক কাজ করুন···" কতকগুলো সঙ্কেত দেখে সে ভাবতে লাগলো আমায় কোনখানে রাখবে, সে সব সঙ্কেত সে ছাড়া কেউ বুঝ্‌তো না। ব'ল্‌লে—"আপনি ঐ পোড়ো সরাইখানাটাতে যান। আমি জ্যানি-লিনের দিক্ থেকে তাড়া দেব—কুকুরটা তাকে তাড়িয়ে বার করলেই আমি শব্দ ক'রে আপনাকে জানিয়ে দেবো।"

এক মুহূর্তের মধ্যেই সে শরকাঠির জঙ্গলে ঢুকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি কান পেতে রইলাম। বিন্দুমাত্র শব্দ নেই তার চোরা গতি-বিধির—তার জুতোর তলায় শুক্‌নো লতা পল্লবের মড়মড়ানিও শোনা যাচ্ছিল না। ছুটোছুটি না ক'রে ধীরে ধীরে আমি সেই সরাইয়ে এসে উপস্থিত হ'লাম—একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী। ছোট ছোট পাইন গাছের বনের ধারে—একটা খাড়া লম্বা ফার গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম। শীতকাল বাতাসের লেশমাত্র নেই—এমন দিনে বন যেমন স্তব্ধ হয় তেমনি নির্জন সে জায়গাটা। গাছের ডালগুলো তুষারের ভারে ঝুঁকে পড়েছে—সেই হিমপুঞ্জ শোভিত [illegible] শীতের বিচিত্র উৎসবের সাজে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো, মাঝে মাঝে উঁচু শাখা থেকে ছোট ছোট ডাল শাখাপত্রের ভিতর দিয়ে ভেঙ্গে পড়ছিলো; এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাওয়ার মৃদু আওয়াজটি পর্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো। সূর্যের কিরণে তুষারের গোলাপী আভা ফুটে উঠে ছিলো আর ছায়ায় সেগুলো নীল দেখাচ্ছিলো। এই গম্ভীর শীতল স্তব্ধতার মধ্যে আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত হ'য়ে গিছলাম—আমার পাশ দিয়ে সময়ের নিঃশব্দ মন্থর গতিটিও যেন অনুভব করছিলাম।

অকস্মাৎ দূরে ঝোপের ভিতর থেকে রিয়াবশিকের চীৎকার শোনা গেল—সে এক অদ্ভুত চীৎকার—যখন ওরা কোনো গন্ধ পেয়ে অনুসরণ করতে থাকে—কাঁপা কাঁপা সরু আওয়াজ—আর তীব্র কিচ্ কিচ শব্দ। তৎক্ষণাৎ যারমোলার গলাও শোনা গেল; কুকুরকে বলছে—"পাক্ড়ো-পাক্ড়ো" প্রথমটা বেশ চড়াগলায়, দ্বিতীয়টা খাদে।

কুকুরের চীৎকারের দিক লক্ষ্য ক'রে মনে হ'লো কুকুরটা আমার বাঁ দিক ধ'রে দৌড়চ্ছে। আমিও তাড়াতাড়ি খরগোশটার কাছাকাছি হবার জন্যে ছুটলাম জলার ভিতর দিয়ে। বিশ পঁচিশ পা যেতে না যেতেই একটা ধূসর রংয়ের খরগোশ কাঁটা গাছের গোড়ার পাশ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে কানগুলো পিছন দিকে ক'রে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে রাস্তা পার হ'য়ে একটা আবাদে গিয়ে লুকোলো। তার পিছনে ঝাঁপিয়ে এলো রিয়াবশিক। আমায় দেখ্তে পেয়ে আস্তে আস্তে লেজ নাড়তে লাগলো তারপর দাঁত দিয়ে দু-চারবার বরফ কাম্ড়ে আবার খরগোশের পিছু নিল।

যারমোলাও হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে নিঃশব্দে লাফিয়ে এলো। জিভ দিয়ে অনুশোচনার আওয়াজ ক'রতে ক'রতে বল্লে—"ওটার সাম্নে ছুটে এলেন না কেন?"

"অনেক দূরে ছিলো সে, প্রায় দু'শ গজেরও উপর।" আমাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখে শান্তভাবে যারমোলা ব'ল্লে—"তা যাক্গে, ও আমাদের কাছ থেকে পালাতে পারবে না। আপনি ঐ আইরিনোভ রোডের দিকে যান, ও একবার ঐ দিকে আস্বে।"

আমি আইরিনোভ রোডের দিকে এগোলাম। দু'এক মিনিটের

মধ্যে কুকুরটার চীৎকার শুনতে পেলাম; আমারই খুব কাছে কোথায় যেন গন্ধ পেয়েছে! শিকারের উত্তেজনা তখন আমায় পেয়ে বসেছিলো, বন্দুকের নলটা নিচু ক'রে ঘন ঝোপের ভিতর দিয়ে দৌড়তে শুরু ক'রলাম—ডালপালাও ভাঙ্গছিল, গায়েও চোট লাগছিল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না আমার। অনেক্ষণ দৌড়েছিলাম তারপর আমার দম ছুটে এলো, এমন সময় কুকুরটার ডাকও থেমে গেল। আমিও অপেক্ষাকৃত ধীরে চলতে লাগলাম, মনে হ'লো সোজা গেলেই যারমোলাকে আইরিনোভ রোডে ধরতে পারবো। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে ছুটতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছি—এলোপাতাড়ি ঝোপের ভিতর দিয়ে কাঁটা গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে ছুটেছিলাম, কোন দিকে চ'লেছি না জেনে। তখন যারমোলাকে চীৎকার ক'রে ডাকলাম কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

ইতিমধ্যে আমি আরও এগিয়ে প'ড়েছিলাম। ক্রমশঃ বন ফাঁকা হ'য়ে এলো। মাটি ধসে গিয়ে সেখানে ছোট ছোট টিলা হ'য়ে ছিলো। তুষারের উপর আমার পা ব'সে গিয়ে তাতে জল উঠতে লাগলো। জায়গায় জায়গায় হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যেতে লাগলো। তখন টিলাগুলোর উপর লাফ দিয়ে দিয়ে এগুতে লাগলাম—সেই টিলার গায়ে ঘন কার্পেটের আবরনের মত শ্যায়লায় আমার পা বসে যাচ্ছিল।

ক্রমে সেই গুল্মময় স্থান পার হ'য়ে একটা গোলাকার বিলের সামনে এসে প'ড়লাম—বিলের ওপর পাতলা বরফের সর প'ড়ে আছে। সেই শ্বেত আস্তরনের মাঝে মাঝে মাটির টিলার মাথাগুলো জেগে রয়েছে। বিলের অপর প্রান্তে গাছের ফাঁক দিয়ে একটা

কুটীরের সাদা দেওয়াল দেখা যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম হয়ত আইরিনোভের শিকাররক্ষী ঐখানে থাকে। ঐখানে গিয়ে রাস্তাটা জেনে নেওয়া যাক্।

কিন্তু সেই কুটীরে গিয়ে ওঠা সহজ নয়। প্রতি পদক্ষেপে বিলে পা ব'সে যেতে লাগ্‌লো। ঘোড়তোলা জুতার ভিতরে জল ঢুকে প্রতি পদে উৎকট প্যাচ্ প্যাচ্ শব্দ হ'চ্ছিল—সেই জুতো নিয়ে এগুনো কষ্টকর হ'য়ে উঠ্‌লো।

শেষ পর্যন্ত কোনমতে জলাটা পার হ'য়ে একটা টিলার উপর উঠে কুটীরটা ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করলাম। সেটাকে কুটীরও বলা চলে না—পরীকথার সেই পাতার কুঁড়ের মত মনে হ'লো। ঘরটা ঠিক মাটির উপর নয়—উঁচু টিপির উপর তৈরী; বোধ হয় বসন্তের প্লাবনে সারা আইরিনোভ বনটা ডুবে যায় ব'লে এই রকম ব্যবস্থা। কুঁড়ে ঘরের একটা পাশ জরাজীর্ণ হ'য়ে ধ'সে যাওয়ায় সেটা একপেঁশে হ'য়ে উৎকট দেখাচ্ছিল। জানালার শার্শি কতকগুলো নেই—সে জায়গাগুলো ময়লা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া দিয়ে বাহির থেকে বন্ধ করা।

ছিটকানি সরিয়ে আমি দরজাটা খুললাম। ঘরটা ভয়ানক অন্ধকার। চোখে বেগুনী রং দেখ্‌তে লাগ্‌লাম—বোধ হয় অনেক্ষণ বরফের উপর দৃষ্টি রেখে চল্‌ছিলাম বলেই; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কুঁড়ে ঘরের ভিতর কোনো লোক আছে কিনা দেখে বুঝ্‌তে পারলাম না চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"ওগো, ঘরে কেউ আছে ক?"

উনুনের কাছে কি যেন একটা নড়ে উঠ্‌লো। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম্ এক বুড়ী মেঝের উপর বসে আছে। তার সাম্‌নে স্তূপাকার

মুরগীর পালক পড়ে রয়েছে। বুড়ী একটি একটি ক'রে পালক নিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে চুবড়ীতে রাখ্‌ছে আর শক্ত শিরটা মেঝেতে ফেলে দিচ্ছে।

'এই বোধহয় আইরিনোভের ডাইনী—মাম্মুইলিখা।' আর একটু ভাল ক'রে লক্ষ্য করতেই চট্ ক'রে মনে হ'লো ঐ কথাটা। রূ কথার ডাইনীর বর্ণনার সঙ্গে তার হাবভাব সব মিলে গেল। শীর্ণ তোবড়ানো গালের চামড়া ঝুলে প'ড়েছে অনেক খানি, চ্যাপ্টা ছুঁচোলো চিবুক প্রায় তার হুকের-মত-বাঁকা নাকের ডগায় গিয়ে ঠেক্‌ছে। ফোক্‌লা তোব্‌ড়া মুখটা অবিরাম নড়ছিলো—যেন কিছু চিবুচ্ছে। অলক্ষুণে পাখীর চোখের মত অদ্ভুত তার দীপ্তিহীন নিস্তেজ গোল গোল বেরিয়ে আসা চোখ, হয়ত সেগুলো নীল ছিল এক কালে।

যতদূর সম্ভব মিষ্টিগলায় বললাম—"কেমন আছ ঠান্‌দি, তোমার নাম মাম্মুইলিখা, না ?"

উত্তর দিতে গিয়ে বুড়ীর বুকের ভিতর যেন ঘড় ঘড় শব্দ ক'রে উঠ্‌লো। তার দন্তহীন ফোক্‌লা মুখ থেকে অদ্ভুত আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম—কখনও তা বুড়ো কাকের কর্কশ ডাকের মত—আবার কখনও বা হঠাৎ তা থেকে চাঁছা সরু আওয়াজ।

"এক সময় ভালো লোকেরা মাম্মুইলিখা বলেই ডাক্‌তো কিন্তু এখন তারা আমাকে ব'লে ওর নাম কি······যা খুসি তাই······তোমার কি চাই ?" খুব বিরক্তভাবে ব'ল্‌লে কিন্তু তার হাতে সেই কাজ একটানা ঠিক্‌ই চলছিল।

"দেখ ঠান্‌দি, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমার কাছে দুধ একটু মিল্‌তে পারে কি ?"

বুড়ী আমায় বাধা দিয়ে রেগে ব'লে উঠ্‌লো,—"না, না দুধ নেই ;

বনের মধ্যে একদঙ্গল লোক আসবে শিকারের পিছনে ছুটোছুটি ক'রতে—তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হ'বে নাকি ?……"

"তোমার অতিথির উপর নির্দয় হ'চ্ছ ঠান্‌দি ?"

"সত্যিই নির্দয় হ'চ্ছি বাছা, তোমাদের জন্যে তো খাবার ভরা ভাঁড়ার আমার নেই। যদি ক্লান্ত হ'য়ে থাক ত একটু বিশ্রামকর। কেউ তোমায় তাড়াবে না। জানত কথায় আছে—

ঘরে' এসো দুয়ারে বোসো খাচ্ছি কেমন শোন,—

(কিন্তু) তোমার ঘরে যাব যখন খেতেই যাব জেনো। ব্যাপারটা হ'লো এই।"

এর এই ধরণের কথাতেই বেশ বোঝা গেল যে এরা এ অঞ্চলে আগন্তুক। কারণ সে অঞ্চলের লোকেরা পরিস্কার কথা কইতে ভালোবাসে না, উত্তর দিক্‌কার রুশীয়েরা যেমন স্বভাবতই ভালোবাসে। এদিকে বুড়ীর হাত ঠিক কলের মত আপনা হ'তেই চল্‌ছিলো, আর মুখে একটা বিড়্ বিড়্ আওয়াজ, জোর হ'চ্ছিল বটে কিন্তু অস্পষ্ট। তার থেকে দু-একটা অসংলগ্ন কথা বুঝতে পারছিলাম—'এখন এসেছে মানুইলিখা ঠান্‌দি……কে তা কে জানে—আমার ত বয়েসটা কম হয় নি……ঐ যে উস্‌খুস্ ক'রছে। বক্‌বক্ করছে ছাতার পাখীর মত……

কিছুক্ষণ তার কথা শোনবার পর হঠাৎ আমার মনে হ'লো এক পাগল বুড়ীর পাল্লায় পড়েছি বোধ হয়—অত্যন্ত ভয়ও হ'লো।

যাই হোক ঘরের চারদিকটা ভালো করে একবার দেখে নেবার ফুরসুৎ পেয়েছিলাম—কুঁড়ে ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে একটা জ্বলন্ত উনুন। ঠাকুরের কুলুঙ্গিতে কোনও বিগ্রহ দেখলাম না।

দেওয়ালে সব সবুজ মোচওয়ালা পেশাদার শিকারী বেগুনীরংয়ের কুকুর সঙ্গে, অথবা অজানা সেনাপতিদের ছবির পরিবর্তে শুকনা ভুঁটা, রান্নার বাসনপত্র এইসব ঝুলছে। পেঁচা বা কালো বেড়ালের কোনটাই দেখলাম না তার বদলে একটা ছ্যাবড়া রংয়ের মোটাসোটা শুকপাখী উনুনের কাছ থেকে বিস্ময়ে সন্দিগ্ধভাবে কটমটিয়ে চেয়ে রয়েছে।

বেশ জোরে বল্লাম—"একটু জলও পাব না ঠান্দি?"

বুড়ী মাথা নেড়ে বল্লে—"ঐ যে বাল্তিতে, রয়েছে।"

জলা অঞ্চলের জল লোনা লাগলো খেতে। আমার জন্যে একটুও কিছু না ক'রলেও বুড়ীকে ধন্যবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোন দিকে গেলে রাস্তায় প'ড়বো?"

কথা শুনে চট্ ক'রে মাথা তুলে তার পাখীটার মত নিস্তেজ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বিড় বিড় ক'রে ব'ল্লে—"স'রে পড়ো ছোক্রা স'রে পড়ো, এখানে তোমার কোনও দরকার থাক্তে পারে না—অতিথি সৎকারের একটা সময় অসময় আছে! স'রে পড়ো তুমি, পথ দেখ।"

পথ দেখা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় রইলো না। হঠাৎ তখন একটা উপায় মনে হ'লো যদি বুড়ীর কড়া মেজাজ একটু নরম হয়। পকেট থেকে একটা চক্চকে রূপোর ছ'পেনী বার ক'রে বুড়ীর সাম্নে ধরলাম। আমার মতলব বৃথা হ'লো না; মুদ্রা দেখে বুড়ী ন'ড়ে উঠলো, চোখ দু'টো বড় হ'য়ে উঠ্লো, তার সেই বাঁকা কুঁক্ড়ে যাওয়া কাঁপা কাঁপা আঙ্গুল বাড়ালো সেটার দিকে।

"উঁহু ঠান্দি, আমি ত অম্নি তোমায় দেব না।" তাকে একটু

ভোগাবার মতলবে মুদ্রাটা লুকিয়ে বললাম—"আগে আমার হাতটা দেখে দাও দেখি।"

ডাইনীর বাদামী রংয়ের কোঁচকানো মুখখানা বিরক্তিতে ভ'রে উঠলো। সে ইতস্তত: ক'রে অস্থির হ'য়ে আমার হাতের মুঠোর দিকে চাইলো। পয়সার লোভ তাকে পেয়ে বসেছে তখন। অতি কষ্টে মেঝে থেকে উঠে বিড়-বিড় ক'রে ব'ল্লে—"আচ্ছা বেশ দেখি, আমি এখন আর কারও বরাৎ গুণি না হে, ভুলে গেছি সব, বুড়ো হ'য়েছি, চোখ আর চলে না। তোমার জন্যেই কেবল চেষ্টা করছি।"

এই ব'লে বুড়ী দেওয়াল ধ'রে কাঁপতে কাঁপতে টেবিলের কাছে এলো। অনেক কালের পুরাণো ময়লা এক প্যাক তাস, ব্যবহার ক'রে ক'রে পুরু হ'য়ে গেছে, আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ব'ল্লে—"তাসগুলো নিয়ে বাঁ হাতে ক'রে ভেঁজে দাও......... হরতন আসুক।"

তারপর তার আঙ্গুলে থুতু নিয়ে চারিদিকে ছিটোলো, তাসগুলো টেবিলে প'ড়তেই ময়দার ডেলার মত ধপ ক'রে একটা শব্দ হ'ল তারপর আপনা হ'তেই সেগুলো একটা আটকোনা তারার আকারে সাজানো হ'য়ে গেল। শেষ তাসখানা যখন সেই রংয়ের সাহেবের উপর চিৎ হ'য়ে উঠে পড়লো তখন মামুইলিখা আমার দিকে হাত বাড়িয়ে জিপসী ভিখারীর গলায় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে ব'লতে লাগলো—"সোনার কড়ি ফেল, তাহ'লে তুমি ধনী হ'বে—সুখী হ'বে।"

আমার হাতের মুঠোয় যে ছ'পেনী ছিল তাড়াতাড়ি তার হাতে গুঁজে দিলাম। বুড়ী সেটা অমনি বাঁদরের মত টপ্

ক'রে মুখে পুরে মাড়ি দিয়ে চেপে ধ'রলো। তারপর তার অভ্যাস মত হড়বড় ক'রে বল্‌তে আরম্ভ করলে—"দূর থেকে একটা কঠিন সমস্যা তোমার সাম্‌নে আসছে। রুইতনের বিবির সঙ্গে তোমার দেখা হবে—একটা নামজাদা বাড়ীতে সুখকর আলাপনও হবে তার সঙ্গে। চিড়িতনের সাহেবের কাছ থেকে খুব শীগ্‌গির একটা এমন খবর আসবে যা তুমি একেবারে ভাবোনি। বিপদও কিছু আসছে আর তার সঙ্গে কিছু সম্পত্তিও পাবে উইল থেকে। কতকগুলো লোকের পাল্লায় তুমি পড়বে—মদও খাবে। খুব মাতাল হ'বে না বটে, তবে মদের হুল্লোড় দেখ্‌তে পাচ্ছি। পরমায়ু তোমার খুব আছে। তোমার ষাট বছর বয়সে তুমি যদি মারা না পড়........"

হঠাৎ বুড়ী থেমে গেল। যেন কি শুন্‌ছে এই ভাবে মাথাটা তুল্‌লে। আমিও কান পাত্‌লাম। একটি স্ত্রীলোকের কণ্ঠ—উৎফুল্ল স্বর—পরিষ্কার গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে কুটীরের দিকে আসছে। মধুর সেই দক্ষিণ রুশীয় সঙ্গীতের বাণী বেশ বুঝতে পারলাম গাইছে—

> সাদা হিজেল গাছ, নোয়ালো কে গো,
> ওকি কুসুম কলি, না টাটকা ফোটা ফুল!
> আমার ছোট মাথাটিরে, নুইয়ে দিলে কে গো,
> সে কি আমার স্বপন, না স্বপন-ভরা ভুল!

বুড়ী আমাকে টেবিলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে খুব ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্‌লে—"হ'য়ে গেছে, এইবার তুমি এস হে, সরে পড়ো। পরের ঘরে হানা দেওয়া তোমার উচিত নয়, এখন পথ দেখতো বাছা......"

সে আমার জ্যাকেটের হাতা ধরে টান্‌তে টান্‌তে আমায়

দরজার কাছে নিয়ে এলো। তার মুখে তখন উদগ্র উৎকণ্ঠার ছাপ।

কুটীরের কাছে এসে গানও হঠাৎ থেমে গেল। দরজার লোহার চাবিটা সশব্দে ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে দেখা দিল হাস্যময়ী একটি যুবতী। দুই হাতে তার ডোরাকাটা এপ্রনটা ধ'রে আছে, সেই এপ্রনের ফাঁক দিয়ে তিন্‌টি ছোট পাখী উঁকি মারছিল—তাদের গলাটা লাল রংএর আর চোখগুলো ঝক্‌ঝকে কালো।

সে হাস্‌তে হাসতে ব'ল্‌লে,—"দেখ দিদিমা, এই ফ্রিঞ্চগুলো আমার পিছু লাফাচ্ছিলো। কেমন মজার দেখ্‌তে দেখ। যেন কিছু চাইছিলো খেতে, আমার কাছে রুটী ছিল না তো!"

কিন্তু আমাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ হ'য়ে গেল—লজ্জায় রাঙ্গা হ'য়ে উঠলো তার মুখ। তার ঘন কালো ভুরুদুটো কুঁচকে বুড়ীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে।

বুড়ী ব'ল্‌লে—"ভদ্রলোক পথ জিজ্ঞাসা করতে এখানে এসেছিলেন।" তারপর আমার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে ব'ল্‌লে,—"এইবার, অনেকক্ষণ বিশ্রাম হ'ল—একটু জলও খাওয়া হ'য়েছে—বেশ আলাপও করা হ'য়েছে—এইবার মশাইকে যেতে হয়। আমরা তোমাদের উপযুক্ত লোক ত নই……"

তরুণীর দিকে ফিরে আমি বল্‌লাম—"দেখুন, আপনি দয়া ক'রে আমাকে আইরিনোভ রোডটা দেখিয়ে দেবেন? তা নইলে আমাকে আজীবন হয়তঃ ঐ জঙ্গলায় আট্‌কে থাক্‌তে হবে।"

বোধহয় আমার মধুর অনুনয় তার অন্তর স্পর্শ করেছিল,

সে আস্তে আস্তে তার সেই ছোট্ট স্লিঙ্গুলোকে উনুনের কাছে ছাতার পাখীদের পাশে রাখ্‌লে। ওভার কোট্‌টা খুলে টেবিলের উপর রেখেছিল, সেটা আবার পরে নিয়ে কোনও কথা না ক'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়'ল। আমি তার অনুসরণ ক'রতে লাগলাম।

চল্‌তে চল্‌তে তরুণীর সাম্‌নে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম-"আপনার পাখীগুলো সবই পোষা বুঝি?"

আমার দিকে না চেয়েই আলটপ্‌কা জবাব দিলে—"সবই পোষা।" তারপর এক ওয়াটল ঝাড়ের কাছে থেমে আমায় ব'ল্‌লে—"দেখুন, ঐ যে ফার গাছের ফাঁকে সরু এককালি পায়ে-চলা পথ দেখা যাচ্ছে, আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন কি?"

"হ্যাঁ, দেখ্‌তে পাচ্ছি বটে।"

"ঐ রাস্তা ধ'রে সোজা এগিয়ে যান। চল্‌তে চল্‌তে কাটা ওক্‌মুড়োর কাছে গিয়ে বাঁ দিকে ফিরবেন। সেই দিক ধ'রে সোজা বনের ভিতর দিয়ে চলে যাবেন; তাহ'লেই গিয়ে আইরিনভ রোডে প'ড়বেন।" সে যতক্ষণ ধ'রে তার হাত দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে আমায় বোঝাচ্ছিল—আপনা হ'তেই মুগ্ধ হ'য়ে তাকেই সারাক্ষণ আমি দেখছিলাম। এইখানকার অন্যান্য মেয়েদের কপাল চিবুক আর মুখ আর মাথা ফালি দিয়ে বাঁধা থাকে ব'লে কেমন বিশ্রী একঘেয়ে তাদের দেখায়, এর মধ্যে তাদের কিছুই ছিল না। আমার এই অপিরিচিতা তরুণীটি হ'লো পিঙ্গলা দীর্ঘাঙ্গী, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স—বেশ সাবলীল কমনীয় তার রূপ। সাদা সার্টে তার দৃঢ় উন্নত বুকখানা শিথিল ভাবে ঢাকা—মনোরম দেখাচ্ছিল। তার অপূর্ব সুন্দর মুখখানা একবার দেখলে ভোলা যায় না—এমন কি সে

সৌন্দর্য বর্ণনা করবার জন্যে তাতে অভ্যস্ত হওয়াও শক্ত। তার জলজলে বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটোর মাধুরীর উপর ধনুকের মত বাঁকা ভুরুর শোভা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! সলজ্জ অথা রাণীর মত দৃপ্ত অনাবিল তার দৃষ্টি—টক্‌টকে গোলাপী আভা তা মুখে, তার উপর ঠোঁটদুটো কুঁচকে চাপা—সে এক অপরূপ রূপ তার পুরুষ্টু ঠোঁটটা ঈষৎ বেরিয়ে থাকায় তাতে বেশ দৃঢ়তা এব চটুলতা দুইই ফুটিয়ে তুলেছিল।

সেই ওয়াট্‌ল ঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলা "এই রকম নির্জন জায়গায় একা থাকতে সত্যিই আপনার ভ করে না?"

সে কাঁধ উঁচিয়ে উপেক্ষাভরে ব'ল্‌লে—"আমাদের ভয় কর কেন? নেক্‌ড়েগুলো তো আমাদের কাছে আসে না!"

"নেক্‌ড়েই ত সব নয়। কুঁড়ে ঘরটা বরফচাপা পড়তে পারে- তাতে আগুনও লেগে যেতে পারে—যাহোক একটা ঘট্‌তে পারে ত আপনারা ওখানে থাকেন মাত্র দুটি প্রাণী—আপনাদের সাহা করবার কেউ নেই।"

সাহায্যের কথা শুনে সে ঘৃণাভরে ব'ল্‌লে—"ঈশ্বরকে অ ধন্যবাদ। যদি দিদিমা আর আমি একলা থাকতে পাই, তাহলে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য—কিন্তু ঐ……"

"কিন্তু কি?"

সে বাধা দিয়ে উঠ্‌লো—"সে সব শুন্‌তে গেলে বুড়ো হ যাবেন।" উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো, "আপনিই বা কে?"

আমার মনে হ'লো সেই বুড়ী আর যুবতীটি কর্তৃপক্ষের নির্ঘাত ভয় করছে আমার কাছে, তাই তাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বল্‌লা

"আচ্ছা, আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন, ভয় পাবেন না। আমি গ্রামের পুলিশও নই, পাদ্রীও নই, বা আবগারীর লোকও নই; আমি কোনো সরকারী কর্ম্মচারীই নই।"

"সত্যি বল্‌ছেন?"

"আমার কথায় বিশ্বাস করুন। আমাকে বিশ্বাস করুন আমি খুব সাধারণ লোক। আমি মাত্র কয়েক মাসের জন্যে এখানে এসেছি তারপর আবার চলে যাব। যদি বলেন, আমি কাউকেই ব'লব না যে আমি এখানে এসেছিলাম—এবং আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনি অমাকে বিশ্বাস করেন কি?"

যুবতীর মুখখানা একটু উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। ব'ল্‌লে—"বেশ তাহলে আপনি মিথ্যা ব'লছেন না, সত্যি ব'লছেন? আচ্ছা ব'লুন ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছিলেন কি, না দৈবাৎ এসে পড়েছেন?"

"কি যে ব'লব আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম এবং আপনাদের এখানে আসবারও ইচ্ছা ক'রেছিলাম। আজ দৈবাৎ আমি এসে পড়েছি—পথ হারিয়েছিলাম। এখন ব'লুন ত, আপনারা ওদের ভয় করেন কেন? ওরা আপনাদের কি অনিষ্ট করে?"

সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে কিন্তু আমি আমার বিবেকের কাছে মুক্ত ছিলাম—তাই কোন রকমে বিচলিত না হ'য়ে তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম।

সে বেশ উত্তেজিত হ'য়ে ব'লতে আরম্ভ ক'রলে—"ওরা বড় অসৎ ব্যবহার করে—সাধারণ লোকেরা তত নয়—কিন্তু ঐ কর্ম্মচারীরা। গ্রামের চৌকিদার আসবে তাকে ঘুষ দিতে হবে। ইনস্‌পেকটর,

তাকে দিতে হবে; ঘুষ নেবার আগে আমার দিদিমাকে একচোট অপমান করবে—বুড়ী, ডাইনী, আসামী, এই সব ব'লে। কিন্তু এ সব ব'লে লাভ কি?"

যদিও উচিত নয়, হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "ওরা আপনাকে স্পর্শ করে না ত?"

আত্মবিশ্বাসের গর্বে তার মাথা উঁচু হ'য়ে উঠলো—তার অর্ধনিমীলিত চোখে খেলে গেল তেজদৃপ্ত বিজয়ের ঝিলিক্; ব'ল্লে—"তারা আমাকে ছুঁতে পারে না······একবার এক আমীন আমার কাছে এসেছিল······আমাকে চুম্বন করতে চেয়েছিল······তাকে আমি যে চুম্বন দিয়েছিলাম মনে হয় তা বোধ হয় আজও ভুলতে পারেনি।"

তার এই গর্ব-ভরা চোখা চোখা কথাগুলোর ভিতর এমন একটা রূঢ় স্বাধীনতার সুর বেজে উঠ্‌লো যে আপনা হ'তেই আমার মনে হ'লো—তুমি পলিয়েসির বনে বৃথাই পালিত হওনি—তোমার সঙ্গে তামাসা করা বিপজ্জনক!

আমার প্রতি তার বিশ্বাস যত বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো, সে বল্‌তে সুরু করল্ল—"আমরা কি কারও কিছুতে থাকি? লোকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই নেই—বছরে একবার ত শহরে যাই সাবন, নুন আর দিদিমার জন্যে কিছু চা সওদা করতে—তিনি চা ভালবাসেন এগুলো না থাকলে ওদের বাদ দিয়েই আমরা চল্‌তে পারতাম।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি আপনি আর আপনার দিদিমা লোকজন ভালবাসেন না; কিন্তু আমি কি মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্যে আপনাদের কাছে আস্‌তে পারি?"

সে হাসলো—তার সুন্দর মুখখানার কি অদ্ভুত এক আশাতীত পরিবর্তন? পূর্বেকার রূঢ়তার কোন চিহ্নই তাতে

নেই—এক মুহূর্তে তা উজ্জ্বল সলজ্জ এবং শিশুর মত হ'য়ে উঠ্‌লো।

"আমাদের সঙ্গে আপনার আর কি দরকার? দিদিমা আর আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ! বেশ আসবেন—যদি আপনার ভাল লাগে—আর যদি আপনি সত্যই ভাল লোক হন। যদি আপনি আসেনই বন্দুকটা না নিয়ে এলেই ভালো হয়।"

"আপনি ভয় পেয়েছেন?"

"ভয় পাব কেন? আমি কিছুতেই ভয় পাইনা।" আবার তার কথার ভিতরে পেলাম তার শক্তির প্রতি বিশ্বাস।

"আমি ওসব পছন্দ করিনা; আপনি পাখী, খরগোশ সব মারেন কেন বলুন ত? তারা কারুর ত অনিষ্ট করে না—আপনার আমার মতই তারা বাঁচতে চায় ত? ঐ ছোট্ট গোবেচারা প্রাণীগুলোকে আমার বড় ভালো লাগে।......আচ্ছা এখন আসি, নমস্কার।"

সে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লে—বল্‌লে; "আপনার নাম্‌টা জানা হ'লো না আমার। ভয় হ'চ্ছে, দিদিমা বোধ হয় আমার ওপর চট্‌বেন।"

সহজ সাবলীল গতিতে সে কুটীরের দিকে ছুট্‌লো—বাতাসে উড়ে যাওয়া এলো চুলগুলোকে একহাতে ধ'রে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে।

বল্‌লাম—"দাঁড়ান, দাঁড়ান—একটু দাঁড়ান, আপনার নাম্‌টা কি? আমাদের পরিচয়টা ভালো ক'রেই হ'য়ে থাক্‌।"

"আমার নাম য়্যালিওনা—এখানকার লোকেরা বলে অলিয়েসিয়া।" বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে আমি তার দেখানো

দিনগুলিতে অলিয়েসিয়ার চিন্তা থেকে আমি মুক্ত হ'তে পারিনি। একা আমার ভাল লাগতো চোখ বুজে শুয়ে থাকতে যাতে তারই চিন্তায় আমি মগ্ন হ'য়ে যেতে পারি; বার বার আমার কল্পনায় তাকে ডেকে আন্‌তাম কখনও কঠোর, কখনও চটুল, কখনও কোমল হাসি মাখা মুখে, তার তরুণ দেহখানি সেই বনের প্রাচুর্যপুষ্ট তরুণ ফারগাছের ছন্দে ছন্দায়িত; তার সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ মধুর; তার সমস্ত ভঙ্গিমায়, কথায় বার্তায়, সে আমার চিন্তায় ফুটে উঠ্‌তো—অভিজাত অথচ পল্লীমাধুরীতে সুষমাময়ী। অমি রহস্যময়ী অলিয়েসিয়ার প্রতি দিন দিন আকৃষ্ট হ'তে লাগলাম। মায়াবিনী কুহকী ব'লে তার যে সন্দেহময় পরিচয়, সেই জলা ও জঙ্গলে তার জীবন যাত্রা, সবচেয়ে বেশী তার সেই গর্ব-ভরা আত্মপ্রত্যয় যা তার কয়েকটা কথায় দেখতে পেয়েছিলাম—আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

সুতরাং এতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—বনের পথ শুক্‌নো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি চ'ল্‌লাম সেই জীর্ণ কুটীরের দিকে। সেই খিট্‌খিটে বুড়ীকে তুষ্ট করবার জন্যে মাঝে মাঝে আধ পাউণ্ড ক'রে চা আর কিছু চিনি সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

সেখানে গিয়ে তাদের দু'জনকেই পেলাম ঘরে; বুড়ী জ্বলন্ত উনুনের সাম্‌নে পায়চারি ক'রছে আর অলিয়েসিয়া একটা লম্বা বেঞ্চে ব'সে সুতো কাট্‌ছে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবার শব্দ ক'রতেই, সে আমার দিকে ফিরে চাইলো, সুতো গেল কেটে, টেকোটা ছিট্‌কে মেঝেতে পড়ে গড়াতে লাগলো।

আমাকে দেখেই বুড়ী উনুনের আঁচ থেকে মুখখানা আড়াল ক'রে ভয়ানক রেগে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ আমার দিকে কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে রইলো। উৎফুল্ল হ'য়ে গদ গদ ভাবে জিজ্ঞাসা

ক'রলাম—"কেমন আছ ঠান্‌দি? তুমি বোধ হয় চিন্‌তে পারছ না আমাকে? মনে পড়ছে না, আমি গত মাসে এসেছিলাম এখানে রাস্তা জিজ্ঞাসা করতে? তুমি আমার কপালও গুণে বল্‌লে?"

বিরক্তিভরে তার মাথা নেড়ে বুড়ী বিড় বিড় ক'রে ব'ল্‌লে—"আমার ত কিছু মনে নেই। আমি ত বুঝতেই পারছি না তুমি এখানে কি ফেলে গেছ? আমরা ত তোমার পরিচিত নই—আমরা খুব সাদাসিধে গ্রামবাসী। এখানে তোমার কিছু থাক্‌তে পারে না—বেশ প্রকাণ্ড বন রয়েছে, সেখানে বেড়াবার যথেষ্ট জায়গা আছে।"

এইরকম কটু অভ্যর্থনায় আমি বিস্মিত এবং সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হ'য়ে খুব মূঢ় অবস্থায় পড়ে গেলাম—কি যে ক'রবো ঠাউরে উঠ্‌তে পারলাম না—এই রূঢ় অভ্যর্থনাকে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দেব, না রাগ ক'রবো, না শেষ পর্যন্ত কোনো কথা না ক'য়ে ফিরে যাব। আপনা হ'তেই আমার অসহায় দৃষ্টি গিয়ে প'ড়লো অলিয়েসিয়ার উপর। তার মুখে পেলাম ছলনার হাসির ক্ষীণ আভাস। সেটা সম্পূর্ণ দুরভিসন্ধিময় মনে হ'লো না। সে চর্‌কা থেকে বুড়ীর কাছে উঠে গিয়ে ব'ল্‌লে—"ভয় নেই দিদিমা।" আশ্বাস দিলে তাকে।

"লোক্‌টা খারাপ নয়, আমাদের অনিষ্ট সে ক'রবে না।"

আমাকে ঠাকুর-কুলুঙ্গীর কাছে একটা বেঞ্চি দেখিয়ে ব'ল্‌লে—"আপনি বসুন।"

বুড়ীর ওজর আপত্তিতে আর কান দিলে না সে। আমার প্রতি তার দৃষ্টি পড়েছে দেখে আমিও হঠাৎ ঠিক করলাম যা হোক একটা বোঝাপড়া ক'রে ফেলা। ব'ল্‌লাম—

"ঠান্‌দি তুমি চ'টেছ দেখছি, কোন আগন্তুক তোমার দরজায় আস্‌তে না আস্‌তে তুমি তাকে গালি পাড়তে শুরু কর। আমি ত তোমার জন্যে উপহার এনেছি......।" বলে মোড়কটা ব্যাগ থেকে বার করলাম।

বুড়ী চকিত দৃষ্টিতে মোড়কটা দেখে নিয়েই আমার দিকে পিছু ফিরলো। আমিও তৎক্ষণাৎ তার হাতে চা আর চিনির মোড়কটা দিয়ে দিলাম। এতে বোধ হয় বুড়ী একটু শান্ত হ'লো কিন্তু তখনও তার বকার বিরাম নেই। অবিশ্যি রূঢ় ভাব তাতে ছিল না। আলিয়েসিয়া আবার সুতো কাটতে বস্‌লো, আমি তার পাশে গিয়ে একটা ছোট্ট নিচু ভাঙ্গা টুলের উপর বসলাম। অলিয়েসিয়া তার বাঁ হাতে সুতো পাকাচ্ছিলো—রেশমের মত কোমল; আর ডান হাতে টেকো ঘুরোচ্ছিলো বন্‌ বন্‌ শব্দে। যখনই তার তকলি একেবারে মেঝের কাছে চলে আস্‌ছে সে ধীরে ধীরে সেটা তুলে তাড়াতাড়ি পাকানো সুতোটা গুটিয়ে নিচ্ছে। তার হাতে এই কাজ যেটা প্রথমে দেখে মনে হ'য়েছিল খুব সহজ কিন্তু সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, বহুদিনের অভ্যাস ও কৌশল না থাক্‌লে এমন করা যায় না—তার হাত চলছিলো বিদ্যুৎগতিতে—আমি তার হাত থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। সুতো কেটে হাতে কড়া প'ড়ে গেছে, একটু কাল দাগও প'ড়েছে; কিন্তু সেই ছোট্ট হাত গুলির এমন সুন্দর গড়ন যে রাজকুমারীরও হিংসা হবে তা দেখে।

"আপনি ত আমাকে বল্লেন নি, যে দিদিমা আপনার ভাগ্য গণনা করেছিলেন।" ব'ল্‌লে অলিয়েসিয়া।

আমি পিছন দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রছি দেখে বললে—

"ওসব ঠিক আছে—দিদিমা একটু কালা, শুনতে পান না, কেবল আমার গলার স্বরই বুঝ্‌তে পারেন ভালো।"

"হ্যাঁ তিনি ভাগ্যগণনা ক'রে দিয়েছেন—তা কি হয়েছে?"

"আমি জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম; আর কিছু নয়। আপনি ওতে বিশ্বাস করেন?" ব'লে সে চট্‌ ক'রে আড় চোখে একবার দেখে নিলে।

"কোন্‌টা বিশ্বাস করি? আপনার দিদিমা যা গণে দিয়েছেন, না সাধারণ গণনা ব্যাপারটাই, কোন্‌টা?"

"হ্যাঁ, সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম।"

"আমি ঠিক জানিনা। সত্যি ব'লতে কি আমি ওতে বিশ্বাস করি না, তবে বলা ত যায় না? লোকে বলে এমন সব ঘটেছে······লোকে ও সম্বন্ধে অনেক চটকদার বইয়েও ঐসব কথা লিখেছে। কিন্তু আপনার দিদিমা যা ব'লেছেন আমি তাতে একটুও বিশ্বাস করি না—যে কোনো গ্রাম্য স্ত্রীলোক ও রকম ব'ল্‌তে পারে।"

অলিয়েসিয়া মৃদু হেসে ব'ল্‌লে—"হ্যাঁ, আজকাল সত্যিই তিনি ভাল ভাবে গুণে ব'ল্‌তে পারেন না; বুড়ো হয়েছেন, আর তা ছাড়া এখন একটু ভয়ও হ'য়েছে। তাসগুলোতে কি বল্‌লে?"

"তেমন চমৎকার কিছু না; আমি এখন মনেও করতে পারছি না—সাধারণতঃ যা বলে—অনেক দূর দেশে যেতে হবে······তারপর কি সব চিড়িতনের ব্যাপার—সব ভুলে গেছি।"

"হ্যাঁ, আজকাল দিদিমা তেমন আর ভাল গণনাই করতে পারেন না—এত বয়স হয়েছে যে বেশীভাগ কথাই ভুলে যান—

কেমন ক'রেই বা পারবেন তাঁর ভয়ও হয়—এখন কেবল টাকা দেখলেই বলতে চান।"

"কিসের ভয়?"

"ঐ সব কর্মচারীদের। গ্রামের চৌকিদার আসে ভয় দেখিয়ে যায় প্রত্যেকবার—তারা বলে—তোমায় এই মুহূর্তে বার ক'রে দিতে পারি, জান?—জান, লোকে তোমায় ডাইনী ব'লে ধ'রে নিলে তার শাস্তি কি?—হক দ্বীপে নির্বাসন।"

"আচ্ছা আপনি কি বলেন, সত্যিই তাই?"

"একেবারে মিথ্যে নয়—শাস্তি একটু আছে তবে অত নয়। আচ্ছা, অলিয়েসিয়া, তুমি কি গণনা ক'রে ব'ল্‌তে পার?"

প্রশ্ন শুনে সে একটু বিচলিত হ'য়ে প'ড়েছিল তবে তখুনি সাম্‌লে নিয়ে ব'ল্‌লে—"পারি তবে টাকার বিনিময়ে নয়।"

"তাহলে তুমি ত একবার তাস ফেলে আমার জন্যে দেখ্‌তে পার!"

সে গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে ব'ল্‌লে—"না।"

"কেন দেখ্‌বে না? বেশ, অন্য এক সময় হবে। আমার কেমন বিশ্বাস হয়, তুমি সত্যিই বলতে পারবে।"

"না আমি দেখবো না, কিছুতেই না।"

"অলিয়েসিয়া, এ তোমার ঠিক্ নয়। অন্ততঃ আমাদের প্রথম পরিচয়ের খাতিরে তোমার অস্বীকার করা উচিত নয়—কেন তুমি করতে চাইছ না বল ত?"

"আমি এর মধ্যেই তোমার তাস ফেলে দেখেছি; দু'বার দেখা অন্যায়।"

"অন্যায়! কেন? আমি ত বুঝ্‌তে পারছি না।"

"না না, অন্যায় অন্যায়।" ব'লে সে এক অজ্ঞাত ভয়ে চাপা গলায় ব'ল্লে—"দু'বার ভাগ্যগণনা ক'রতে বলা নিষেধ আছে। তা ঠিক্ নয়। নিয়তি তা জান্তে পারবে, শুন্তে পাবে; সে চায়না তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, তাই জন্যেই ত যত সব গণৎকারেরা অসুখী।"

আমি কি একটা বিদ্রূপ করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পারলাম না—তার কথাগুলোর মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস দেখতে পেলাম। সে যখন একটা অজ্ঞাত ভয়ে দরজার দিকে ফিরে 'নিয়তি' শব্দটা উচ্চারণ ক'রলো আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে চকিত হ'য়ে ছিলাম।

"বেশ, তুমি যদি আমার ভাগ্যের কথা ব'লতে না চাও, আচ্ছা বল তাসে তুমি কি পেয়েছ?"

আমি তাকে অনুরোধ করলাম।

অলিয়েসিয়া চট্ করে তার তক্‌লিটা ঘুরিয়ে আমায় ছুঁয়ে ব'ল্লে—"না, না, না বলাই ভালো।"

শিশুসুলভ অনুনয় তার চোখে ভেসে উঠ্‌লো—"লখিটি, আমাকে ব'লো না, ব'লতে—ভালো কিছুই নেই, জিজ্ঞাসা না করাই ভালো।"

কিন্তু আমি পীড়াপীড়ি ক'রতে লাগলাম—আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলাম না তার এই ব'লতে না চাওয়া আর ঐ নিয়তির ভয় দেখানো—এর ভিতর কিছু গণৎকারী চাল আছে কিনা, অথবা সে যা ব'ল্লে সেগুলো সে সত্যিই নিজে বিশ্বাস করে কি না। আমি অসোয়াস্তি বোধ ক'রতে লাগলাম—কি যেন একটা আতঙ্ক আমায় পেয়ে ব'সলো।

শেষ পর্যন্ত অভিয়েস্মির রাজী হ'ল—"বেশ আমি ব'লবো, কিন্তু একটা কথা শোনো, যা পেয়েছি জিনিষটা টাকার চেয়ে দামী; আমি যা ব'লবো। তাতে রাগ ক'রো না যেন। তাস থেকে জানলাম তুমি লোক ভালো কিন্তু দুর্বল; তোমার সততা আছে কিন্তু তার ওপর নির্ভর করাও চলেনা, তাকে বিশ্বাস করাও চলে না। তুমি তোমার কথা রাখতে পার না। তুমি চাও লোকের উপর কর্তৃত্ব করিতে কিন্তু তুমি না চাইলেও তাদের অনুগত হয়ে পড়ো; তুমি পানাসক্ত এবং, দেখ যদি আমাকে সব ব'লতেই হয় শেষ পর্যন্ত, আমি কিন্তু ঠিক ঠিক ব'লে যাব; স্ত্রীলোকের প্রতিও তোমার খুব বেশী আসক্তি আছে এবং সেই জন্যেই তোমার জীবনে অনেক দুর্ভোগ আসবে··· তোমার কাছে টাকার কিছুই দাম নেই, তুমি রাখতে পারবে না। তুমি কখনও ধনী হবে না·········আরও ব'লবো?"

"ব'লে যাও, ব'লে যাও, তুমি যা জান সব ব'লে যাও।"

"তাসে আরও ব'লছে—তোমার জীবন সুখের হবে না, তুমি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে পারবে না, তোমার হৃদয় দরদহীন, অসাড়। যারা তোমায় ভালবাসবে তাদেরই তুমি আঘাত দেবে; তুমি বিয়ে ক'রবে না, অবিবাহিত অবস্থাতেই মারা যাবে। তোমার জীবনে খুব বেশী রকম আনন্দ কখনই আসবে না। অতি দুঃখ ও নৈরাশ্য ভরা তোমার জীবন। এমন একটা সময় আসবে যখন তুমি জীবনকে শেষ ক'রে দিতে চাইবে······সেই ইচ্ছাটা আসবে, কিন্তু তুমি সাহস ক'রতে পারবে না, তুমি ভোগকরেই চ'লবে। অত্যন্ত দারিদ্র্যও তোমাকে ভোগ করতে হবে—কিন্তু শেষের দিকে তোমার কপাল ফিরবে। তোমার কোনো নিকট

আত্মীয়ের মৃত্যুতে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তোমার কপাল ফিরবে। এসব ঘ'টতে অনেক দেরী······এই বছরেই, আমি ঠিক্ বলতে পারছি না কখন—তাস ব'লেছে খুব শীগ্‌গির······হয়ত এই মাসেই···"

থাম্‌বামাত্র আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি ঘ'টবে এই বছরে?"

"আমার আর বেশী ব'লতে ভয় ক'রছে। চিড়িতনের বিবির কাছ থেকে গভীর প্রণয় আসবে। আমি ঠিক্ দেখতে পাচ্ছি না সে বিবাহিতা না কুমারী? তবে আমি জানি তার খুব কালো চুল······"

আমার চোখটা আপনা হতেই অলিয়েসিয়ার মাথার উপর প'ড়লো চট্ ক'রে।

"আমার দিকে দেখছ কেন?" সে হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো—অনেক মেয়েই যেমন পুরুষের চাউনী খুব তীক্ষ্ণ ভাবে অনুভব করে সে সেইরকম তীক্ষ্ণ অনুভূতি নিয়ে যন্ত্রচালিতবৎ তার কেশদাম গুছিয়ে নিয়ে আরও সলজ্জভাবে ব'লতে লাগ্‌লো—"হ্যাঁ, কতকটা আমার মতই।"

আমি হেসে বললাম—"তাহলে তুমি বলছো—চিড়িতনের বিবির দৌলতে আমার গভীর প্রণয় হবে।"

অলিয়েসিয়া গম্ভীর হ'য়ে রীতিমত দৃঢ়স্বরে ব'ললে—"হেসো না, হেসে লাভ নেই—সত্যি যা তাই আমি বলছি।"

"আচ্ছা, আমি আর হাসবো না প্রতিজ্ঞা ক'রছি। বলো, আর কি আছে?"

"আরো ব'লবো—চিড়িতনের বিবির আসবে অমঙ্গল, মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। তোমার জন্যে চিড়িতনের বিবিকে অনেক

দুর্দশা ভোগ ক'রতে হবে—এমন লাঞ্ছনা, যা সে কখনই ভুল্‌তে পারবে না—তার দুঃখু থেকে যাবে চিরকাল। তার দিক থেকে তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না।"

"আচ্ছা, বল ত, অলিয়েসিয়া, তাসগুলো তোমায় ভুল ব'ল্‌তে পারে না কি? আমি কেন চিড়িতনের বিবির অনিষ্ট ক'রবো খামকা? আমি খুবই সাদাসিধে লোক—তবুও তুমি যে কি ক'রে আমার সম্বন্ধে অতগুলো ভয়ঙ্কর কথা ব'ল্‌লে!"

"আমি তা জানি না, তাসে যা পেলুম, অবশ্য তুমিই অর্থাৎ ইচ্ছে ক'রে, যে ক'রবে তা ব'ল্‌ছে না—এই সব দুর্ভোগের তুমিই হবে নিমিত্ত—আমার কথাগুলো মনে ক'রো যখন সত্যিই হবে।"

"তাসগুলো তোমায় এই সব ব'লেছে, অলিয়েসিয়া?" তাড়াতাড়ি আমার কথার জবাব পেলাম না। শেষ পর্যন্ত নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই উড়ো উড়ো উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, তাসে......তবে তাস ছাড়া আমি অনেক কিছু জান্‌তে পারি—কেবল মুখ দেখে। এই যেমন ধরো, কারুর হয়ত মরণ ঘনিয়ে এসেছে—বিশ্রীরকমে মারা যাবে, আমি তার মুখ দেখেই তৎক্ষনাৎ জান্‌তে পারি—তার সঙ্গে কথা কইবারও আমার দরকার হবে না।।

"তুমি তার মুখে কি দেখ?"

"আমি নিজে জানিনা ঠিক, কি দেখি; আমার কেমন একট ভয় হয়, যেন আমার সাম্‌নে একটা মৃত লোক দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, আমি সত্যি বল্‌ছি কিনা। গত বছরের আগের বছর—জাঁতাওয়ালা ট্রফিম্ তার জাঁতাঘরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। তার মরবার দু'দিন আগে তাকে দেখে আমি দিদিমাকে বলেছিলাম—দেখ দিদিমা, ট্রফিম বোধহয় শীগ্‌গির

বিশ্রীভাবে মারা যাবে। হ'য়েছিলও ঠিক তাই। গত বড়দিনে [illegible] ইয়াস্কা আমাদের এখানে এসে দিদিমাকে বলেছিল [illegible] গুণতে। সে ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিল—বল তো আমি মরব কেমন করে?' ব'লে হেসেছিল। তার দিকে আমার চোখ প'ড়তেই—আমার পা আর চললো না। দেখলাম্ ইয়াস্কা সেখানে ব'সে আছে কিন্তু তার মুখখানা মৃতের মত—সবুজ হ'য়ে গেছে—চোখগুলো বন্ধ, ঠোঁটে কালি। এক সপ্তাহ পরে শুন্‌লাম কতকগুলো ঘোড়া নিয়ে পালাবার মুখে কৃষকরা ইয়াস্কাকে ধ'রে ফেলে—সারা রাত ধ'রে তাকে প্রহার করে—অত্যন্ত খারাপ লোক তারা এখানকার, ভয়ানক নিষ্ঠুর—তারা তার পায়ে পেরেক পুঁতে দিয়েছিল, পাঁজরাগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিল মুগুর মেরে—বেচারা পরদিন সকালে মারা যায়।"

"তুমি তাকে বল্‌লে না কেন যে—তার খুব খারাপ সময় আস্‌ছে।"

"কেন ব'লবো আমি?" অলিয়েসিয়া উত্তর দিলে—"নিয়তির ব্যবস্থা কি কোনো লোক এড়াতে পারে? জীবনের শেষ সময়ের জন্যে মানুষের ভাবাই বৃথা......এ সব জিনিষ দেখ্‌তে আমার খুব খারাপ লাগে। আমি নিজের নিয়েই বিরক্ত হয়ে আছি।......কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? আমার কপালেই নেহাৎ এই; দিদিমা যখন ছোট ছিলেন উনিও মরণকে দেখ্‌তে পেতেন—আমার মাও পেতেন—দিদিমার মাও। এর জন্যে আমরা দায়ী নই। এ আমাদের রক্তে আছে......"

সে তক্‌লি কাটা বন্ধ ক'রলো, মাথা নিচু ক'রে তার হাঁটুর উপর হাতদুটো রাখ্‌লো। তার স্থির নিষ্পলক চোখে এবং বড় বড় চোখের

তারায় পড়েছিল ভয়ানক এক বিভীষিকার ছায়া—যেন এই রহস্যময় অলৌকিক শক্তি ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির প্রতি তার অনিবার্য্য বশ্যতায় তার সত্ত্বাকেও আতঙ্কে আচ্ছন্ন ক'রেছিল।

(৫)

টেবিলের উপর সূচের কাজকরা একটা পরিষ্কার কাপড় পেতে বুড়ী তার ওপর একটা পাত্র রাখলো, তা থেকে ধোঁওয়া বেরোচ্ছিল।

"খাবি আয় অলিয়েসিয়া," ব'লে তার নাত্‌নীকে ডেকে একটু ইতস্ততঃ করে আমার দিকে ফিরে ব'ল্‌লে—"তুমিও আমাদের সঙ্গে খাবে ত বাছা? আমাদের কিন্তু খুব সাদাসিধে খানা; আমাদের ঝোলটোল নেই কেবল গম সিদ্ধ।......"

বুড়ীর আমন্ত্রণের মধ্যে বিশেষ যে আগ্রহ ছিল তা ব'লতে পারি না। অলিয়েসিয়া তার স্বভাবসুলভ সরল হাসিমুখে আমায় অনুরোধ না ক'রলে, আমি প্রত্যাহার ক'রবো ঠিক্ করেছিলাম—যাই হোক, খেতে সম্মত হ'লাম। বুড়ী একটা প্লেট থেকে আমাকে এক ডিস্ গম সিদ্ধ, চর্বি দিয়ে গমের হালুয়া, পেঁয়াজ, আলু আর চিকেন দিলে—বেশ চমৎকার সুস্বাদু ছিল খেতে, দিদিমা বা নাত্‌নী খেতে বসবার সময় কেউই ক্রুশ চিহ্ন আঁক্‌লে না। খাবার সময় আমি তাদের দু'জনকেই এক নাগাড়ে লক্ষ্য করছিলাম, কারণ এপর্যন্ত আমার দৃঢ় ধারণা যে মানুষ খাবার সময় সবচেয়ে বেশী নিজেকে ধরা দেয়। বুড়ী খুব লুব্ধ গরাসে পরিজ খেয়ে যাচ্ছিল সশব্দে—মুখের ভিতর রুটির বড় বড় টুক্‌রো ঢুকিয়ে দিচ্ছিল—সেগুলো তার তোবড়ানো গালে তাল পাকিয়ে ঘুরপাক্ খেতে লাগলো। অলিয়েসিয়ার খাওয়ার ভঙ্গীতেও পল্লী সুষমার আভাস ছিল।

খাওয়া দাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে আমি সেই জীর্ণ কুটীরের কর্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

অলিয়েসিয়া ব'ল্লে—"যদি তোমার ইচ্ছে হয়, আমিও তোমার সঙ্গে একটু যেতে পারি।"

বুড়ী রেগে বিড় বিড় ক'রে ব'ললে—"এই রকম বেড়াতে যাবার মানে কি? তোর নিজের জায়গায় থাক্‌তে পারিস না বুঝি—ধিঙ্গী কোথাকার।"

ইতিমধ্যে অলিয়েসিয়া লাল কাশ্মীরী শালখানা জড়িয়ে নিয়েছিল। ছুটে তার দিদিমার কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন ক'রে চুম্বন ক'রলো সশব্দে। ব'ল্লে—

"ও দিদিমা, সোনামণি···একটুখানির জন্যে যাচ্ছি, এক মুহূর্তেই ফিরে আস্‌বো।" বুড়ী নিজেকে তার হাত থেকে মুক্ত ক'রে ব'ললে—"আচ্ছা যা, পাগ্‌লী, কোথাকার"—তারপর আমায় ব'ললে—"ওকে ভুল বুঝো না বাছা, ও বড়ো বোকা।"

একটা সরু রাস্তা পার হ'য়ে আমরা বনের পথে এসে প'ড়লাম—কাদায় কালো—ক্ষুরের দাগ আর চাকার দাগে ভর্তি—তাতে জল বোঝাই—তার উপর সন্ধ্যাতারার আলো প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছিল। রাস্তার এক পাশ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। গত বছরের শুক্‌নো বাদামী রংয়ের ঝরা পাতাগুলো তখনো শুকোয় নি—বরফগলা জলে ভিজা। মাঝে মাঝে সেই শুক্‌নো হ'লদে রংয়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছিল ব্লু-বেল ফুল তার নীলাভ লাল মাথা তুলে।

"শুন্‌ছো অলিয়েসিয়া"—তাকে ব'লতে সুরু ক'রলাম—"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে বড় ইচ্ছে হয়—কিন্তু

আমার ভয়, পাছে তুমি রাগ কর······আচ্ছা বল তো, তোমার দিদিমার সম্বন্ধে লোকে যা বলে, তা কি সত্যি······আমি ঠিক তোমায় বোঝাবো কি ক'রে ভেবে পাচ্ছি না।"

"দিদিমা ডাইনী, এই ত?" অলিয়েসিয়া ব'লে উঠলো আমার কথা টেনে নিয়ে।

"না······না, ডাইনী নয়।" ব'লে তাকে বাধা দিলাম।

"বেশ ত ডাইনীই যদি বলো—লোকে তাইত বলে। গাছ গাছড়া ওষুধ পত্র, যাদুমন্ত্র কেনই বা জান্‌বে না? তবে তোমার যদি খারাপ লাগে তো উত্তর দিতে আমি ব'লবো না।"

সে সহজ ভাবেই উত্তর দিলে—"কিন্তু কেন ব'লবো না, খারাপ লাগবে কেন? সত্যি কথা, তিনি ডাইনী। কিন্তু এখন তাঁর বয়স হ'য়েছে, আগে যা সব ক'রেছেন, এখন তা আর পারেন না।"

"তিনি আগে কি করতেন?" উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

"সব রকমই। রোগ সারাতে পারতেন, দাঁতের ব্যথা ভাল ক'রতে পারতেন; খনির উপর মন্ত্র প'ড়ে দিতে পারতেন; ক্ষ্যাপা-কুকুর বা সাপে কাম্‌ড়ালে ঝাড়ফুঁক ক'রে দিতে পারতেন। গুপ্তধন উদ্ধার ক'রতে পারতেন—তিনি যে কত কি ক'রতে পারতেন, তা বলা অসম্ভব।"

"দেখ অলিয়েসিয়া, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি এসব বিশ্বাস করি না। আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি কাউকে ব'লবো না। এগুলো কি জান? মানুষকে কেবল স্তম্ভিত ক'রে দেবার ছল, নয় কি?"

তাচ্ছিল্যভাবে সে ঘাড় নাড়লে।

"তোমার যা খুসী মনে কর—গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের ঘাবড়ে দেওয়া খুবই সহজ কিন্তু আমি তোমায় প্রতারণা ক'রবো না।"

"তুমি সত্যিই তাহলে যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস কর দেখছি?"

"বিশ্বাস না ক'রেই বা পারি কি ক'রে বল? আমাদের কপালেই তো যাদুগিরি লেখা। আমিও নিজে অনেক কিছু করতে পারি।"

"অলিয়েসিয়, তুমি জান না ওতে আমার কত আগ্রহ আছে। তুমি আমাকে কি কিছু দেখাবে না?"

"তোমার যদি ভাল লাগে তবে দেখাব।"

অলিয়েসিয়া সহজেই সম্মত হ'য়ে ব'ললে—"তোমার কি ইচ্ছে আমি এখুনি দেখাই?"

"হ্যাঁ যদি সম্ভব হয় এখুনি দেখাও।"

"ভয় পাবে না ত?"

"বা রে! কেন, ভয় পাব; রাত্রে হ'লে হয়ত পেতাম এখন ত দিনের আলো র'য়েছে!"

"বেশ, তোমার হাতটা দেখি।"

আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। অলিয়েসিয়া তাড়াতাড়ি ওভার কোটের আস্তিনের বোতাম খুলে গুটিয়ে দিলে। তারপর প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা একটা চীনদেশীয় ছুরি তার পকেট থেকে বার ক'রে চামড়ার খাপ্ থেকে খুললে—

"তুমি কি ক'রবে বল ত?" আমার কেমন একটা আতঙ্ক জেগে উঠ্লো ভিতরে ভিতরে।

"তুমি এখনই দেখ্তে পাবে; কিন্তু তুমি ব'লেছ, ভয় পাবে না?" সে হাত্টা একটু নাড়লে এত তাড়াতাড়ি যে ধরাই যায় না, আমার ঠিক হাতের নাড়ীর উপরে নরম জায়গাটায় খুব ধারালো ছুরির আঁচড়

অনুভব ক'রলাম। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি সেই কাটা দাগটা বেয়ে রক্ত হাতে গড়িয়ে প'ড়ছে—টপ্ টপ্ ক'রে মাটিতেও প'ড়তে লাগ্‌লো। চীৎকার যেন বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারছিলাম না—আমার বেশ মনে হ'লো আমি বিবর্ণ হ'য়ে গেছি।

অলিয়েসিয়া মৃদু হেসে ব'ললে—"ভয় পেও না, ম'রবে না তুমি।"

সেই কাটা দাগটার উপরে আমার হাতটা ধ'রে, মুখ নিচু ক'রে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি ব'লতে লাগ্‌লো। তার নিশ্বাসটা প'ড়ছিলো আমার গায়ে—হাতের উপর। সে যখন হাত ছেড়ে দাঁড়ালো—তখন সেই ক্ষতস্থানে কেবল লাল দাগ ছাড়া আর কিছু নেই। ছুরিটা রেখে চটুল হাসি হেসে সে ব'ললে—"কেমন দেখ্‌লে ত? আরও দেখ্‌তে চাও?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! অবশ্য যদি যন্ত্রণা না দিয়ে আর রক্ত-পাত না ক'রে সম্ভব হয়।"

"তোমায় কি দেখাব?" ব'লে সে ভাবতে লাগলো।

"আচ্ছা ওতেই হবে—এখন চলতো তুমি আগে আগে, পিছনে তাকিও না।"

আমার অসোয়াস্তিকর বিস্ময়ের মৃদু আকাঙ্ক্ষাকে ঢাক্‌বার জন্যে একটু হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"ওতে আর তেমন ভয়ের কি আছে?"

"নানা কিছু না, তুমি এগিয়ে চল।

তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে নেবার কৌতুহলে আবিষ্ট হ'য়ে আমি আগে চল্‌লাম।

আমার পিছনে অলিয়েসিয়ার স্থির দৃষ্টি যেন আমার গায়ে

লাগছিল—দশ বারো পা এগোতে না এগোতেই বেশ সমান রাস্তার উপর আমি হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেলাম।

অলিয়েসিয়া চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—"চ'লে চলো, চ'লে চলো, পিছনে চেওনা, ও কিছু নয়,......বিয়ের আগের দিন ঠিক হ'য়ে যাবে।

"প'ড়বো প'ড়বো মনে হ'লে এরপর প'াটা ভালো ক'রে টিপে চ'লো।"

চ'লতে লাগ্‌লাম আবার দশবারো পা এগোতে না এগোতে দ্বিতীয়বার প'ড়লাম একেবারে সটান চিৎপাত হ'য়ে।

অলিয়েসিয়া হাততালি দিয়ে হাস্‌তে শুরু ক'রলো।

"কি? এখন তোমার হ'য়েছে?" চেঁচিয়ে উঠ্‌লো সে—তার ধব্‌ধবে সাদা দাঁতগুলো ঝক্‌ঝক্ ক'রে উঠ্‌লো।

"...এখন তোমার বিশ্বাস হয়েছে কি? এসব কিছু না, না? তুমি ত চ'ল্‌তে গিয়ে কেবলই হুম্‌ড়ী খেয়ে প'ড়ছ নিচের দিকে!"

বিস্মিত হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি কি ক'রে করলে?" জামা কাপড় থেকে ঘাসপাতাগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ব'ললাম—"তুক্‌তাক কিছু বুঝি?"

"তুক্‌তাক্ কিছুই না আমি স্বচ্ছন্দে তোমায় ব'লতে পারি। আমার খালি সন্দেহ হয় তুমি বুঝ্‌তে পারবে না—আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না কিন্তু......"

বাস্তবিকই আমি তার কথা বুঝতে পারি নি। কিন্তু যতটুকু বুঝলাম সেটা হ'লো এই...আমার চলার ঠিক তালে তালে তার অনুসরণ করা; সে আমার দিকে স্থির ভাবে লক্ষ্য রেখে আমার

প্রত্যেকটি চলাফেরা অনুসরণ করছে, ঠিক সে আমি হ'লে যা হয়। কয়েক পা চলবার পর সে কল্পনা করতে লাগলো যেন আমার সামনে কিছু দূরে রাস্তা থেকে গজ খানেক উঁচু দিয়ে একটা দড়ি আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে। যে মুহূর্তে সেই কল্পিত দড়িটা আমার পায়ে ঠেকেছে অমনি অলিয়েসিয়া পড়বার ভাণ ক'রেছে; তখন, সে বলে, যত বলবান লোকই হোক না কেন নিশ্চয় প'ড়ে যাবেই। বহুকাল পরে আমি যখন দু'জন হিষ্টিরিয়া রোগিনীর উপর দিয়ে চারকটের পরীক্ষার বিবরণী প'ড়ছিলাম, তারা নাকি যাদুকরী ছিল, তখন অলিয়েসিয়ার এই গোলমেলে ব্যাখ্যার কথা আমার মনে হ'য়েছিল। আমি দেখে বিস্মিত হ'য়েছিলাম যে, ফরাসীদেশের খুব সাধারণ যাদুকরীরাও এই রকম ক্ষেত্রে ঐ একই তুক্‌তাক অবলম্বন করে; পলিয়েসির এই সুন্দরী মায়াবিনীটি যেমন ক'রেছিল।

অলিয়েসিয়া বেশ গর্বভরে ব'ললে—"এছাড়া অনেক কিছু আমি ক'রতে পারি। যেমন ধরো, আমি তোমার মনে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারি—

"তার মানে?"

"আমি এমন একটা কিছু ক'রবো যাতে তুমি ভয়ানক ভয় পাবে। মনে করো সন্ধ্যার সময় তুমি তোমার ঘরে ব'সে আছ—কোন কারণ নেই হঠাৎ তোমার এমন ভয় পাবে যে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাক্‌বে......ফিরে চাইতে পর্যন্ত সাহস হবে না। এসব ক'রতে হ'লে তুমি কোথায় থাকো সেটা জানা আর তোমার ঘরটা দেখা আমার আগে দরকার।"

"হ্যাঁ, ওতো খুব সহজ ব্যাপার," আমি বিশ্বাস করিনি তার

কথায়, বললাম—"তুমি আমার জানালার খুব কাছে গিয়ে তাতে টোকা মারবে বা কিছু ব'লবে অথবা......"

"না-না, তা নয়; সে সময় আমি থাকবো বনে। আমার কুঁড়ে ছেড়ে বেরুবো না মোটেই...তবে আমি সেই সারাক্ষণ ব'সে মনে ক'রবো—যেন আমি রাস্তাদিয়ে বেড়াচ্ছি, তোমার বাড়ীতে ঢুকছি, দরজা খুলছি, তোমার ঘরে ঢুকছি—ধর, তুমি ঘরের ভিতর এক জায়গায় টেবিলের কাছে ব'সে আছ......আমি পা টিপে টিপে চোরের মত তোমার পিছনে গিয়ে দু হাতে তোমার দুই কাঁধ ধ'রে মোচড় দিতে লাগ্‌লাম—খুব জোরে আরও জোরে—আরো জোরে—তোমার দিকে কটমট্ ক'রে চাইলাম—ঠিক এমনি ক'রে, দেখ......"

তার সরু সরু ভুরু দুটো হঠাৎ জুড়ে এলো, তার চোখদুটো আমার দিকে ভীতিজনক সম্মোহিনী দৃষ্টিতে নিবদ্ধ হ'লো। তার চোখের তারাগুলো বড় বড় হ'য়ে নীল হ'য়ে গিছ্‌লো। মাস্কোতে ট্রিতিকোভ্ চিত্রাগারে, কার আঁকা ভুলে গেছি, একটা মেদুসার মুখের প্রতিকৃতি দেখেছিলাম—মনে প'ড়ে গেল সেই মুখ। তার এই অদ্ভুত দৃষ্টিতে প'ড়ে আমি যেন কি এক অলৌকিক আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লাম।

জোর ক'রে হাসবার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লাম—"হ'য়েছে......ওতেই হবে; অলিয়েসিয়া। তোমার হাসি মুখখানা দেখতেই আমার বেশী ভাল লাগে—কেমন ছোট্ট শিশুর মত মধুর তোমার মুখখানি।"

চ'ল্‌তে সুরু ক'রলাম আবার। হঠাৎ মনে হ'লো যে অলিয়েসিয়ার কথাবার্তার মধ্যে একটি মধুর স্বচ্ছতা আছে এবং তার মত সাধারণ মেয়ের পক্ষে বেশ একটা মার্জ্জিত রুচি বোধও আছে।—বল্‌লাম—"অলিয়েসিয়া, তোমার মধ্যে সব চেয়ে আমার আশ্চর্য লাগছে কি

জান? তুমি বনেতে মানুষ হ'য়েছ—লোক...নের মুখ দেখই নি বলা চলে......তুমি নিশ্চয় বেশী দূর পড়তে...ওনি?......"

"আমি একেবারেই পড়তে পারি না।"

"তাহ'লে ত আরও আশ্চর্যের বিষয়.....কিন্তু তুমি কথা কও ঠিক সুশিক্ষিতা মহিলার মত। তুমি ...য় শিখেছ, বলতো? আমি কি ব'লছি বুঝতে পারছো ত?"

"হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি, বৈকি। দিদিমার কাছ থেকে শিখেছি। তাঁর চেহারা দেখে তুমি বিচার ক'রো না; উনি খুব চতুরা। তোমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'লে হয়তো কোনো দিন তোমার সাম্‌নে কথাও কইতে পারেন। তিনি সব জানেন পৃথিবীর; যা কিছু তুমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করো না কেন। সত্যি উনি এখন বুড়ো হ'য়েছেন ত?"

"উনি তাহ'লে ওঁর জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। উনি কোথাকার লোক? এর আগে কোথায় বাস করতেন?"

মনে হ'লো এই প্রশ্নগুলো অলিয়েসিয়ার ভাল লাগলো না। সে উত্তর দিতে ইতস্তত: ক'রে আম্‌তা আম্‌তা ক'রতে লাগলো—"আমি তা জানি না......তিনি নিজেও সে সব কথা কইতে ভালো বাসেন না। যদি বা এ সম্বন্ধে তিনি কোনোদিন কিছু বলেন তো তোমাকে সে কথা ভুলে যেতে বলবেন, ঐ প্রশ্ন।......হ্যাঁ, আমার যেতে হয় এবার..." ব'লে অলিয়েসিয়া তাড়াতাড়ি ক'রতে লাগ্‌লো, "দিদিমা রাগ ক'রবেন......আচ্ছা, বিদায়......মাফ ক'রো—তোমার নামটা এখনও জানলাম না।"

নামটা ব'ললাম তাকে......

"ইভান টিমোফেইভিচ্? বেশ, ঠিক আছে, আচ্ছা, নমস্কার,

ইভান টিমোফেইভিচ্! আমাদের কুঁড়েকে ঘৃণা ক'রো না যেন······মাঝে মাঝে এসো।"

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম বিদায় জানিয়ে, সেও তার ছোট্ট পরিপুষ্ট হাতে সবলে চাপ দিয়ে প্রীতির সাড়া জানিয়ে দিলে।

(৬)

সেইদিন থেকে আমি সেই জীর্ণ কুটীরে প্রায়ই আস্তে আরম্ভ ক'রলাম। যখনই আসতাম্ অলিয়েসিয়া তার স্বাভাবিক মধুর গাম্ভীর্য নিয়েই আমার সঙ্গে মিশ্‌তো। কিন্তু আমি, নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে আমি আসাতে যে সে খুসীই হ'য়েছে সেটা তার অজ্ঞাতসারে আপনা হ'তেই ফুটে উঠতো তার ভিতরে।

বুড়ী তবুও তার অভ্যাসমত নাকি সুরে বিড় বিড় ক'রে বিরক্তি প্রকাশ ক'রতো; তাতে প্রকাশ্যে বিদ্বেষের ভাব কিছু দেখাতো না, সেটা হয়ত তার নাতনীর অনুরোধে, যদিও আমি তা প্রত্যক্ষ ক'রিনি, আমার দৃঢ় ধারণা কিন্তু তাই। আর, তার জন্য মাঝে মাঝে যে সব উপহার নিয়ে যেতাম—গরম শাল, মোরব্বা, সেরী-ব্রাণ্ডি, এতে ক'রেও আমার উপর রীতিমত খুস্ মেজাজই ছিল মনে হয়। যেন তার মৌন সম্মতিতেই আমার বাড়ী যাবার সময় সেই আইরিনোভের রাস্তা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দেওয়া অলিয়েসিয়া তার অভ্যাসে পরিণত ক'রেছিল। আর সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে এমনই মজাদার প্রাণময় অলোচনা শুরু হ'তো যে আপ্‌না হ'তেই আমরা দুজনেই চেষ্টা ক'রতাম পথটা বাড়াবার—সেই নিস্তব্ধ বনপথ যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে চ'লে।

আইরিনোভ রোডে এসে আমি আবার আধমাইল পর্যন্ত তার

সঙ্গে ফিরে যেতাম—সেখান থেকে বিদায় নেবার আগেও সেই সুরভিময় পাইন শাখার ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ কথা ব'লতাম।

কেবল অলিয়েসিয়ার সৌন্দর্য যে আমাকে মুগ্ধ ক'রেছিল তা নয়, তার সহজ সাবলীল মুক্ত স্বভাব, তার সেই শিশু সুলভ সরল মন—কখনও পরিষ্কার কখনও অবিচ্ছিন্ন অলৌকিক আশঙ্কায় আচ্ছন্ন অথচ সুন্দরী নারীর সুচতুর চটুলতাও তাতে মাথানো। তার অনাবিল উজ্জ্বল কল্পনাকে যে জিনিষেই আন্দোলিত করতো সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন ক'রতে সে ক্লান্ত হ'তো না—নানান্ দেশ, নানান লোক নৈসর্গিক ঘটনা, বিশ্বচরাচরের ব্যবস্থা, পণ্ডিত লোক, বড় বড় শহর—এই সব কত কি? অনেক জিনিষই তার কাছে দুর্বোধ্য ছিল—আশ্চর্য মনে হ'তো, পরীর মত বিস্ময়কর মনে হ'তো তার কিন্তু আমাদের মেলা-মেশার গোড়া থেকেই আমি এমনই আন্তরিক ভাবে গম্ভীর অথচ সহজ সরল ব্যবহার তার সঙ্গে ক'রতাম যে আমার সকল কাহিনীতেই সে তার সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ক'রতো। মাঝে মাঝে যখন কোনো বিষয় তাকে বোঝাতে গিয়ে আমি উপায় খুঁজে পেতাম না, যখন মনে হ'তো আমি যা দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছি তার সেই বনবাসী মনের পক্ষে খুবই দুর্বোধ্য সেটা, তখন তার ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে ব'লতাম—"দেখ, আমি তোমাকে এটা বোঝাতে পারব না—তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না"—

তখন সে অনুনয় ক'রতে শুরু ক'রতো,—"বল, বল আমাকে বল না, আমি বুঝ্‌তে চেষ্টা ক'রবো, পরিষ্কার ক'রে না পার, যাহোক ক'রেই বলোনা?" তখন সে আমাকে বাধ্য ক'রতো নানারকম অসঙ্গত তুলনা আর অসম্ভব আজগুবি সব দৃষ্টান্তের সাহায্যেই তাকে

বোঝাতে; যখনই তাকে কিছু বলতে গিয়ে ঠিক্ ঠিক্ কথা খুঁজে পেতাম না তখন সেও তার নানারকম অধীর সিদ্ধান্তের স্রোত বইয়ে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা ক'রতো—যেমন আমরা তোত্‌লাদের বেলা কথা জুগিয়ে থাকি। শেষ পর্যন্ত তার সজীব সচল মনের বিচিত্র কল্পনাই আমার সেই অক্ষম গুরুগিরির উপর জয়ী হ'তো; তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর শিক্ষা, শিক্ষা নয়, শিক্ষার অভাবের কথা ভেবে তার ঐ ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছিল।

একবার কথাপ্রসঙ্গে আমি পিটারস্‌বার্গের উল্লেখ ক'রেছিলাম—অলিয়েসিয়া তৎক্ষণাৎ উৎসুক হ'য়ে পড়লো—

"পিটারস্‌বার্গ কি? একটা ছোট শহর নাকি?"

"না, ছোট নয়—এটা রাশিয়ার সবচেয়ে বড় শহর।"

"সবচেয়ে বড়? মানে সবগুলোর চেয়ে? ওর চেয়ে আর বড় নেই বুঝি?" সে বেশ সরলভাবেই জোর ক'রে প্রশ্ন ক'রলো।

"সব চেয়ে বড়। প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এইখানে বাস করেন……বড় বড় লোকেরা; সেখানকার বাড়ীগুলো সব পাথরের তৈরী—কাঠের একটিও নেই।"

"তাই নাকি? এটা কি আমাদের ষ্টীপ্যানির চেয়েও অনেক বড়?" অলিয়েসিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞাসা করলে।

"ওঃ নিশ্চয়ই—বেশ বড়—ধর পাঁচশ' গুণ বড়। সেখানকার বাড়ীগুলো এত বড় যে একটা বাড়ীতে সমস্ত ষ্টীপ্যানির দু'গুণ লোক বাস করে।"

"ওরে বাবা! বাড়ীগুলো তাহ'লে কিরকম গো!" অলিয়েসিয়া বেশ খানিকটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো।

"ভীষণ ভীষণ বাড়ী—পাঁচ ছয় এমন কি সাত তলা। ঐ ফার গাছটা দেখছো ত?"

"হ্যাঁ, ঐ বড়টা?"

"ওরই মত বড় বাড়ীগুলো এবং উপর থেকে তলা পর্যন্ত লোক ঠাসা। লোকগুলো ছোট জীর্ণ খুপরির মধ্যে থাকে—যেন খাঁচার পাখী—একটাতে দশজন ক'রে—নিঃশ্বাস নেবার উপযুক্ত প্রচুর বাতাসও পায় না। কেউ কেউ নীচের তলায় থাকে একেবারে মাটির নিচে—স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বছরের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সূর্যকে দেখতেই পায় না।"

"কিছুতেই আমার এই বন ছেড়ে তোমাদের ঐ শহরে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না" অলিয়েসিয়া মাথা নেড়ে ব'ল্‌লে—"এমন কি যখন আমি ষ্টিপ্যানীতে বাজার ক'রতে যাই—আমার বিরক্ত বোধ হয়—তারা ঠেলা দেয়, চীৎকার করে, গালিগালাজ করে······আর আমার বনের উপর এমন একটা টান আছে যে আমার মনে হয়ে আমি সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাই আর ফিরে না তাকিয়ে। ভগবান তোমাদের শহর দিন, আমি সেখানে থাক্‌তে চাই না।" "কিন্তু যদি তোমার স্বামী শহরের লোক হন—তখন কি কর'বে?" আমি একটু হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলাম। তার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠ্‌লো নাকের গর্ত কেঁপে উঠ্‌লো—"আর কিছু ব'লবে কি!" ঘৃণাভরে সে বল্‌লে—"আমার স্বামীর দরকার নেই।"

"এখন তুমি একথা ব'লছো বটে অলিয়েসিয়া, প্রায় সব মেয়েরাই এই কথা ব'লে থাকে কিন্তু তবুও তারা বিয়ে করে। কিছুদিন অপেক্ষা কর; কারোর সঙ্গে তোমার দেখা হবে এবং প্রেমে প'ড়বে

এবং তার অনুসরণ ক'রবে শুধু শহরে নয় পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত।"

"না…না…দয়া ক'রে এ প্রসঙ্গ ছাড়।"

সে বিরক্তিভরে আমার কথার মধ্যে ব'লে উঠ্‌লো—"এ সব কি কথা হ'চ্ছে আমাদের? আমি ব'লছি, এসব কথা ব'লো না।"

"ভারী মজার তুমি অলিয়েসিয়া! আচ্ছা, সত্যি কি তুমি বিশ্বাস কর যে জীবনে তুমি কাউকে ভালবাসবে না? তুমি এমন সুন্দর…স্বাস্থ্যবতী…যুবতী। রক্তে যদি একবার তুমি ভালবাসার স্বাদ পাও কোনো প্রতিজ্ঞাই তোমাকে আট্‌কাতে পারবে না।"

"বেশ তাহ'লে আমি ভালবাসবো।"

অলিয়েসিয়া উত্তর দেয়, তার চোখে যেন বাজি রাখার আগুণ খেলে যায়—"আমি কারুর অনুমতি চাইবো না।"

"তোমাকে বিয়েও করতে হবে।" তাকে চটাবার জন্যে বল্‌লাম।

"আমার মনে হয় তুমি গীর্জার কথা ব'ল্‌ছো? সে অনুমান ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে।

"নিশ্চয়ই, গীর্জার কথাই ত? পাদ্রী তোমাকে বেদীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করাবে, স্তাবক গান করবে—'ইসায়া প্রীত হ'ন' ব'লে, তারা তোমার মাথায় একটা মুকুট পরাবে।"……অলিয়েসিয়া চোখ নিচু ক'রে মৃদু হেসে মাথা নাড়তে লাগলো।

"না গো না……হয়তো আমি যা ব'ল্‌ছি তা তোমার ভাল লাগছে না; কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও গীর্জায় গিয়ে বিবাহ করে নি। আমার মা, তারও আগে আমার দিদিমা—কখনও তা করেন নি……তাছাড়া আমরা কখনই গীর্জায় যাব না।"

"কেন তোমাদের যাদুবিদ্যের জন্যে ?"

"হ্যাঁ, যাদুবিদ্যেই বটে।" অলিয়েসিয়া স্থির গাম্ভীর্যে উত্তর দিল।

"কোন সাহসে আমি গীর্জায় উপস্থিত হবো বলো ? জন্ম থেকেই আমার আত্মা তাঁরই কাছে নিবেদন করা আছে।"

"অলিয়েসিয়া, লক্ষ্মীটী……আমাকে বিশ্বাস কর, তুমি নিজেকে প্রতারণা ক'রছো। তুমি যা ব'লছো, তা সাংঘাতিক আর হাস্যকর।"

আগেও দেখেছি আবার দেখলাম অলিয়েসিয়ার মুখে বিশ্বাসের অদ্ভুত আভাস ও রহস্যাবৃত ভাগ্যের প্রতি তার নতি স্বীকারের ভাব ফুটে উঠ্‌লো।

"না না……তুমি এ বুঝ্‌তে পারবে না……কিন্তু আমি অনুভব ক'রতে পারি………ঠিক্ এইখানটায়—"সে হাতখানাকে তার বুকের উপর জোরে চেপে ধ'রল, "আমি তা অন্তরে উপলব্ধি ক'রতে পারি চিরকাল, চিরকালের জন্যে আমাদের বংশ অভিশপ্ত কিন্তু একবার ভাবতো ! যদি তিনি না হ'ন তবে কে আমাদের সাহায্য ক'রছে ? আমি যা ক'রতে পারি তা কি কোনো সাধারণ লোকের কাজ ? আমাদের সমস্ত শক্তি তাঁরই দেওয়া।"

যতবারই আমাদের কথাপ্রসঙ্গে এই অলৌকিক বিষয়ের কথা উঠেছে ততবারই ঠিক্ এই ভাবেই শেষ হ'য়েছে। অলিয়েসিয়ার বোধগম্য যাবতীয় যুক্তি থাক্‌তে পারে বৃথাই আমি সেগুলো প্রয়োগ ক'রে শেষ করতাম। বৃথাই আমি কৃত্রিম স্বপ্ন, প্রস্তাব, সম্মোহন এবং ভারতীয় ফকিরদের কথা সহজ ভাষায় বোঝাতে যেতাম। শিরার উপর চাপ দিয়ে রক্তের তুকতাক জাতীয় ডাইনিদের অনেক

রকম ভেল্কী যে দেখানো যায়, এটা শরীর তত্ত্বের সাহায্যে আমি তাকে বৃথাই বোঝাবার চেষ্টা ক'রতাম। যে আমার অন্য সব কথা নিঃসংশয় ভাবে বিশ্বাস ক'রতো সেই অলিয়েসিয়া আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক এবং ব্যাখ্যা প্রবল জিদের সঙ্গে উড়িয়ে দিত।

"বেশ, আমি তোমাকে রক্তের তুক্ তাক্ দেখাব।"

সে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"কিন্তু অন্য সব জিনিষ কোথা থেকে আসে ব'লতে পার? আমি কি খালি রক্তের তুক্‌তাক্ জানি? একদিনের মধ্যে আমি যে কোনো কুঁড়েঘর থেকে সমস্ত ইঁদুর আর গুবরে পোকাকে বার ক'রে আন্‌তে পারি—দেখ্‌তে চাও? যদি তুমি দেখ্‌তে চাও তো আমি দুদিনের মধ্যে সাংঘাতিক জ্বর সামান্য ঠাণ্ডা জল দিয়ে সারিয়ে দিতে পারি; এমন কি তোমাদের সব ডাক্তাররাও যদি সে রোগীর আশা ছেড়ে দেয়। যে কোনো কথা তুমি বল্‌তে চাও আমি তোমায় একেবারে ভুলিয়ে দিতে পারি? এবং কি ক'রে আমি স্বপ্নের অর্থ ক'রতে পারি বলো? কি ক'রে আমি ভবিষ্যৎ ব'লতে পারি?"

আমাদের [illegible] সর্বক্ষেত্রেই উভয়ের নীরবতার মধ্যে শেষ হ'তো যার ফলে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে ভিতরে ভিতরে খানিকটা রাগ না হ'তো এমন নয়। বাস্তবিকই তার এই যাদুর অনেকটাই আমি আমার ক্ষুদ্র বিজ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে অর্থ ক'রতে পারতাম না। আমি জানিনা এবং বলতেও পারিনা অলিয়েসিয়া যে সব যাদুর কথা বিশ্বাসের সঙ্গে ব'লতো তার অর্দ্ধেকও সে জানতো কিনা? কিন্তু প্রায়ই অনেক ব্যাপার দেখে আমার একটা দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছিল যে আলিয়েসিয়া সেই অলৌকিক রাজ্যে পৌছেচে, যা ইন্দ্রিয়াতীত, সহজাত, অস্পষ্ট এবং আকস্মিক অভিজ্ঞতালব্ধ—

যা যুগ যুগ ধ'রে সত্যিকারের বিজ্ঞানকে ঢেকে দিয়েছে। যা জনগণের মনে দুর্বোধ্য ও দুর্গম হ'য়ে উৎকট ও হাস্যকর সংস্কারের মধ্যে জট পাকিয়ে বেঁচে থেকে আজও বংশপরম্পরায় গূঢ়তম রহস্যরূপে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে আছে।

এই এক বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য থাক্‌লেও আমরা দিন দিন পরস্পরের প্রতি অধিকভাবে আকৃষ্ট হ'তে লাগলাম। আমাদের মধ্যে কোনো ভালবাসার কথা এখনও পর্যন্ত হয়নি কিন্তু আমাদের একসঙ্গে থাকা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে; প্রায়ই অবসর মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তো, অলিয়েসিয়ার অশ্রুসিক্ত দুটি চোখ এবং রগের উপর একটি নীলবর্ণ ক্ষীণ শিরা যেন ধক্ ধক্ ক'রছে।

কিন্তু যারমোলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো। স্পষ্টত আমার সেই জীর্ণ কুঁড়েতে য়াতায়াত বা অলিয়েসিয়ার সঙ্গে সান্ধ্যভ্রমণ কিছুই তার কাছে অবিদিত ছিল না।

বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে বনের মধ্যে যা ঘট্‌তো তা হুবহু সবই জান্‌তে পারতো। কারণ অনেক সময় আমি লক্ষ্য ক'রতাম সে আমাকে এড়িয়ে চল্‌তো। যতবারই আমি বনের মধ্যে বেড়াতে বার হ'তাম, ততবারই তিরস্কার ও অসন্তোষভরা তার কালো চোখদুটি আমাকে দূর থেকে লক্ষ্য ক'রতো—যদিও তার এই বিরক্তি কখনও, এমনকি একটা কথাতেও, সে প্রকাশ ক'রতো না। লেখাপড়ায় আমাদের যে হাস্যকর তোড়জোড় তাও চুকে গেল; এবং যদি কখনও যারমোলাকে সন্ধ্যেবেলা লেখাপড়ার জন্যে তাগাদা দিতাম—সে কেবল তার হাত নাড়তো।

"কি হবে পড়ে? ও ভারী টানাহেঁচ্‌ড়া মশাই!" সে ঘৃণাভরে ব'লতো।

আমাদের শিকারও বন্ধ হ'য়ে গিছ্‌লো। আমি যতবারই এবিষয়ে বলতে গেছি, যারমোলা এটা ওটা নানান্ ওজর দেখিয়ে আপত্তি ক'রেছে—হয়তো তার বন্দুক খারাপ হ'য়ে গিয়েছে কিংবা কুকুরের অসুখ ক'রেছে—বা সে ভীষণ ব্যস্ত।

"মশাই, আমার সময় নেই.........আজ আমায় লাঙ্গল দিতে হবে"—আমার আমন্ত্রণে যারমোলার এইগুলোই ছিল মামুলী উত্তর, কিন্তু আমি ভাল ক'রেই জানতাম্ সে মোটেই লাঙ্গল দেবে না, সরাইখানার বাইরে অনেক্ষণ কাটাবে। যদি কেউ তাকে একটু মদ খেতে দেয়—এই বৃথা আশা নিয়ে। তার এই নীরব গোপন বিদ্বেষে আমার বিরক্ত বোধ হ'তে লাগলো এবং সুবিধে পেলেই যারমোলাকে আমার কাজ থেকে বরখাস্ত করার চিন্তা করতে লাগলাম।.........তার নিদারুণ দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারের প্রতি করুণাবশেই পিছিয়ে যেতাম। যারমোলার সাপ্তাহিক চার রুবল ঐ সংসারকে অনাহার থেকে কোন রকমে বাঁচায়।

(৭)

অভ্যাসমত ঠিক্ অন্ধকার হওয়ার আগেই একদিন সেই জীর্ণ কুটিরে এসেই বাসিন্দাদের উত্তেজনা দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। বুড়ী তার বিছানার উপর উঁচু হ'য়ে কুঁজো হ'য়ে ব'সে মাথাটা হাত দিয়ে ধ'রে এদিক ওদিক দুলোতে দুলোতে কি সব বিড়বিড় ক'রে ব'কছিল বুঝতে পারলাম না। আমি যে এসেছি—বা আমায় অভ্যর্থনা ক'রতে হবে ব'লে—আদৌ খেয়াল নেই তার। অলিয়েসিয়া যেমন বরাবর ক'রে থাকে, আমায়

আন্তরিক অভ্যর্থনা ক'রলে—কিন্তু আমাদের কথাবার্তা বেশী দূর এগোতে পারলো না।

সে অন্যমনস্কভাবে আমার কথা শুনে যেন খাপছাড়া উত্তর দিতে লাগলো—

তার সুন্দর মুখে এক গোপন উদ্বেগের ছায়া—কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিল না। বেঞ্চের উপর তার হাতখানা স্পর্শ ক'রে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"অলিয়েসিয়া আমার মনে হ'চ্ছে কোনো কিছু অশুভ ঘ'টেছে তোমাদের।"

অলিয়েসিয়া তাড়াতাড়ি কিছু দেখবার ছলে জানালার দিকে মুখ সরিয়ে নিলে। সে তাকে অবিচলিত দেখাবার চেষ্টা ক'রলে কিন্তু তার ভুরুজোড়া কুঁচকে গিয়ে কাঁপতে লাগলো এবং দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটায় জোরে চেপে ধ'রলো।

"কি আবার হবে আমাদের?"—সে গম্ভীরভাবে বললে—"যেমন তেমনিই আছে।"

"অলিয়েসিয়া তুমি আমাকে সত্যি কথা ব'লছ না কেন?...... এ তোমার অন্যায়......আমি ভেবেছিলাম আমাদের মধ্যে সত্যিকারের বন্ধুত্ব হ'য়েছে।"

"কিছু না......বাস্তবিকই কিছু না আমাদের বিপদ...কিছু না।"

"না অলিয়েসিয়া কিছু নয় ব'লে ত মনে হ'চ্ছে না। তুমি যে সে অলিয়েসিয়া নও তো?"

"ওটা তোমার মনে হ'চ্ছে ব'লে।"

"আমার কাছে খুলে বল না কেন অলিয়েসিয়া। আমি জানিনা তোমাকে আমি কোনো সাহায্য ক'রতে পারবো কিনা তবে আমি কিছু পরামর্শ ত দিতে পারি......? তাছাড়া যদি তুমি

তোমার বিপদের কথা ব'লে ফেল তবে খানিকটা হাল্কাও হ'তে পার।"

"না না সত্যিই তা বলবার মত কিছু নয়;" অলিয়েসিয়া অস্থির-ভাবে ব'লে উঠ্‌লো; "তাছাড়া এ অবস্থায় তুমি বোধহয় আমাদের কোন রকমেই সাহায্য ক'রতে পারবে না।"

হঠাৎ আশাতীত উত্তেজনায় বুড়ী আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে যোগ দিলে।

"বোকা মেয়ে কোথাকার? তুই অত একগুঁয়ে কেন বল ত? মানুষ এলো কাজের কথা কইতে, আর তুই নাক ঘুরিয়ে নিলি? যেন জগতে তোর চেয়ে বুদ্ধিমান আর কেউ নেই? বাছা, তুমি যদি শুন্‌তে চাও তো আমিই তোমাকে সব ঘটনা বলছি, একেবারে গোড়া থেকে শুরু ক'রে।"—সে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে।

অলিয়েসিয়ার একরোখা কথাবার্তায় যা মনে হয়েছিল—দেখলাম বিপদই তার চেয়েও গুরুতর। আগের দিন সন্ধ্যের সময় স্থানীয় পুলিশের লোক সেই জীর্ণ কুটীরে এসেছিল।

বুড়ী মানুইলিখা ব'লতে শুরু ক'রলো—"প্রথম সে এসে, সেই জীর্ণ কুটীরে ভদ্রভাবে বস্‌লো, ভড্‌কা খেতে চাইলো, তারপর সে খেতে আরম্ভ ক'রে টেনেই যেতে লাগ্‌লো, তারপর ব'ল্‌তে শুরু ক'রলো, 'তোমাদের যা কিছু সব নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে যাও—ফের এসে যদি আমি দেখি এখানে র'য়েছ, বলে রাখছি তোমাদের জেলে যেতে হবে। আমি দুটো গোরা দিয়ে তোমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেব—বজ্জাত্ কোথাকার।'......

"কিন্তু জানো বাছা, আমাদের বাড়ী অনেক দূরে—সেই ম্যামচেন্‌স্ক শহরে......সেখানে আমার এখন এমন কেউ নেই যে আমাকে চিন্‌তে

পারবে। আমাদের ছাড়পত্র অনেক দিন তামাদি হ'য়ে গেছে, তাছাড়া তা ঠিকও নেই। হায় ভগবান, কি পোড়াকপাল!"

"তাহ'লে আগেই বা সে এখানে তোমাদের থাকতে দিলে কেন? আর এখনই বা হঠাৎ তাড়াবার মত্‌লব হ'লো কেন?"

"তা আমি কি ক'রে বলবো? সে যে কত কী চেঁচিয়ে গেল কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, আমি তার কিছুই ধ'রতে পারলুম না। বুঝলে ব্যাপারটা হ'লো এই, আমরা এই যে গর্তটায় বাস করি সেটাও আমাদের নয়, জমিদারের। অলিয়েসিয়া আর আমি আগে গ্রামেই বাস করতাম, কিন্তু—"

"হ্যাঁ, তা জানি ঠান্‌দি। সে সম্বন্ধেও আমি শুনেছি—চাষীরা তোমার উপর চ'টেছিল"

"হ্যাঁ, ঠিক্ তাই, সেই জন্যে ঐ বুড়ো জমিদার মিঃ এ্যাব্রোসিমোভের কাছ থেকে এই কুঁড়েটা চেয়ে নিলাম। এখন শুনছি কে এক নূতন জমিদার এই বনটা কিনে নিয়েছেন, বোধহয় তিনিই এই জলার খানিকটা কাটিয়ে সাফ ক'রতে চান। কিন্তু আমি কি করি বল তো?"

আমি ব'ল্‌লাম—"ঠান্‌দি হয়তো এসব বিল্‌কুল মিথ্যে কথা; আমার মনে হয় সার্জেণ্ট এই ব'লে পাউণ্ডখানেক আদায় ক'রতে চায়।"

"আমি তাকে দিতে চেয়েছিলাম—দিয়েও ছিলাম, সে নিলে না—সে এক মহা ঝামেলা, আমি তাকে তিন পাউণ্ড দিতে গেলাম, সে নিলে না, কি আপদ রে বাবা! উল্টে আমার উপর রেগে এমন কটুকাটব্য ক'রতে লাগ্‌লো, আমি যে কি ক'রবো ঠিক্ ক'রতে পারলুম না। সে কেবলই ব'লছিল—'নিকালো হিঁয়াসে, নিকালো'......আমরা

এখন কি করি? জগতে আমাদের আর কেউ নেই, বাছা, তুমি হয়তো কোনো উপায়ে আমাদের সাহায্য ক'রতে পারো। তুমি অন্ততঃ তাকে গিয়ে ব'ল্‌তে পারো, তার পেট ত কিছুতেই ভরে না—বাস্তবিক ব'ল্‌ছি, আমি তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাক্‌বো—সত্যি ব'ল্‌ছি।"

অলিয়েসিয়া মৃদু ভৎর্সনার সুরে ব'ল্‌লে—"দিদিমা!" বুড়ী বেশ ক্ষেপে গিয়ে ব'ল্‌লে—"দিদিমা মানে? প্রায় পঁচিশ বছর ত তোর দিদিমা হ'য়েছি—তোর কি মনে হয়? বরং ভিখারীর বোঝা বওয়া ভালো। না বাছা, তুমি ওর কথা শুনো, না। দয়া ক'রে আমাদের জন্যে যদি কিছু ক'রতে পারো করো।"

আমি এসম্বন্ধে ব্যবস্থা ক'রবো ব'লে ফাঁকা একটা প্রতিজ্ঞা ক'রলাম তার কাছে—যদিও সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, কোনো আশাই দেখছিলাম না। সার্জেণ্ট যদি টাকাকড়ি না নেয়; ব্যাপারটা তাহ'লে সত্যিই গুরুতর। সেদিন সন্ধ্যায় অলিয়েসিয়া আমার কাছ থেকে বিদায় নিল, খুব বিরসভাবে; তার স্বভাব মত সেদিন আমাকে এগিয়ে দিতেও এলো না, বুঝতে পারলাম বেশ, সেই গরবিণী বালিকা আমার এই বিষয়ে মাথা দেওয়ায় খুব রাগ ক'রেছে, এবং দিদিমার কাতর অনুনয়ে লজ্জিতও হ'য়েছে।

(৮)

সকালটা ছিল ঘোলাটে—একটু গরমের আমেজ মাখানো। ইতি-মধ্যে কয়েকবার মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে; কচি কচি ঘাস গজিয়েছে; ছোট ছোট গাছের নূতন পল্লবগুলো যেন তর্‌ তর্‌ ক'রে বেড়ে চ'লেছে। বৃষ্টির পরই সূর্যদেব এক নিমেষের জন্যে উঁকি মারলেন, সোনার

আলোর ঝলমলানি ছড়িয়ে প'ড়ল আমার প্রাঙ্গনের বেড়ার লিলাক্ ঝোপগুলোর বৃষ্টিতে ভেজা কচি সবুজের উপর। লাস বাগানের মধ্যে থেকে চড়াইএর অধীর কিচির মিচির শব্দ ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগ্‌লো এবং খাড়া পপ্‌লার গাছের পাটল রঙ্‌য়ের কুঁড়ির গন্ধ আরও মধুর হ'য়ে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো, আমি টেবিলের কাছে ব'সে, কাঠ কি ক'রে কাটতে হবে তার একটা মত্‌লব ভাঁজ্‌ছি—এমন সময় যারমোলা ঘরে ঢুকলো, বিষন্নভাবে ব'ললে—"সার্জেণ্ট এসেছেন।"

সে সময় আমি, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম যে দুদিন আগে যারমোলাকে ব'লে রেখেছিলাম যে সার্জেণ্ট এদিক দিয়ে গেলে আমাকে খবর দিতে।

ঠিক্ তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের লোকের সঙ্গে আমার যে কি সম্পর্ক হওয়া উচিত তা ঠিক্ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লো। হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এঁ্যা ?"

"ব'ল্‌ছি যে, সার্জেণ্ট এখানে এসেছেন।" যারমোলার এই পুনরুক্তির মধ্যে বিদ্বেষের সুর বেজে উঠ্‌লো কারণ ঐ ভাবটাই কয়েকদিন যাবৎ সে আমার প্রতি পোষণ ক'রে আস্‌ছে। ব'ললে—"আমি বাঁধের কাছে এখনই তাঁকে দেখ্‌লাম, উনি এইদিকেই আস্‌ছেন।"

বাইরে চাকার ঘড়ঘড়ানি শোনা গেল, একটা লম্বা জীর্ণ চক্‌লেট রংএর দামড়া ঘোড়া, তলার ঠোঁট্‌টা ঝুলে প'ড়েছে—মুখে একটা বিরক্তির ভাব—লম্বা ঝুড়ির মত একটা দুইচাকার হাল্‌কা গাড়ীকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে গম্ভীরভাবে লাফাতে লাফাতে টেনে আন্‌ছিল। কেবল একটা মাত্র যোত ছিল আর বাকিটার জায়গায় একটা শক্ত দড়ি।

দুর্জনদের মতে সার্জেণ্ট নাকি অপ্রিয় সমালোচনা এড়বার মতলবেই এই রকম ছিরিছাঁদহীন একটা জোড়াতাড়া দেওয়া ব্যবস্থা ক'রছে।

মিলিটারী খাঁকি পোষাকে ঢাকা তার বিরাট দেহটা নিয়ে দুজনের জায়গা জুড়ে নিজেই রাস ধ'রে হাঁকাচ্ছিল।

"নমস্কার ইভসাইকি অ্যাফ্রিকানোভিচ্!"

জান্‌লা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমি বল্‌লাম।

"নমস্কার, নমস্কার কেমন আছেন?" বেশ জোরালো সম্ভাষণ এবং শিষ্টাচার মাখানো অথচ তার পদমর্যাদাসূচক গাম্ভীর্যও ছিল তাতে। ঘোড়া থামিয়ে তার অনড় দেহটা কোনোরকমে সাম্‌নের দিকে ঝুঁকিয়ে হাতের চেটো খাড়াভাবে ছড়িয়ে অভিবাদন জানালো

"একটু ভিতরে আসুন না, আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"

সার্জেণ্ট তার হাত ঘুরিয়ে ঘাড় নেড়ে ব'ল্‌লে—"এখন সুবিধে হবে না ত, আমি যে বেরিয়েছি! আমাকে ভলচায় যেতে হবে একটা তদন্তে—একটা লোক ডুবেছে।"

আমি কিন্তু ইভসাইকির দুর্বলতা জানতাম; উদাসীনতার ভাণ ক'রে ব'ললাম—"আহা, বড় দুঃখের কথা……কিন্তু আমি যে কাউণ্ট ভরচ্‌জেলের মদের ভাঁড়ার থেকে দুটো খাসা বোতল এনেছিলাম……"

"কিন্তু এখন তো সুবিধে হবে না…কাজ আছে।"

"সর্দার বাবুর্চির সঙ্গে আমার বেশ খাতির আছে কিনা, তাই আমায় বেচেছে—আর তার নিজের ছেলের মত যত্নে এগুলোকে

মদের ভাঁড়ারে লালন ক'রে তুলেছে। আপনার আসা চাই……
আমি ওদের ব'লে দিচ্ছি ঘোড়াটাকে খেতে দিতে।"

"বাঃ বেশ খাসা লোক তো আপনি ?" সার্জেণ্ট ভৎর্সনার সুরে ব'ললে—"জানেন না বুঝি কর্তব্যটাই সবার আগে। যাক্ তবুও বোতলগুলো কিসের শুনি ? শুক্‌নো আঙুরের মালটাল নাকি ?"

আমি হাত দুলিয়ে ব'ললাম—"আঙুরের মাল, একেবারে অনেক দিনের পুরানো যা, বুঝলেন মশাই ?"

"ইস্ আবার এখুনই, এই মাত্র যে একটু…টেনে বেরিয়েছি।" মুখটা অসম্ভব রকম কুঁচকে, গাল চুলকোতে চুলকোতে অনুশোচনার সুরে ব'ল্লো।

আমি আগেকার মতই বেশ ধীরভাবে ব'ললাম—"আমি জানিনা সত্যি কিনা, কিন্তু সর্দার বাবুর্চিত হলফ্ ক'রে ব'ললে—এটা দু'শ বছর আগেকার। গন্ধ ঠিক্ পুরানো কইনাকের মত, একেবারে জলজলে এম্বার পাথরের মত সোনালী।"

"আঃ কি যে লাগালেন আমাকে নিয়ে ?" সার্জেণ্ট ব'ললে—"আমার ঘোড়াটা ধ'রবে কে ?"

বাস্তবিকই আমার কতকগুলো পুরানো মদের বোতল ছিল, অবিশ্যি আমি যা ব'লেছিলাম তত পুরানো নয় তবে আমি ভেবেছিলাম ঐ রকম আভাস দিলে সেটার বয়স আরও একশ বছর বেড়ে যাবে।……যাইহোক্ জিনিষটা খাঁটি, ঘরে চোলাই, খুব জোরালো মাল—প'ড়ে-যাওয়া এক ব'নেদি ঘরের মদ্য ভাণ্ডারের গৌরব বিশেষ।

ধর্মযাজকের সন্তান ইভসাইকি য়্যাফরিকানোভিচ তক্ষুণি আমার

কাছ থেকে একটা বোতল চেয়ে ব'সলো। বলা যায় না; যদি কখনও তার সর্দি লাগে এই অজুহাত দেখিয়ে। তাছাড়া টাট্‌কা মাঠা আর কচি মূলোর তৈরী মুখরোচক চাট্‌ও ছিল আমার কাছে।

"হ্যাঁ, আপনার কি একটু সাহায্য দরকার, ব'লছিলেন?" পঞ্চম গ্লাসটি নিঃশেষ ক'রে গা'টা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো—তার ভারে পুরানো চেয়ারটা মচ্ মচ্ ক'রে উঠ্‌লো।

আমি সেই গরীব বুড়ীর অবস্থার কথা তাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লাম; তার চরম নৈরাশ্যের বিষয় উল্লেখ ক'রে আলোচনা ক'রলাম এবং তার ছোটখাটো লৌকিকতার কথাও একটু ছোঁয়া দিয়ে গেলাম। লাল লাল রসালো মূলোগুলো থেকে ছোট ছোট শিকড়গুলো বেশ ক'রে একটার পর একটা ছাড়িয়ে উৎফুল্ল হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে মচ্‌মচ্ ক'রে চিবোতে চিবোতে সাৰ্জেণ্ট আমার কথাগুলো শুন্‌তে লাগ্‌লো। সে তার অস্বাভাবিক রকমের ছোট ঘোলাটে নীল দুটো উদাসীন চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে কটাক্ষ ক'রছিল, কিন্তু তার প্রকাণ্ড লাল মুখখানায় আমি কোন চিহ্নই ফুটে উঠ্‌তে দেখলাম না—না অনুরাগের, না বিরাগের। আমার যখন কথা শেষ হ'ল সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "ভাল, আপনি তাহ'লে আমায় কি ক'রতে বলেন?"

আমি উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললাম—"বলেন কি? দয়া ক'রে তাদের অবস্থাটা একবার দেখুন—দুজন গরীব অসহায় স্ত্রীলোক ঐখানে র'য়েছে—"

"তাদের একজন ত টাট্‌কা ফুলের কুঁড়ি"—সার্জেণ্ট কটাক্ষ ক'রে ব'ললে।

"কুঁড়ি হোক্ বা না হোক্—সে কথা ত আস্‌ছে না।

তা ব'লে আপনি কেন তাদের দিকে একটু নজর না দেবেন। আপনি যেন তাদের এই মুহূর্তেই তাড়িয়ে দিলে বাঁচেন। দু'একদিন সবুর করুন আমি জমিদারের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি, আর আপনি যদি মাসখানেকই ধরুণ না অপেক্ষা করেন তাতেই বা আপনার কি ব'য়ে যাবে?"

"আমার কি ব'য়ে যাবে!" সার্জেণ্ট চেয়ারে খাড়া হ'য়ে ব'ললো—"ওরে বাবা! আমার ত সবই যাবে—সর্বপ্রথমে চাক্‌রীটাই খোয়াবো। কে জানে এই নতুন জমিদার ইসাই-চাভিক্ কি ধরণের লোক? হয়ত বা মিট্‌মিটে শয়তান—একটা দানব—একটু উত্তেজিত হ'লেই একটুক্‌রো কাগজ আর কলম নিয়ে পিটারসবার্গে রিপোর্ট পাঠাবে! এই ধরণের লোক অনেক আছে।"

উত্তেজিত সার্জেণ্টকে শান্ত ক'রতে চেষ্টা করলাম—"বুঝেছি ইভ্‌সাইকি য়্যফরিকানোভিচ্, আপনি সব কিছু বাড়িয়ে ব'লছেন। যাই বলুন না ঝক্কি ঝক্কিই, কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা।"

সার্জেণ্ট একটা লম্বা শিস্ টেনে প্যাণ্টুলের পকেটে হাত পুরে ব'ললে—"ছোঃ, এটা বুঝি কৃতজ্ঞতা! আপনি কি মনে করেন তিন পাউণ্ডের জন্য আমি আমার চাক্‌রীটার মাথা খাব? না, না, আপনি আমাকে নেহাৎ ভুল বুঝেছেন।"

"আপনি এত গরম হ'চ্ছেন কিসের জন্যে ইভসাইকি য়্যাফরি-কানোভিচ্? টাকাটাই তো কথা নয়; দেখুন না, আমাদের মনুষ্যত্বের খাতিরেও ত......

সে চিবিয়ে চিবিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—"কি, মনুষ্যত্বের খাতিরে? আপনার ঐ মনুষ্যত্বেই ত আমি ভরপুর হ'য়ে গেছি!"—এই ব'লে সে

তার গলার কলারের উপর ঝুলে পড়া চিবুকের তলাকার তাঁবাটে রোমহীন থল্‌থলে ভাঁজাটা টিপে টিপে দেখাতে লাগলো।

"দেখুন এটা আপনার পক্ষে বড় নিষ্ঠুর হ'য়ে পড়ে, ইভসাইকি য়্যাফরিকানোভিচ্‌!"

"কিছুই নিষ্ঠুর নয়! ওই যে নামজাদা, গল্প লেখক মিঃ ক্রাইলোভ ব'লেছেন—'ওরা হ'লো দেশের বিভীষিকা' আর বাস্তবিক এই স্ত্রীলোক দুটো তাই। আপনি বোধহয় মাননীয় কাউণ্ট রুসোভ বাহাদুরের লেখা বিখ্যাত "পুলিশ-সার্জেণ্ট" বইখানা পড়েন নি?"

"না, পড়ি নি।"

"আপনার পড়া উচিত ছিল। দুর্দান্ত লেখা, খুব নীতিমূলক। আমি বল্‌ছি, সুবিধা পেলেই আপনি প'ড়ে নেবেন।"

"বেশ বেশ, আমি পড়ে আনন্দ পাব। কিন্তু এখনও আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—বইটার সঙ্গে এই দুই দরিদ্র রমণীর কি সম্বন্ধ আছে!"

"কি সম্বন্ধ আছে? অনেক অনেক; প্রথমত"......ইভসাইকি য়্যাফ্‌রিকানোভিচ্‌ তার বাঁ হাতের লোমস মোটা তর্জনীটার উপর টোকা দিয়ে ব'ললে—'সমস্ত লোক গির্জায় যাচ্ছে কিনা তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা পুলিশ সার্জেণ্টের কর্তব্য—অবিশ্যি তাই ব'লে তাদের সেখানে যেতে বাধ্য করা নয়.........' আমি আপনাকে জিগ্‌গেস করি...সে কি যায়......তার নামটা যেন কি? মাস্লুইলিখা না? সে কি কখনও গির্জায় যায়?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম, কথাটার যে এইরকম মোড় ফিরবে ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। সে একবার বিজয়ীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে এবং এইবার মধ্যম আঙ্গুলে টোকা মেরে ব'ললে—

"দ্বিতীয়ত, 'মিথ্যা ভবিষ্যৎবাণী করা আর পূর্বলক্ষণ দেখে কিছু বলা সর্বত্রই নিষিদ্ধ।' আপনি জানেন ত? তারপর তৃতীয়তঃ 'যাদুবিদ্যা বা ভোজবাজী অথবা ঐ জাতীয় প্রবঞ্চনা করা বে আইনী?' এ সম্বন্ধে আপনি কি বল্‌তে চান বলুন? এবং ধরুন যদি এই সব কথা জানাজানি হয়, গোপনে গোপনে কর্তাদের কানে গিয়ে পৌঁছায় এই সব কথা, তাহলে ঠেলা সামলাবে কে? এই আমাকেই ত সামলাতে হবে? আর চাক্‌রীই বা যাবে কার? সেও এই শর্মারই। এখন বুঝ্‌তে পারছেন ত, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়?"

সে আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ঘরের দেওয়ালের উপর চোখ বুলাতে বুলাতে আঙ্গুল দিয়ে খুব জোরে টেবিল বাজাতে লাগ্‌লো।

"আচ্ছা, ইভসাইকি য়্যাফ্‌রিকানোভিচ, ধরুন না, আমি আপনাকে একটা অনুরোধই ক'রছি।" আমি বেশ নরম গলায় আবার ব'লতে লাগ্‌লাম—"অবিশ্যি আমি জানি আপনার পক্ষে কাজটা খুব গোলমেলে এবং জটিল কিন্তু আপনার ত অন্তর ব'লে একটা জিনিষ আছে? কিন্তু আমি ত জানি প্রাণটা আপনার কত দরদী! আচ্ছা, আপনি যদি কথা দেন যে ঐ স্ত্রীলোক দুটিকে কোনো ঝামেলায় ফেল্‌বেন না, কি যায় আসে আপনার?"

সার্জেন্টের দৃষ্টি আমার মাথার উপর বরাবর এসে থেমে গেল।

"বেশ সুন্দর ছোট্ট বন্দুকটা ত আপনার?" সে অন্যমনস্কভাবে ব'ল্‌লে—তখনও আঙ্গুল বাজাচ্ছিল। "খাসা বন্দুকটা ত! আগেরবার যখন এসেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে—আপনি বেরিয়ে গিছলেন—সারাক্ষণ আমি এটার প্রশংসা ক'রে গেছি। চমৎকার বন্দুকটা!"

"হ্যাঁ, বন্দুকটা মন্দ নয়। সায় দিয়ে ব'ললাম—গ্যাসটিন রেনেটের তৈরী পুরানো ধরণের বন্দুক এটা—গত বৎসর আমি এটাকে ঘোড়া বাদ দিয়ে পাল্‌টে নিয়েছি, চোঙ্‌টা দেখুন না ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—এই চোঙটাই আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে···অতি চমৎকার কাজ। আমি এটাকে সত্যিকারের সম্পদ ব'লে মনে করি।"

আমাদের চোখাচোখি হ'তেই লক্ষ্য ক'রলাম সার্জেণ্টের ঠোঁটের কোণে একটি অর্থপূর্ণ হাসির আভাস খেলে গেল। চেয়ার থেকে উঠে দেয়াল থেকে বন্দুকটা নামিয়ে ইভসাইকি ম্যাফ্‌রিকানোভিচের কাছে নিয়ে এলাম।

"সারকাসিয়ানদের একটা চমৎকার রীতি এই যে·········" আমি মিষ্টি ক'রে ব'ললাম······"অতিথি যদি কোনো জিনিষের প্রশংসা করেন তাকে সেইটি উপহার দেওয়া। যদিও, ইভসাইকি ম্যাফ্‌রিকা-নোভিচ্‌, আমরা সারকাসিয়ান নই তবুও আমি স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এটা আপনাকে গ্রহণ কর'তে অনুরোধ ক'রছি।"

সার্জেণ্ট ভব্যতার খাতিরে সলজ্জভাবে বললে—"ভারী মজার কথা ত ? আরে রাখুন রাখুন, না, না···সে কি হয়, ওটা বড় বাড়াবাড়ি রকমের উদার প্রথা।"

যাই হোক! আমাকে আর বেশী ক'রে তাকে অনুরোধ ক'রতে হ'লো না! সার্জেণ্ট বন্দুকটা নিলে, দুই হাঁটুর মাঝে রেখে যত্নের সঙ্গে একটা পরিষ্কার রুমাল দিয়ে চাবির গায়ে যা ধূলো জমেছিলো সেগুলো আস্তে আস্তে মুছ্‌তে লাগ্‌লো। দেখে বরং আমার সান্ত্বনাই হ'ল যে জিনিষটা একজন কুশলী অথচ বন্দুক-রসিকের হাতেই প'ড়লো। পাবামাত্র ইভসাইকি ম্যাফ্‌রিকানোভিচ্‌ দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল—

"কাজ তো সবুর ক'রবে না; আমি এখানে আপনার সঙ্গে বসে গল্প ক'রে কাটাচ্ছি......" এই ব'লে তার বেথাপ গলস্ (জুতাকে পরিষ্কার আর শুক্‌নো রাখবার জন্মে জুতার উপর পরবার রবারের জুতা) মেজের ওপর ঠুকে আওয়াজ ক'রলে।

"যদি কথনো আমাদের ওদিকে আসেন খুব খুসীই হবো।"

"বেশ তা তো হ'লো—কিন্তু মাননীয় মহাশয়, মাস্থইলিখার বিষয়টা কি স্থির ক'রলেন?" আমি খুব বিনীত থোঁচায় তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা, আচ্ছা সে দেখা যাবে'খন........." ইভসাইকি য়্যাফরিকানোভিচ্ এড়িয়ে যাওয়ার ভাবে ব'ললে।' আরও একটা কথা আপনাকে আমার বলবার ছিল.........আপনার মূলোর চাষ্‌টা কিন্তু ভারী চমৎকার........."

"ওগুলো আমি নিজে পুঁতেছিলাম।"

"ভা-রী চমৎকার মূলো। আমার স্ত্রী বাগানের টাট্‌কা সব্জীর বিশেষ ভক্ত সুতরাং বুঝতেই পারছেন, তা যদি ছোটো একটা তাড়া......"

"সানন্দে, ইভসাইকি য়্যাফরিকানোভিচ্। এ তো আমার উচিতই.........আজকেই আমি লোক দিয়ে একঝুড়ি পাঠিয়ে দেব। কিছু মাখনও পাঠাবো......আমার মাখনের একটা আলাদা রকমের বৈশিষ্ট্য আছে।"

"বেশ বেশ মাখনও দেবেন......" সার্জেণ্ট খুসী হ'য়ে সমর্থন ক'রলে, আর আপনি সেই স্ত্রীলোকদের আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিতে পারেন যে কিছুদিনের জন্মে আমি তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রবো না। হ্যাঁ, তবে আপনি তাদের এটাও

জানিয়ে দেবেন যে, আমার মত লোকের সঙ্গে শুধু একটা মৌখিক ধন্যবাদ দিয়ে রফা করা চল্‌বে না”—বেশ চড়া গলায় ব’ল্‌লে।“…এইবার আমি আসি, আপনার উপহার আর আতিথেয়তার জন্যে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।”

সে সৈনিকদের কায়দায় জুতোর গোড়ালি দুটো একসঙ্গে ক’রে শব্দ ক’রে বেশ ভারিক্কি চালে রীতিমত তোয়াজ-পুষ্ট হোম্‌রা চোম্‌রা লোকের মত গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল—ইতিমধ্যে তার গাড়ীর চারধারে গাঁয়ের পুলিশ, মেয়র আর আমাদের যারমোলা ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে……সকলে খালি মাথায় সসম্ভ্রমে খাড়া হ’য়ে র’য়েছে।

(৯)

ইভ্‌সাইকি য়্যাফ্রিক্যানোভিচ্‌ তার কথা রেখেছিল। বনের সেই কুটীরবাসীদের কিছুদিন বেশ শান্তিতেই থাক্‌তে দিলে বটে কিন্তু অলিয়েসিয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা হঠাৎ অদ্ভুত রকমের ব’দ্‌লে গেল। আমার উপর তার সেই আগেকার যে একটা সরল আন্তরিক সহৃদয়তা ছিল তার বিন্দুমাত্র রইলো না। তার পূর্বেকার সেই উদ্দীপনা, যার ভিতরে ফুটে উঠ্‌তো সুন্দরী তরুণীর চটুলতা এবং শিশুর ক্রীড়াচপল সরলতা, তাও আর রইলো না। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে এক বিশ্রী রকমের আড়ষ্টভাব এসে প’ড়লো যেটা কিছুতেই কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না। যে সব আলোচনায় আগে আমাদের মনে অসংখ্য প্রশ্নের উদয় হ’তো অলিয়েসিয়া এখন সেগুলো সশঙ্ক চিত্তে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে।

আমার সামনে সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখ্‌তো একটা ব্যবসাদারী নির্লিপ্ত কঠোর ভাব নিয়ে······কিন্তু প্রায়ই আমি দেখতাম কাজের মাঝে হঠাৎ তার হাত থেমে গিয়ে—দুর্বলভাবে হাঁটুর উপর গড়িয়ে প'ড়তো এবং স্থির নিস্পন্দ লক্ষ্যহীণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে থাক্‌তো। এইরকম মুহূর্তে যখন তার নাম ধ'রে অলিয়েসিয়া ব'লে ডাক্‌তাম—কিংবা তাকে কোনো প্রশ্ন ক'রতাম—সে চ'ম্‌কে উঠ্‌তো এবং আস্তে আস্তে আমার দিকে মুখ ফেরাতো—তার মুখে ফুটে উঠ্‌তো—ভয়ের আভাসের সঙ্গে আমার কথা বোঝবার চেষ্টা; অনেক সময় মনে হ'য়েছে, আমার সাহচর্যে সে যেন পীড়িত ও উত্যক্ত বোধ ক'রছে—কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে আমার প্রত্যেকটি কথা ও প্রত্যেকটি মন্তব্য তার মনে যে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি ক'রতো তার সঙ্গে একে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার কেবল মনে হচ্ছিল যে তাদের ব্যাপার নিয়ে সার্জেণ্টের সঙ্গে যে মুরুব্বীয়ানা ক'রেছি সে জন্যে সে আমাকে ক্ষমা ক'রতে নারাজ—এত দৃঢ় ছিল তার স্বাধীন প্রকৃতি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তেও আমি খুসী হ'তে পারলাম না; কেবল নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম যে এই অতি সাধারণ বনবাসিনী কুমারীর মধ্যে এই তীক্ষ্ণ মর্য্যাদাবোধ এল কোথা থেকে!

উভয়পক্ষেই প্রচুর বোঝাপড়ার দরকার হ'য়েছিলো; কিন্তু অলিয়েসিয়া খোলাখুলি কথাবার্ত্তার প্রত্যেকটা সুযোগই এড়িয়ে চ'লতে লাগলো। আমাদের সান্ধ্যভ্রমণও বন্ধ হ'য়ে গিছ্‌লো। দিনের পর দিন বিদায় মুহূর্তে বৃথাই আমি অলিয়েসিয়ার দিকে অনুনয়মুখর দৃষ্টিতে চাইতাম; সে এমনভাব দেখাতো যেন ওসবের

অর্থ... কিছু বোঝে না। বুড়ী বধির হ'লেও তার উপস্থিতি আমাকে পীড়া দিত।

সময় সময় আমি নিজের দুর্বলতা এবং অলিয়েসিয়ার সঙ্গে প্রত্যহ দেখা করবার আকর্ষণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্তাম। আমি নিজেই বুঝ্তে পারতাম না কোন্ সূক্ষ্ম অদৃশ্য অমোঘ বন্ধনে আমার হৃদয় বেঁধে ফেলেছে এই রহস্যময়ী সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে। ভালবাসা যে কি জিনিষ তখনও আমি জানি না ; কিন্তু আমার দিনগুলো কাট্‌ছিল, অব্যক্ত আশায় আকাঙ্ক্ষায় কম্পমান উদ্বেগ-চঞ্চল দিনগুলো, কি এক অনির্দেশ্য বেদনার মধ্যে দিয়ে ; যেখানেই থাকি না কেন—যে কাজেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা করি না কেন—আমার সমস্ত চিন্তা থাকতো অলিয়েসিয়াকে ঘিরে ; আমার সমগ্র সত্ত্বা তার কামনায় অধীর হ'য়ে উঠ্তো ; তার অতি তুচ্ছ কথার খণ্ড স্মৃতি, তার হাবভাব, তার হাসি —এই সব বেদনা মধুর স্মৃতিতে আমার হৃদয় গুমরে উঠ্তো। তবু সন্ধ্যা আসে—আমি ব'সে থাকি অনেকক্ষণ তার পাশে—নিচু জিরজিরে ছোট্ট বেঞ্চিটার উপর, প্রতি পলে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে প'ড়তাম, এক অদ্ভুত জড়তায় বিহ্বল হ'য়ে উঠ্তাম।......

একদিন এই ভাবে সারা দিনটা অলিয়েসিয়ার পাশে ব'সে কাটিয়েছিলাম। বেলা যত বাড়তে লাগলো কেমন একটু অসুস্থতা বোধ ক'রছিলাম। কিন্তু ঠিক্ বুঝতে পারছিলাম না অসুখটা কি! সন্ধ্যার দিকে আরও বেড়ে উঠ্‌লো। মাথাটা ভার বোধ হ'ল ; তালুতে একটা একঘেয়ে একটানা বেদনা বোধ ক'রলাম। ঠিক কেউ যেন মাথার উপর কোমল হাতে কড়া চাপ দিচ্ছে। মুখ গেছে শুকিয়ে, সারা দেহে একটা অবসাদ

বিছিয়ে দিয়েছে। চোখে একটা টনটনানি বেদনা……একদৃষ্টে অনেকক্ষণ একটা ঝক্‌ঝকে বিন্দুর দিকে তাকিয়ে থাকলে যেমনটা হয়।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতে গিয়ে মাঝপথে ভীষণ ঠাণ্ডা ঝড় উঠে কাঁপিয়ে তুললো আমাকে। এগিয়ে চ'লেছি বটে পথ দেখবার উপায় নাই—কোন্ দিকে যাচ্ছি একেবারে খেয়াল ছিল না। মাতালের মত টল্‌তে শুরু [illegible] আর আমার চোয়াল দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছিল।

আজ পর্য্যন্ত আমি জানি না কে আমায় ঘরে ফিরিয়ে এনেছিলো। ছ'টি দিন আমি ভীষণ মারাত্মক পলিয়েসির জ্বরে আক্রান্ত হ'য়েছিলাম। দিনের বেলা জ্বরটা নেমে যেত এবং জ্ঞান ফিরে আসতো। এতদূর শক্তিহীণ ক'রে ফেলেছিল, এত মারাত্মক বেদনা ও দুর্বলতা, যে আমি পায়চারি ক'রতে পারছিলাম না; একটু জোর ক'রে অঙ্গ চালনা ক'রলেই মাথায় সবেগে রক্ত উঠে যেত, চোখে অন্ধকার দেখতাম।

সন্ধ্যার দিকে সাধারণতঃ সাতটার সময় জ্বরটা আস্‌তো তার প্রবল দাপটে; বিছানায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌তাম—দুর্বিসহ এক একটা শতাব্দীর মত রাত্রি কাট্‌তো;—কখনও কম্বলের তলায় শীতের কাঁপুনি—কখনও বা অসহ্য উত্তাপের জ্বালা। একটু তন্দ্রা আস্‌তে না আস্‌তেই যত সব অদ্ভুত বিচিত্র উৎকট্ স্বপ্ন আমার সেই উত্তপ্ত মস্তিষ্কে খেলা সুরু ক'রতো। প্রত্যেকটি স্বপ্ন তার তুচ্ছ খুঁটিনাটি নিয়ে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌তো তারপর সেগুলো একটার ঘাড়ে একটা জোট্ পাকিয়ে বিশ্রী রকমের তালগোলের সৃষ্টি ক'রতো। কখনও বা মনে হ'তো যেন অদ্ভুত

আকারের রং বেরংএর ডোরাকাটা সব বাক্স খুলছি; বড়র ভিতর থেকে ছোট, তার ভিতর থেকে আবার ছোট, এই রকম কত! আমার এই বাক্স খোলা যদিও বিরক্ত লাগছিল, অনেকক্ষণ থেকেই কিন্তু কিছুতেই, ইচ্ছা থাক্‌লেও সে পরিশ্রমের শেষ ক'রে উঠ্‌তে পারছিলাম না। পরক্ষণেই চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌লো কাগজ মোড়া দেওয়ালের উপর দাগগুলো আশ্চর্য রকমে স্পষ্ট হ'য়ে—দেখলাম সেগুলো কাগজের প্যাটার্ণ না হ'য়ে তাতে ফুটে উঠেছে অনেক মানুষের মুখ, সুন্দর, সহাস এবং সদয়। হঠাৎ সেগুলো ভয়ঙ্কর মুখ খিঁচিয়ে জিভ বার ক'রে দাঁত দেখিয়ে চোখ পাকাতে লাগলো। পরক্ষণেই হঠাৎ যারমোলার সঙ্গে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অথচ জটিল দার্শনিক তর্কজালে জড়িয়ে প'ড়েছি। প্রত্যেকবার পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উত্থাপন ক'রছিলাম সেগুলো ক্রমশঃ আরো সূক্ষ্ম, আরো গভীর তাৎপর্যযুক্ত হ'য়ে প'ড়ছে। পৃথক পৃথক শব্দগুলো, এমন কি তার অক্ষরগুলো পর্যন্ত হঠাৎ যেন গভীর রহস্যময় অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে। সেই সঙ্গে একটা উদ্বেগজনক অজ্ঞাত আতঙ্কে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ছিলাম। কি যেন এক অনৈসর্গিক শক্তি আমার মস্তিষ্কের ভিতরে বিরাট সব দুর্জ্ঞেয় তর্কের সূত্র ছড়াচ্ছিল একটার পর একটা, কিছুতেই আমাকে সে সকল সূত্র ছিন্ন ক'রতে দিচ্ছিল না যদিও তা আমার অনেকক্ষণ থেকেই বিরক্তিকর হ'য়ে উঠেছিল। মানুষ, নানারকম জন্তু, প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিচিত্র বর্ণ ও আকারের সব জিনিষ, কথাবার্তা যার অর্থ খুবই স্পষ্ট এবং বোধগম্য,—এই সব মিলিয়ে এক বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণির মত পাক খাচ্ছিল মাথায়। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার—সবুজ ঢাক্‌না দেওয়া আলোটা ভিতরের ছাদে প্রতিফলিত হ'য়ে যে উজ্জ্বল আলোক

বৃত্তের সৃষ্টি ক'রেছিল সেটা কোনো সময়েই আমার দৃষ্টি ছাড়া হয়নি—এবং যেন মনে হ'তো সেই পূর্ণ বৃত্তটার অস্পষ্ট রেখার অন্তরালে একটা নীরব বিরক্তিকর রহস্যময় অথচ ভয়ঙ্কর জীবনীশক্তি লুকিয়ে র'য়েছে—যেটা আমার কাছে উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্ন-সঙ্কটের চেয়েও ভয়াবহ ঠেক্‌তো।

তারপর জেগে উঠ্‌তাম; বাস্তবিক পক্ষে সেটা ঘুম থেকে ওঠা নয়। হঠাৎ যেন জোর ক'রেই নিজেকে উঠিয়ে বসাতাম বিছানায়—সংজ্ঞাও ফিরে আস্‌তো; বুঝতে পারতাম আমি অসুস্থ হ'য়ে বিছানায় শুয়ে এতক্ষণ প্রলাপ বক্‌ছিলাম। কিন্তু ভিতরে ছাদের সেই আলোর বৃত্তটা তার অন্তরালে একটা অমঙ্গলের আতঙ্ক নিয়ে আমাকে ভয় দেখাতো। দুর্বল হাতটা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ঘড়িটা নিয়ে বিরস অবসন্নতা নিয়ে দেখ্‌লাম আমার সেইসব উৎকট স্বপ্নের অবিশ্রান্ত ঘটনাস্রোত মাত্র দু'তিন মিনিট স্থায়ী হ'য়েছিল। 'ভগবান, ভোর কি হবে না ?' ভেবে হতাশ হ'য়ে গরম বালিশের উপর মাথা রাখলাম, দ্রুত দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসে আমার ঠোঁটটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল। আবার একটু ঘুমের আমেজ এলো, আবার মস্তিষ্কটা বিচিত্র সব দুঃস্বপ্নের ক্রীড়াস্থল হ'য়ে উঠ্‌লো, আবার মিনিট দুইয়ের মধ্যেই প্রান্তিক যন্ত্রণার খোঁচায় উঠে প'ড়লাম।

কুইনিস্‌ আর বাকথর্ণের কাথের সাহায্যে আমার বলিষ্ঠ কাঠামোর জোরে ছ'দিনের মধ্যে রোগ থেকে সেরে উঠ্‌লাম; কিন্তু বিছানা যখন ছাড়লাম তখন মনে হ'লো দেহটা একেবারে পিশে দিয়ে গেছে—অতিকষ্টে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছি মাত্র। মনের জোরেই শরীরটা এত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। ছ'দিনের জ্বরের স্বপ্ন-প্রলাপে মস্তিষ্কটা ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিল—একটা

কর্মহীন মধুর নিশ্চিন্ত অবস্থা অনুভব ক'রছিলাম মনের। ক্ষিধের চোট্ দ্বিগুণ হ'য়ে দেখা দিল—ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমি যেন শক্তি সঞ্চয় ক'রতে লাগলাম, প্রত্যেক মুহূর্তে তা থেকে স্বাস্থ্য এবং প্রাণের আনন্দের স্পন্দন অনুভব ক'রছিলাম। তার সঙ্গে আবার নূতন এবং প্রবল টান এলো সেই বন আর জীর্ণ নির্জন সেই কুঁড়েঘরের প্রতি। কিন্তু স্নায়ুগুলো তখনও রীতিমত সবল হয় নি; অলিয়েসিয়ার মুখ আর তার গলার স্বর মনে প'ড়লেই—আমার কান্না আসতো।

(১০)

আর দিন পাঁচেক পরেই খুব সুস্থ বোধ ক'রেছিলাম, পায়ে হেঁটেই সেই জীর্ণ কুটীরে উপস্থিত হ'য়ে একটুও ক্লান্তিবোধ হ'লো না। যখন দরজায় পা দিচ্ছি দম-আট্‌কানো আতঙ্কে বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে উঠ্‌লো। প্রায় দু' সপ্তাহ অলিয়েসিয়াকে দেখিনি, এখন আমি বুঝতে পারছি সে আমার কত অন্তরঙ্গ, কত আপন! দরজার চাবির হাতলটা ধ'রে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। অতিকষ্টে নিঃশ্বাস বইছিল। এত অব্যবস্থিত চিত্ত আমার তখন যে, দরজাটা খোলবার আগে কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়েই র'য়ে গেলাম।

ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার…মনের যে অব্যক্ত ভাব তা বিশ্লেষণ ক'রে বলা অসম্ভব………মাতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, প্রণয়ী-প্রণয়িনী এদের প্রথম দেখা হ'লে যে সম্ভাষণ সে কি কারও মনে থাকে। যদি সে কথাগুলো হুবহু লেখা হয়, হয়ত দেখা যাবে খুব সহজ, খুব সাদাসিধে কিম্বা নিতান্ত হাস্যকর কথাই হ'য়েছে। যেমন কথাই হোক্ তার প্রত্যেকটি খুবই সময়োচিত এবং খুবই মধুর কারণ সবচেয়ে মধুরতম কণ্ঠস্বর থাকে তাতে।

আমার মনে আছে—বেশ স্পষ্ট মনে আছে একটা ব্যাপার, অলিয়েসিয়ার বিবর্ণ সুন্দর মুখখানা আমার দিকে ফিরলো চকিতে, সেই সুন্দর মুখখানি আমার কাছে এত নূতন বোধ হ'ল সে বলবার নয়, মুহূর্তের মধ্যে পর পর ফুটে উঠ্‌লো তাতে বিস্ময়, সংশয়, উৎকণ্ঠা আর স্নিগ্ধ কমনীয় প্রীতির হাসি·········বুড়ী তখন আমাকে ঘিরে বিড়্ বিড়্ ক'রে কি ব'লছিল কিন্তু তার সেই অভিনন্দন আমার কানেই পৌঁছোলো না। মধুর ঝঙ্কারে আমার কানে এলো অলিয়েসিয়ার কথাগুলো—

"কি হ'য়েছিল তোমার, অসুখ ক'রেছিল বুঝি? রোগা হ'য়ে গেছো তুমি!"

অনেকক্ষণ আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। হাত ধ'রে মুখোমুখি দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে গভীর দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে —সে এক অপূর্ব পুলক! সেই কয়েকটি নীরব মুহূর্ত আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের হ'য়ে র'য়েছে; তার পূর্বে বা তার পরে আর কখনও আমি এমন সব-ভোলানো পবিত্র পরিপূর্ণ পুলকের অনুভূতি পাই নি। অলিয়েসিয়ার বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটির ভাষায় দেখলাম —মিলনের উল্লাস, আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্যে ভাবনা আর গভীর প্রেমের ঘোষণা। সেই দৃষ্টির মধ্যেই বুঝতে পারলাম অলিয়েসিয়া পরম খুশীতেই নিজের যা কিছু দিয়ে দিয়েছে আমাকে কুণ্ঠাহীন নিঃসন্দেহে।

সেই প্রথম আমার চমক ভাঙ্গালো চোখের মন্থর ইসারায় মানুইলিখাকে দেখিয়ে। দুজনে পাশাপাশি ব'সলাম, অলিয়েসিয়া নিতান্ত উৎসুক হ'য়ে প্রশ্ন করতে লাগ্‌লো খুটিনাটি আমার অসুখের। কি কি ওষুধ খেতে হ'য়েছিল, ডাক্তার কি ব'লেছিল—সে ভেবেছিলো সেই

ছোট্ট শহর থেকে ডাক্তার বুঝি দিনে দু'বার ক'রে আমায় দেখ্‌তে আস্‌তো। সে বার বার আমায় ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিল, আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য ক'রলাম তার ঠোঁটে বিদ্রূপের ক্ষিপ্র হাসি।

সে আক্ষেপে অধীর হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—"তোমার অসুখ হ'য়েছে আমি জান্‌তে পারলাম না! আমি একদিনে তোমায় দাঁড় করিয়ে দিতাম।……ওদের বিশ্বাস করা যায় কেমন ক'রে, ওরা ত কিছুই বুঝতে পারে না—কিছুই বোঝে না একেবারে? তুমি আমায় খবর দাও নি কেন?"

আমি কি যে উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না; ব'ললাম—"দেখ, অলিয়েসিয়া……এমন হঠাৎ অসুখটা হ'লো……তাছাড়া তোমায় বিব্রত ক'রতে আমার ভ[illegible] ক'রছিল। শেষের দিকটা আমার প্রতি তুমি যেন কেমন হ'য়ে গিছ্‌লে……যেন আমায় দেখ্‌লেই তোমার রাগ বা বিরক্তি বোধ হ'তো…" তারপর খুব আস্তে আস্তে ব'ললাম—"দেখ অলিয়েসিয়া, আমাদের দুজনের কতো কথা আছে পরস্পরকে বলবার—কতো কথা—কেবল আমাদের দুজনের…তুমি জান?"

সম্মতির সঙ্কেত স্বরূপ ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি মাটির দিকে ফিরিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—দিদিমাকে একবার চুপি চুপি দেখে নিয়ে—"হ্যাঁ…আমিও চাই…পরে হবে…দাঁড়াও…"

সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলিয়েসিয়া বাড়ী ফেরবার জন্যে পেড়াপীড়ি ক'রতে লাগ্‌লো। বেঞ্চ থেকে আমার হাত ধ'রে টেনে ব'ললে—"ওঠো ওঠো,…তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নাও, ঠাণ্ডা লাগলেই আবার তোমার জ্বর হবে।"

নাত্‌নীকে ছাই রংএর শালটা তাড়াতাড়ি মাথায় গায় জড়াতে দেখে মানুইলিখা জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কোথায় যাচ্ছিস্‌ অলিয়েসিয়া?"

অলিয়েসিয়া ব'ললে—"খানিকটা পথ একে এগিয়ে দিতে যাচ্ছি।" কথাগুলো সে ব'ললে উদাস ভাবেই, দিদিমার দিকে চেয়ে নয়, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিন্তু তার গলার স্বরে, আমি বেশ ধ'রতে পারলাম, স্পষ্ট একটা বিরক্তির ঝাঁঝ। বুড়ী আবার একবার বিশেষ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে তাকে—"তুই সত্যি সত্যিই যাচ্ছিস্?"

অলিয়েসিয়ার চোখগুলো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্লো, স্থির দৃষ্টিতে মায়ুইশিথ'র দিকে চেয়ে গর্বভরে ব'ললে—"হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি। ওসব বোঝাপড়া তো অনেক আগেই হ'য়ে গেছে, এসব আমার ব্যাপার, আমার দায়িত্ব......"

বুড়ী বিরক্তি আর ভৎসনার স্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্লো—"আঃ তুই......" আরো কি ব'লতে গিয়ে কেবল হাত নেড়ে কম্পিত পদে ঘরের এক কোণে গিয়ে একটা চুবড়ী নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হ'লো বিড় বিড় করতে ক'রতে।

আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, সেইমাত্র যে অপ্রীতিকর কথাবার্তা আমার সামনেই হ'লো সেটা হ'চ্ছে দুজনকার দীর্ঘ ঝগড়া আর রাগারাগিরই জের। অলিয়েসিয়ার সঙ্গে বনের দিকে এগোতে এগোতে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"দিদিমা বুঝি চান না তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাও, না?"

বিরক্তি আর অবজ্ঞার ভঙ্গীতে কাঁধ উঁচিয়ে অলিয়েসিয়া ব'ললে—"তুমি কিন্তু ওতে ভ্রূক্ষেপ ক'রো না......না, তিনি পছন্দ করেন না......আমার যা ভাল লাগে স্বাধীন ভাবে আমি নিশ্চয় ক'রতে পারি।"

আমার প্রতি অলিয়েসিয়ার আগেকার কঠোর ব্যবহারের জন্যে তাকে ভৎর্সনা করবার অদম্য ইচ্ছা অনুভব ক'রলাম—"আমার

অসুখের পূর্বেই তুমি ত ক'রতে পারতে—তখন তুমি আমার সঙ্গে একলাই যেতে চাইতে না……আমার মনে হ'তো, রোজ বিকালে ভাবতাম হয়তো তুমি আমার সঙ্গে আস্‌বে এগিয়ে দিতে। কিন্তু তুমি সেদিকে নজরই দিতে না, তুমি কী অসাড়, কী রকম রূঢ় ছিলে……তুমি আমায় কী যন্ত্রণা দিয়েছ, অলিয়েসিয়া!"

অলিয়েসিয়া সকরুণ অনুনয়ে অনুতাপের সুরে বল্‌লে—ছিঃ, লখ্যিটি, ওসব ভুলে যাও।"

"না,না, আমি তোমায় দোষ দিয়ে কিছু বল্‌ছি না। এমনই ব'লে ফেল্‌লাম। এখন বুঝতে পেরেছি কেন অমন হ'য়েছিলে। কিন্তু আগে মনে হ'তো……এখন ওসব কথা ব'লতেও মজা লাগে……আমি ভাবতাম তুমি বোধহয় সেই সার্জেণ্টের জন্যে আমার উপর চ'টেছিলে……ঐকথা মনে হ'লেই আমার নিদারুণ দুঃখু হ'ত। আমি না ভেবে পারতাম না যে, তুমি বোধ হয় আমাকে বিদেশী আর অত্যন্ত পর ব'লে মনে কর তাই আমার কাছ থেকে সাধারণ সামান্য উপকারটুকুও গ্রহণ ক'রতে তোমার অত কুণ্ঠা… আমার বড় খারাপ লাগতো……এমন কি আমার কখনো সন্দেহই হয় নি যে দিদিমাই হ'লেন ওর কারণ, বঝ্‌লে অলিয়েসিয়া।"

অলিয়েসিয়া'র মুখখানা হঠাৎ টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠলো।— "কিন্তু দিদিমা মোটেই নন্‌……আমিই, আমিই চাইনি নিজে।" রীতিমত স্পর্দ্ধাভরে ব'ল্‌লে সে।

"আচ্ছা, কেন তুমি চাওনি অলিয়েসিয়া, কেন বলতো?" জিজ্ঞাসা ক'রলাম তাকে। উত্তেজনায় আমার গলা ব'সে গিছলো। তার হাতখানা ধ'রে তাকে থামালাম; তখন আমরা একটা দীর্ঘ সরু রাস্তার ঠিক মাঝ বরাবর এসেছি রাস্তাটা তীরের মত সোজা

নের ভিতর দিয়ে চ'লে গেছে। আমাদের দু'পাশে সরু সরু লম্বা লম্বা পাইন গাছের সারি, পথটাকে একটা সুবিস্তৃত বারান্দার মত ক'রে বহুদূরে যেন গিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে—মাঝে মাঝে সেই সুরভিত ডালগুলো দুপাশ থেকে মিলিত হ'য়ে খিলানের মত ছাউনির সৃষ্টি ক'রেছে। ছালওঠা খাড়া খাড়া গাছের গুঁড়িগুলো সন্ধ্যার সিঁদুরে মেঘের ঘন লাল আভায় বিচিত্র হ'য়ে উঠেছিল।

তার হাতখানা কাছে টেনে এনে মৃদু চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে ব'লুলাম—"বলো কেন······অলিয়েসিয়া কেন?"

"আমি পারিনি, আমার ভয় হ'য়েছিল।" এত মৃদুস্বরে অলিয়েসিয়া ব'ললে যে শোনাই যায় না তার কথা। ব'ললে—"আমি ভেবেছিলাম নিয়তির হাত এড়ানো বোধ হয় সম্ভব। কিন্তু এখন······এখন······"

ব'লুতে ব'লুতে তার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এলো—যেন বাতাস নাই সেখানে। চকিতে তার হাতদুটো আমার গলা জড়িয়ে ধ'রলে সজোরে এবং অলিয়েসিয়ার কম্পিত অধরের মধুর উত্তাপ অনুভব ক'রলাম আমার ওষ্ঠে—বললে, "কিন্তু এখন সব সমান—সব সমান—কারণ আমি যে তোমায় ভালবাসি! ওগো আমার প্রিয়, ওগো আমার আনন্দময়, আমার প্রেমাস্পদ।" সে ক্রমশঃ নিবিড় আলিঙ্গনে আমায় আঁকড়ে ধ'রলে, আমি বেশ অনুভব করলাম তার সেই বলিষ্ঠ সুঠাম উত্তপ্ত দেহলতা আমার বাহুবেষ্টনে কী রকম কম্পিত হচ্ছিল আর আমার বুকের উপর তার হৃৎপিণ্ডের কত দ্রুত স্পন্দন। তার সেই উত্তেজনাময় চুম্বন মাতালকরা মদের মত আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তখনও রুগ্ন দুর্বল আমি, আমার নিজেকে সামলাবার ক্ষমতা ছিল না।

"অলিয়েসিয়া, দোহাই তোমার, অমন ক'রো না, ছেড়ে দাও আমায়।" আমি তার বাহুর বন্ধন ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লাম—"আমার ভয় হ'চ্ছে, এখন আমার নিজের জন্যে ভয় হ'চ্ছে; আমায় যেতে দাও অলিয়েসিয়া।"

সে মাথা তুললো। তার মুখখানা অবসন্ন হাসির ছটায় ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ললে—"ভয় পেয়ো না তুমি।" তার মুখে চোখে এক অবর্ণনীয় অভিব্যক্তি, কমনীয় অনুরাগ এবং অন্তঃস্পর্শী ভয়হীনতা।

"আমি তোমায় কখনও তিরস্কার ক'রব না, ঈর্ষাও ক'রব না কাউকে, তুমি কেবল বলতো, তুমি আমায় ভালবাস কি না?"

"আমি তোমায় ভালবাসি অলিয়েসিয়া, অনেকদিন থেকে ভালবাসি, অন্তরের সহিত ভালবাসি কিন্তু তুমি আমায় আর চুম্বন ক'রো না...... আমি দুর্বল হ'য়ে প'ড়ি; আমার মাথা গুলিয়ে যায়, অসাড় হ'য়ে প'ড়ি আমি......"

তার অধর আবার একবার আমার ওষ্ঠকে সুদীর্ঘ তীব্র মধুর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত ক'রলো। কিছুই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, মনে হ'ল সে যেন বলছে—"তা হ'লে ভয় পেয়ো না, আর কিছু ভে'বো না—এই দিনটি আজ আমাদের—কেউই আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।"

সেই সমস্ত রাত্রিটা একটা রূপকথার যাদু মন্ত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠ্‌লো, চাঁদ উঠ্‌লো, তার রশ্মিজাল, রহস্যময় বর্ণ বৈচিত্র্যে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে প'ড়লো বনের উপর। সেই অন্ধকারে গ্রন্থিল গাছের গুঁড়িগুলোর উপর আনত শাখাপ্রশাখায় এবং কোমল শৈবাল ভূমির উপর ফিকে নীল রংএর ছোপ প'ড়লো।

উঁচু উঁচু বার্চগাছের গুঁড়িগুলো পরিষ্কার সাদা ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছিল —মনে হ'চ্ছিল যেন তার সরু সরু পাতার উপর স্বচ্ছ রূপালী অবগুণ্ঠন ঝুলিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'য়েছে; জায়গায় জায়গায় ঘন পাইন শাখা ভেদ ক'রে আলো কিছুতেই প্রবেশ ক'রতে পারছিল না। কোথাও বা দুর্ভেদ্য নিবিড় অন্ধকার কেবল তার মাঝে কোন অজানা পথে একটি মাত্র রশ্মি প্রবেশ ক'রে দীর্ঘ বৃক্ষসারিকে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত ক'রে সরু পথের রেখার মত মর্ত্য অভিমুখে নেমে এসেছে। এত সুন্দর উজ্জ্বল আর পরিপাটি সেই আলোক পথ, মনে হয় যেন পরীরা অবিরণ আর টিটানিয়ার বিজয় শোভাযাত্রার জন্যে তৈরী ক'রে রেখেছে। আমরা দুজনে পাশাপাশি বাহুবদ্ধ হ'য়ে চ'ল্‌তে লাগলাম সেই প্রত্যক্ষ হাস্যময় রূপকথার রাজ্যের ভিতর দিয়ে আমাদের পুলক আর রাত্রির ভয়াবহ নীরবতার ভারে বিভোর হ'য়ে।

"আমি ভুলেই গিছলাম যে তোমায় বাড়ী যেতে হবে তাড়াতাড়ি।" হঠাৎ অলিয়েসিয়ার মনে হ'লো সে কথা। ব'ললে— "কী দুষ্টু মেয়ে আমি? তুমি সবেমাত্র তোমার অসুখ থেকে সেরে উঠেছো, আর আমি তোমায় এতক্ষণ বনের মাঝে আটকে রাখলাম।"

তাকে চুম্বন ক'রে তার মাথার ঘন কালো চুলের উপর থেকে শালটা সরিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বল্‌লাম— "দুঃখ কোরো না, অলিয়েসিয়া, অনুশোচনা ক'রো না।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সে বললে—"না, না যাই ঘটুক না কেন, দুঃখ্ ক'রবো না—আমি কত সুখী!"

"কিছু কি ঘটবার সম্ভাবনা আছে নাকি?" তার চোখে অব্যক্ত ভীতির উদ্বেগ ফুটে উঠ্‌লো। সেটা আমার বহুদিনের চেনা।

"হ্যাঁ ঘটবেই। তোমার মনে আছে, আমি তোমায় চিড়িতনের

বিবির কথা ব'লেছিলাম; সেই চিড়িতনের বিবি—আমি, আমি নিজে; তাস যে দুরদৃষ্টের কথা ব'লেছে সেটা আমারই হবে। তুমি জান আমার এমনও মনে হ'য়েছিল তোমায় নিষেধ ক'রবো—আমাদের সঙ্গে দেখাশোনা ক'রতে? কিন্তু ঠিক্ সেই সময় তোমার অসুখ ক'রলো। তোমার জন্যে তখন আমার এত উৎকণ্ঠা আর এমন কষ্ট হ'চ্ছিল যে তোমার এক মুহূর্তের সঙ্গ সুখের জন্যে জগতের সব কিছু বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তারপর ঠিক ক'রলাম আমার সুখকে কিছুতেই ভাসিয়ে দেব না—তাতে যা হয় হোক......"

"সত্যি অলিয়েসিয়া, আমারও ঠিক অমনই হ'য়েছিলো," তার ললাটে আমার ওষ্ঠের পরশ দিয়ে ব'ললাম—"আমি যে তোমায় ভাল-বাসি তা তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত জানতেই পারি নি। যে লোক ব'লেছে যে, প্রেমে বিচ্ছেদ ঠিক অগ্নিতে বায়ু সংযোগের মত, ক্ষুদ্রকে নিবিয়ে দেয়, গভীরকে দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে দেয়—ঠিকই বলেছে সে।"

অলিয়েসিয়া নিতান্ত উৎসুক হ'য়ে বললে—"কি, ব'ললে তুমি? আবার বলো—বলো, আবার বলো।"

কথাগুলো আবার ব'ললাম। জানিনা কথাগুলো কার, অলিয়েসিয়া ভাবতে লাগলো সেগুলো নিয়ে, তার ঠোঁটের নড়াচড়া দেখে আমি বেশ বুঝলাম সে কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি ক'রছে।

পিছনে হেলানো তার মুখখানার দিকে আমি একদৃষ্টে চেয়েছিলাম, তার বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটোর উপর চাঁদের আলো প'ড়ে জ্বল-জ্বল ক'রছিল; দেখ্তে দেখ্তে হঠাৎ একটা কাঁপুনির সঙ্গে যেন আসন্ন এক বিপর্যয়ের অস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার মনকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লো

(১১)

আমাদের এই অকপট মুগ্ধ প্রণয়কাহিণী চললো প্রায় একমাস। আজও আমার মনে অক্ষুণ্ণ প্রভাবে সঞ্জীবিত রয়েছে—অলিয়েসিয়ার সুন্দর মুখখানি, সেই প্রদীপ্ত গোধূলি, লিলিফুল আর মধুর সুরভি মাখা শিশির সিক্ত সেই প্রভাত, পাখীর কূজনে মুখর তেজদৃপ্ত নবীনতাময়, জুন মাসের সেই গরমে ক্লান্ত অলস দিনগুলো। তখন অবসাদ বা ক্লান্তি অথবা ভ্রাম্যমান জীবনযাত্রার প্রতি যে চিরকালীন আকর্ষণ, কোনোটাই আমার মনকে স্পর্শ ক'রতে পারতো না, আমি তখন প্যাগান দেবতা অথবা যৌবন চঞ্চল জীবের মত আলো, উত্তাপ, জীবনের আনন্দ চেতনা আর শান্ত পবিত্র স্পর্শজ প্রেমের পুলকে আত্মহারা।

আমি সেরে উঠ্‌বার পর থেকে বুড়ী মাম্নইলিখা এত অসহ্য-রকমের খিট্‌খিটে হ'য়ে উঠেছিল, এমন প্রত্যক্ষ বিদ্বেষভাব পোষণ ক'রতে লাগলো আমার উপর এবং আমি যখন কুটীরে ব'সে থাক্‌তাম সে তখন উনুনের উপর রান্নার পাত্রে বিরক্তিভরে এমন আওয়াজ ক'রতো যে, অলিয়েসিয়া আর আমি দুজনে বিকালে বনের মধ্যে দেখাশোনা করাই ভালো মনে করলাম। এবং সেই পাইন বনানীর বিরাট সবুজ সৌন্দর্যের মহামূল্য পরিবেশ আমাদের অনাবিল প্রণয়কে গৌরবান্বিত ক'রতো।

প্রতিদিন গভীরতম বিস্ময়ে আমি দেখতাম সেই বনবালা অলিয়েসিয়া, যে পড়তে পর্যন্ত জানে না, তার মধ্যে রয়েছে জীবনের বহু বিষয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি আর বিশিষ্ট সহজাত সুরুচি। স্থূল এবং প্রত্যক্ষভাবে, ভালবাসায় সব সময়েই একটা বীভৎস দিক আছে, যেটা

কোমল-চিত্ত শিল্পী-প্রকৃতি লোকেদের পক্ষে খুবই লজ্জাকর এবং পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু অলিয়েসিয়া তার অকপট নিষ্ঠায় সে সব এমন ভাবে এড়িয়ে যেতে পারতো যে আমাদের প্রণয় কোনো দিনই কোনো কুৎসিৎ চিন্তা বা মুহূর্তের নৈরাশ্যের কঠোরতায় কলুষিত হ'তে পারে নি।

ইতিমধ্যে আমার যাবার সময় এগিয়ে আসছিল। সত্যি কথা ব'লতে কি, পিয়ারব্রডে আমার যা কিছু সরকারী কাজ এর পূর্বেই প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল কিন্তু আমি ইচ্ছে ক'রেই শহরে ফিরে যাওয়াটা দেরী ক'রছিলাম। এ সম্বন্ধে অলিয়েসিয়াকে আমি বিন্দু-মাত্র আভাসও দিই নি কারণ আমায় চ'লে যেতে হবে এই কথাটা সে কী ভাবে যে নেবে তা কল্পনা করতেও আমার ভয় হ'চ্ছিল। অভ্যাসটা আমার মধ্যে গভীর ভাবে বদ্ধমূল, প্রতিদিন অলিয়েসিয়াকে দেখা, তার সুমধুর কণ্ঠ আর সঙ্গীত মূর্চ্ছনার মত হাসি শোনা, তার সোহাগের স্নিগ্ধ মনোরম স্পর্শ অনুভব করা আমার কাছে অপরিহার্য আবশ্যকেরও বাড়া হ'য়ে প'ড়েছিল। আবহাওয়ার বিপর্যয়ে যেদিন আমাদের দেখাশোনা ঘটতো না, সেই বিরস দিনগুলোতে মনে হ'তো ঠিক যেন আমি আমার জীবনের প্রধান এবং একান্ত প্রয়োজনীয় যা কিছু সব থেকে বঞ্চিত সর্বহারা হ'য়ে গেছি। প্রত্যেক কাজটি বিরক্তিকর নিরর্থক মনে হ'তো, আমার সর্বদেহ মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌তো সেই বনের জন্যে, সেই আলো, সেই নিবিড় সান্নিধ্য আর অলিয়েসিয়ার সুন্দর মুখচ্ছবির জন্যে।

অলিয়েসিয়াকে বিয়ে করার কল্পনা আমার মনে ক্রমশঃ দৃঢ়-সঙ্কল্পের মত হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রথম দিকে, এটা যে আদৌ সম্ভবপর

এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের সম্পর্কে শোভন সুন্দর পরিণতি হ'তে পারে একথা প্রায় মনেই হয় নি। কেবল একটা বিষয় শঙ্কা হ'ত, বাধাও ছিল তাই—আমি নিজে নিজেও ভাবতে পারতাম না, এই প্রাচীন কল্পকথা আর রহস্যভরা বনের মোহিণী পরিবেষ্টনী বিচ্যুত অলিয়েসিয়া চমকদার বনিয়াদি পরিচ্ছদে সজ্জিতা হ'য়ে বৈঠকখানায় আমার সহকর্মীদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ ক'রছে।

আমার চ'লে যাওয়ার দিন যত ঘনিয়ে আস্‌তে লাগলো, নিঃসঙ্গ জীবনের শঙ্কা ও বেদনা আরও যেন চেপে ব'সতে লাগলো। আমার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে নিত্য দৃঢ়তর হ'য়ে উঠলো; শেষ পর্যন্ত সেটা কিছুতেই সমাজবিরুদ্ধ ব'লে মনেই হ'লো না। সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত লোকেও ত পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারিণী এবং পরিচারিকাকেও বিয়ে করে, ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিতাম; তারাও তো বেশ সুখে বাস করে, এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাদের সেই মিলনের বিধানের জন্যে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকে। আমি কি নেহাৎ অন্য সবার চেয়ে অসুখী হবো।

জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন বিকালে আমার অভ্যাস মত, সরু একটা বনপথের বাঁকে মঞ্জরিত হোয়াইট হর্ণ ঝোপের মাঝে দাঁড়িয়ে অলিয়েসিয়ার জন্যে অপেক্ষা ক'রছি সে তখন অনেক দূরে, তার সেই সাবলীল দ্রুত পদক্ষেপ শুনতে পেলাম। অলিয়েসিয়া এসেই আমায় আলিঙ্গন ক'রে হাঁফাতে হাঁফাতে ব'ললে—"তুমি কেমন আছ বল! তোমায় অনেকক্ষণ দাঁড় ক'রিয়ে রাখিনি তো? শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসা এত কঠিন……সারাক্ষণ দিদিমার সঙ্গে বচসা ক'রে……"

"তিনি কি এখনও তোমার মতে মত দেন নি?"

"মোটেই না, তিনি আমায় বলেন—'ও তোমাকে উচ্ছন্নে দেবে, ও তার খুসীমত তোমার সঙ্গে খেলা ক'রবে, তারপর স'রে প'ড়বে···ও তোমায় একটুও ভালোবাসে না'······"

"ওঃ,তিনি আমার সম্বন্ধে এই কথাই বলেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে অমনি কথাই বলেন বটে, তবে আমি তাঁর একটা কথাও বিশ্বাস করি না···"

"তিনি কি সব কিছু জানেন ?"

"আমি ঠিক্ ব'ল্‌তে পারি না······কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি জানেন······আমি এ সম্বন্ধে তাঁকে ব'লিনি······তিনি ভেবে নিয়েছেন। যাক্‌গে ওসব ভেবে কি হবে, এস, এস······"

চমৎকার ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছ সমেৎ একটা হোয়াইট হর্ণের ডাঁটা ভেঙ্গে নিয়ে সে তার খোঁপায় প'রে নিলো। দুজনে ধীরে ধীরে চ'ল্‌তে লাগলাম সেই পথে, অস্তগামী রবিরশ্মি পথের বুকেও ফিকে গোলাপী রং ছড়িয়ে দিয়েছিল।

পূর্বরাত্রে ঠিক ক'রেছিলাম যে-কোনো প্রকারেই হোক আজ বিকালে আমি ব'লবই। কিন্তু কি এক অদ্ভুত জড়তা আমার জিভের উপর গুরুভারে চেপে ব'সেছিল। মনে হ'লো—'আমি যদি অলিয়েসিয়াকে ব'লি যে আমাকে চ'লে যেতে হবে এবং তাকে বিয়ে ক'রতে চাই—সে কি ভাববে না, যে প্রথম আঘাতের বেদনা লাঘব করবার জন্যেই আমার এই প্রস্তাব ক'রছি ? যাই হোক ; ঐ ছালওঠা গুঁড়িওয়ালা ম্যাপ্‌ল গাছটার কাছে পৌছালেই আমি শুরু ক'রব ব'লতে।' মনে মনে এই স্থির ক'রলাম। ইতি মধ্যে সেই ম্যাপ্‌লগাছের পাশাপাশি আমরা এসে প'ড়েছি···মনের আলোড়নে বিবর্ণ হ'য়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে ব'লতে যাবো—হঠাৎ

সাহস গেল দ'মে—শেষে বুকটা টিপ্ টিপ্ ক'রে উঠ্‌লো দ্রুত তালে, ঠোঁট দুটো কাঁপ্‌তে লাগলো। একটু পরে ভাবলাম আমার বয়স সাতাশ, আমি সাতাশ পর্যন্ত গুণে আরম্ভ ক'রব······গুণ্‌তে আরম্ভ ক'রলাম কিন্তু সাতাশের কাছে এসে দেখি আমার সিদ্ধান্ত শিথিল হ'য়ে গেছে। মনে মনে ব'ললাম—না, ষাট পর্যন্ত গোণাই ভাল, তাতে এক মিনিট হবে······তখন······আর কিছুতেই নয়, নিশ্চয় ব'লবো······নিশ্চয়······

"তোমার' আজ কি হ'য়েছে বলতো ?" হঠাৎ অলিয়েসিয়া জিজ্ঞাসা ক'রলো······"তুমি কষ্টকর কিছু ভাবছো। কি হ'য়েছে তোমার ?"

তখন কথা কইতে শুরু ক'রলাম বটে—কিন্তু স্বরটা নিজের কাছেই অপ্রীতিকর ঠেক্‌ছিল, কেমন একটা টেনে আনা অস্বাভাবিক খাপছাড়া ভাবে, যেন ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ !

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাস্তবিকই একটু অপ্রীতিকর বটে, অলিয়েসিয়া, তুমি ধ'রেছো দেখছি! দেখ আমার এখানকার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, কর্তৃপক্ষ আমায় শহরে ফিরে যাবার আদেশ ক'রেছেন !"

আড়চোখে চট ক'রে অলিয়েসিয়াকে দেখলাম। তার মুখের বর্ণ গেল মিলিয়ে, তার ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠ্‌লো। একটি কথাও তার মুখ থেকে বেরুলো না। কিছুক্ষণ তার পাশে আমি চুপ্‌চাপ চ'ললাম, ঘাসের ভিতর থেকে ঝিঁঝিঁপোকা আর 'কর্ণক্রেকের' একটানা কর্কশ আওয়াজ আস্‌ছিল দূর থেকে।

আমি আবার ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রলাম—"অবিশ্যি তুমি নিজেই বুঝ্‌তে পারছো, অলিয়েসিয়া, যে আমার এখানে থেকে কোনো লাভ

নাই; তাছাড়া থাক্‌বার জায়গা কোথাও নাই······আর আমার কাজকেও অবহেলা ক'রতে পারি না······"

"না······কেন······ব'লেই বা লাভ কি···" অলিয়েসিয়া ব'ল্‌লে। তার গলার স্বর বাইরে শান্ত মনে হ'লেও এত মর্মস্পর্শী আর প্রাণহীন যে ভয় হ'লো আমার। ব'ল্‌লে—"যদি এটা তোমার কর্তব্যই হয়······নিশ্চয়, যাবে বৈকি তুমি······"

সে গাছটার কাছে এসে থেমে, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। মুখখানা সম্পূর্ণ বিমর্ষ হ'য়ে গেছে, হাতদুটো যেন তার শরীরে কোনোমতে ঝুলে র'য়েছে অসাড়ভাবে, বিষাদময় করুণ হাসি তার অধরপ্রান্তে। তার পাণ্ডুরতা দেখে ভয় হ'লো আমার, ছুটে গিয়ে তার হাতদুটো সজোরে চেপে ধ'রে বললাম—"কি হ'লো অলিয়েসিয়া—রানী?"

"কিছু না, আমায় ক্ষমা ক'রো······এসব কেটে যাবে······ এখন······আমার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রছে।" সে জোর ক'রে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে চ'লতে সুরু ক'রলো আবার—আমার হাতে হাত রেখে।

অনুযোগের স্বরে ব'ললাম—"তুমি বোধহয় আমাকে মন্দই ভাবছো অলিয়েসিয়া, তোমার কিন্তু লজ্জিত হওয়া উচিত—তুমি কি সত্যিই মনে করো, আমি তোমায় ত্যাগ ক'রে স'রে প'ড়বো? না গো রানী, না, তাই জন্যেই তো আমি এই কথা পাড়লাম যাতে তুমি আগেই তোমার দিদিমাকে গিয়ে বলো যে আমি তোমায় বিয়ে করবো।"

আমি যা আশা করেছিলাম ঠিক্ তার বিপরীত হ'লো। আমার কথায় অলিয়েসিয়াকে একটুও বিস্মিত হ'তে দেখলাম না।

"তোমার স্ত্রী ?" ব'লে বিষাদভরে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে ব'ললে—"না না, অসম্ভব ভ্যানিচ্‌কা—অসম্ভব…।"

"কেন, কেন অলিয়েসিয়া ?"

"না না, তুমি নিজেই দেখ না, একথা ভাব্‌লেও হাসি পায়, তোমার কেমন স্ত্রী আমি হবো ? তুমি একটা শিক্ষিত বুদ্ধিমান ভদ্রলোক, আর আমি ? আমি প'ড়তেও পারি না ; লোকের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতেও জানি না। আমার স্বামী হ'তে তোমারই লজ্জা করবে…"

আমি খুব আগ্রহ সহকারে ব'ললাম—"কি বোকার মত ব'লছো, অলিয়েসিয়া ! ছ'মাসের মধ্যে তুমি নিজেই নিজেকে চিন্‌তে পারবে না। তুমি ধারণাই ক'রতে পার না যে তোমার মধ্যে স্বাভাবিক বুদ্ধি আর পর্যবেক্ষণ করবাব প্রতিভা কতখানি আছে। আমরা দুজনে একসঙ্গে ভালো ভালো সব বই প'ড়বো, সম্ভ্রান্ত সব বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রবো, দুজনে একসঙ্গে এই বিশাল পৃথিবীটাকে দেখ্‌বো, অলিয়েসিয়া ! ঠিক এখন আমরা যেমন চ'লেছি তেমনি হাত ধরাধরি ক'রে চ'লবো, বুড়ো বয়স পর্যন্ত—সেই কবর পর্যন্ত—তোমার জন্যে কখনই লজ্জিত হবো না আমি, বরং গর্বিত হবো আমি, কৃতজ্ঞ থাকবো…"

আমার এই আবেগপূর্ণ কথার উত্তরে অলিয়েসিয়া কৃতজ্ঞতাভরে আমার হাতটা মুঠো ক'রে ধ'রে—ব'লতে লাগলো—"সেই ত সব নয়……হয়ত তুমি এখনও জান না……আমি তোমায় কখনও ব'লিনি…আমার পিতা নাই…আমি জারজ সন্তান…"

"না না, অলিয়েসিয়া, ওকথা আমি শুনতে চাই না। তোমার কুল পরিচয়ে কি হবে, যখন তুমিই আমার কাছে, আমার বাবা

যা এমন কি পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে মূল্যবান! না, না, এসব অত্যন্ত তুচ্ছ তোমার ওজর—"

অলিয়েসিয়া বিনীত শান্ত সোহাগভরে আমার কাঁধের উপর হেলে প'ড়লো। ব'ললে—"দেখ, তোমার এসব কথা না কওয়াই ভাল ছিল। তুমি যুবক, মুক্ত পুরুষ, তোমায় সারা জীবনের মত আমি কি তোমার পা হাত বাঁধতে পারি! পরে যদি তুমি আর কোনো নারীর প্রেমে পড়? তখন তুমি ত আমায় ঘৃণা ক'রবে, আর যে দিন যে সময়টিতে আমি বিয়েতে রাজী হবো সেইক্ষণটিকে অভিশাপ দেবে! রাগ ক'রো না তুমি!"

কথাগুলোতে আমার মুখে অসন্তুষ্টির ছায়া দেখে সে অনুনয় ক'রে বলে উঠ্‌লো—"আমি তোমায় ব্যথা দেবার জন্যে ব'লিনি···আমি কেবল তোমার সুখের দিকটাই ভাব্‌ছি। হ্যাঁ, তুমি দিদিমার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছ। বল, তুমি নিজেই ভেবে দেখো, আমি কি তাঁকে একা ফেলে যেতে পারি?"

"কেন, তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন—"

(সত্যি কথা ব'ল্‌তে কি, তার দিদিমার কথা মনে হ'তে আমি অসোয়াস্তি বোধ ক'রছিলাম) "আর যদি তিনি আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে না চান, শহর মাত্রেই অনেক জায়গা আছে···সেগুলোকে বলে দাতব্যশালা···সেখানে এই রকম বৃদ্ধাদের থাক্‌বার ব্যবস্থা আছে—যত্ন ক'রে দেখাশোনা করা হয়।"

"না না, তুমি কি ব'ল্‌ছো? তিনি কখনই বন ছেড়ে যাবেন না। লোক্‌কে তিনি ভয় করেন।"

"বেশ তো তুমিই ভালো রকম কোনও উপায় ভাবো না, অলিয়েসিয়া। তোমার দিদিমা আর আমার মধ্যে একজনকে তোমার

বেছে নিতে হবে। কিন্তু তোমায় এই একটি কথা আমি ব'লে রাখি—তোমাকে ছাড়া আমার জীবনটা দুর্বিসহ হবে।"

অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে অলিয়েসিয়া ব'ললে—"ওগো, তোমার ঐ কথার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা রাখবার জায়গা নেই। তুমি আমার অন্তরকে উৎফুল্ল ক'রেছ। বিয়ে না ক'রেও আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি যদি তুমি আমায় তাড়িয়ে না দাও···কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ক'রো না—আমায় তাড়া দিও না—দোহাই তোমার, দু-একদিন সময় আমায় দাও। আমি ভালো ক'রে ভেবে দেখি···তাছাড়া দিদিমাকেও ব'লতে হবে।"

"আচ্ছা বলতো অলিয়েসিয়া", আমার মনে একটা নূতন চিন্তা জেগে উঠ্‌লো, জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"দেখ, তুমি বোধহয় এখনও··· গির্জাটাকে ভয় ক'রছো ?"

বোধহয় এই প্রশ্ন তুলেই আমার কথা শুরু করা উচিত ছিল। যাদুকরী শক্তি থাকার দরুণ তাদের বংশের উপর একটা কাল্পনিক অভিশাপের যে ভ্রান্ত বিশ্বাস তার মনে ছিল, সেটা দূর করবার চেষ্টায় প্রায় প্রতিদিনই এই নিয়ে অলিয়েসিয়ার সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হ'তো। রুশদেশীয় বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ধর্ম প্রচারকের ভাবটা নিতান্ত স্বাভাবিক। এটা আমাদের রক্তেই র'য়েছে, রুশদেশের সমস্ত সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে গেছে। কে ব'লতে পারে, যদি অলিয়েসিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতো সে হয়তো উপবাসগুলো কঠোর ভাবে পালন ক'রতো, একটি পার্বনও বাদ দিত না। খুব সম্ভব এই আমিই ধর্মবিশ্বাসী হয়েও কেবল তার মনে যুক্তিমূলক চিন্তার উন্মেষের জন্যে হয়ত তার ঐ ধর্মবোধকে মৃদু ব্যঙ্গ ক'রতে ছাড়তাম না। এই ধর্মবোধকে ব্যঙ্গ

ক'রতাম কিন্তু সে তার অকপট দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রতো—ভৌতিক শক্তির সঙ্গে তার আন্তরিক যোগাযোগ আর ঈশ্বর থেকে তার বিচ্যুতি, যে ঈশ্বরের কথা কইতেই সে ভয় পেতো।

অলিয়েসিয়ার কুসংস্কার দূর করবার চেষ্টা আমার নিষ্ফল হ'য়েছিল। আমার সমস্ত যুক্তিতর্ক, আমার বিদ্রূপ, মাঝে মাঝে তা খুবই কঠোর এবং পীড়াদায়কই হ'তো, কিন্তু সে সবই তার সেই রহস্যময় মারাত্মক যাদুকরীর উপর স্থির বিশ্বাসের কাছে চূর্ণ হয়ে যেতো।

আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "তুমি কি গির্জ্জাকে ভয় কর, অলিয়েসিয়া ?" সে নীরবে মাথা নত ক'রলো।

আমি কাতরভাবে ব'ললাম—"তুমি কি মনে করো, ঈশ্বর তোমাকে গ্রহণ ক'রবেন না ? তুমি কি মনে করো, তিনি তোমায় অনুগ্রহ ক'রবেন না ? তিনি, স্বয়ং, যিনি হাজার হাজার দেবদূতকে পরিচালনা করেন, তিনি নিজে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হ'য়ে সমস্ত মানবজাতীর মুক্তির জন্যে কী বীভৎস রকমের মৃত্যুকে বরণ ক'রেছিলেন! তিনি সবার চেয়ে ঘৃণিতা নারীর অনুশোচনাকেও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সেই শেষ দিনে স্বর্গে তাঁরই পাশে আসন লাভ করবে সে!"

আমার এই সব ভাষ্য ইতিপূর্বেই অলিয়েসিয়ার পরিচিত হ'য়ে গিছলো। কিন্তু এবার সে ওসব কথায় কানই দিলে না। তাড়াতাড়ি তার শালখানা নিয়ে পাকিয়ে আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিলে। ঝগড়া শুরু হ'লো দু'জনে। আমি তার হোয়াইটহর্ণ ফুলের গুচ্ছটা কেড়ে নেবার চেষ্টা ক'রলাম। সে বাধা দিতে গিয়ে মাটিতে প'ড়ে গিয়ে আমাকেও টেনে ফেল্‌লে তার সঙ্গে—খুসীতে হাস্‌তে হাস্‌তে

তার দ্রুত নিঃশ্বাসে স্ফুরিত সিক্ত সুন্দর অধর আমার দিকে এগিয়ে দিল......

অনেক রাত্রি তখন, বিদায় নিয়ে পরস্পর অনেক দূর চ'লে গেছি, হঠাৎ পিছনে অলিয়েসিয়ার ডাক শুনলাম—"ভ্যানিচ্‌কা, একটু দাঁড়াও—আমি তোমায় একটা কথা ব'লবো।"

আমি ফিরে তার কাছে এগিয়ে গেলাম; অলিয়েসিয়াও ছুটে এলো তাড়াতাড়ি আমার দিকে। আকাশে তখন খাঁজ-কাটা পাত্‌লা রূপার কাস্তের মত তরুণ চাঁদ হাস্‌ছিল। সেই আলোতে দেখলাম অলিয়েসিয়ার চোখদুটি অশ্রুভারে টলটল্ ক'রছে।

উৎকণ্ঠাভরে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"একি অলিয়েসিয়া?"

সে আমার হাতদুটো ধ'রে চুম্বন ক'রতে লাগ্‌লো বার বার। কম্পিত কণ্ঠে ব'ললে—"ওগো তুমি কতো সুন্দর, কতো ভালো তুমি, এতক্ষণ চ'লতে চ'লতে ভাবছিলাম কতো ভালোবাসো তুমি আমায়! দেখো, তুমি যা চাও, আমিও তেমনি কিছু ক'রতে খুবই চাই..."

"অলিয়েসিয়া, লক্ষ্মী রানী আমার, চুপ করো।"

সে বলতে লাগলো—"আচ্ছা বলতো, আমি যদি কোনো দিন গির্জায় যাই তুমি খুব খুসী হবে? সত্যি কথা বলতো—সত্যি ক'রে ব'লো?"

আমি ভাবনায় প'ড়লাম। হঠাৎ একটা মারাত্মক আশঙ্কা হ'লো মনে, যে এ থেকে কোনো অনর্থ ঘট্‌তে পারে।

"উত্তর দিচ্ছো না কেন? আমায় শীগ্‌গির বলো, তুমি তাতে খুসী হবে, না তোমার কাছে গির্জায় যাওয়া না-যাওয়া সমান?"

"কেমন ক'রে ব'লবো অলিয়েসিয়া?" সন্দিগ্ধ চিত্তে তাকে ব'ললাম—"হ্যাঁ, হয়ত খুসী হবো। আমি অনেকবার ব'লেছি যে

পুরুষ অবিশ্বাস ক'রতে পারে, সন্দেহ ক'রতে পারে, এমন কি শেষ পর্যন্ত উপহাসও ক'রতে পারে, কিন্তু [illegible]র দ্বিধাহীন ধর্মপরায়ণা হওয়া উচিত। যে সরল শান্ত বিশ্বাস নিয়ে নারী সর্বতোভাবে নিজেকে ঈশ্বরের আশ্রয়ে নিবেদন করে তার মধ্যে আমি সব সময়েই একটা মর্মস্পর্শী রমণীসুলভ কমনীয়তা অনুভব ক'রি।"

আমি চুপ ক'রলাম। অলিয়েসিয়াও কোনো উত্তর দিল না কেবল আমার বুকের ভিতর মাথা ঘসতে লাগ্‌লো ধীরে ধীরে।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"তুমি কেন আমায় ওকথা জিজ্ঞাসা ক'রছো?"

সে চ'ম্‌কে উঠে ব'ললে—"কিছু না, এমনই জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম। তুমি ও নিয়ে ভেবো না! আচ্ছা, আজ আসি। কাল আবার এসো।"

সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—অন্ধকারের দিকে চেয়ে, আমার কাছ থেকে চ'লে যাওয়া সেই পায়ের শব্দের প্রতি কান খাড়া রেখে। অদম্য ইচ্ছা হ'লো আমার—অলিয়েসিয়ার পিছু ছুটে গিয়ে তাকে ধ'রে এই ব'লে অনুনয় করি—দরকার হ'লে জোর করে দাবী করি, যে তাকে গির্জায় যেতে হবে না। কিন্তু আমি আমার সেই আকস্মিক উত্তেজনা দমন ক'রলাম এবং আমার মনে পড়ে, চ'লতে চ'লতে আমি নিজে নিজেই ব'লে উঠেছিলাম চীৎকার করে—"ভ্যানিচ্‌কা, আমার মনে হয়, তোমাকেও কুসংস্কারে পেয়ে ব'সেছে!"

হায় ঈশ্বর, আমি তখন কেন অন্তরের সেই অস্পষ্ট কথায় কান দিই নি? যে-কথা আমি এখন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করি······কখনও, ক্ষণিকের জন্য হ'লেও, অনাগতের পূর্বাভাস দিতে অন্তর কখনও ভুল করে না।

(১২)

ঐ রেগ্যাশোন্‌'র পরের দিনটা ছিল 'হুইট্‌সানটাইড'—খৃষ্টান পর্বদিন; সেটা আবার সেই বছরে পড়েছিল টিমথির মৃত্যু বাসরে—তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ শহীদ। লোকপ্রবাদ মতে এই দুটো দিন এক হ'য়ে গেলে ফসলের দিক থেকে খুবই হানি সূচনা করে। যাজকীয় কর্তৃত্বের দিক্‌ থেকে পিয়েরব্রড গ্রাম ছিল অন্য গির্জার অধীন, অর্থাৎ সেখানে গির্জা ছিল বটে কিন্তু তার নিজস্ব পুরোহিত ছিল না। কদাচিৎ কখনও উপবাসের সময় আর বড় বড় পর্বদিনে ভলূকাই গ্রামের পুরোহিত এসে পৌরহিত্য ক'রতেন।

সেদিন সরকারী কাজের তাগিদে আমায় নিকটবর্তী শহরে যেতে হ'য়েছিল; সকাল বেলাকার ঠাণ্ডাতেই আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে প'ড়েছিলাম বেলা প্রায় আট্‌টার সময়। কিছুদিন পূর্বে আমি ছোট্ট তেজী দেখে একটা ঘোড়া কিনেছিলাম আমার ঘোরা-ঘুরির জন্যে; সেটার বয়স ছ'সাত বছর হবে; স্থানীয় সাধারণ জাতের ঘোড়া কিন্তু তার আগেকার মালিক, জেলার স-ভেঁয়ারের যত্ন আর শিক্ষায় বেশ পোষ মেনেছিল। ঘোড়াটার নাম ছিল টারানসিক্‌। ঘোড়াটার প্রতি আমার রীতিমত টান এসে গিছলো। তার সেই সরু সরু পরিপুষ্ট পাগুলো যেন বাটালীর ছাঁটে তৈরী, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কেশর, তার ভিতর থেকে জ্বল জ্বল ক'রছে দুটো আগুনের ভাঁটার মত চোখ; আর ঠোঁট দুটো ছিল শক্ত ক'রে চাপা; রংটা ছিল অদ্ভুত রকমের, কদাচিৎ তেমন দেখা যায়—আগাগোড়া পাঁশুটে ইঁদুরের মত রং কেবল কোমরের কাছে এক জায়গায় সাদা কালোর একটু ছিট্‌।

আমাকে গ্রামের ঠিক্ মাঝখান দিয়েই যেতে হ'য়েছিল। গির্জা থেকে সরাইখানা পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠখানা গাড়ীর লম্বা লম্বা সারিতে ভ'রে গিছ্‌লো। আশে পাশের গ্রামের কৃষকরা স্ত্রী আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে এসেছিল ছুটি ব'লে—ভোলোচা, জুলনিয়া আর পিচালোভ্‌কা থেকে। গাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে লোকগুলো ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেই সকালে, আর আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মাতাল ছিল অনেক (ছুটির দিনে বা রাত্রি বেলা সরাই-খানার আগেকার মালিক গোপনে ভড্‌কা বিক্রী ক'রতো)। সকাল বেলাটা বাতাসের লেশমাত্র ছিল না—স্তব্ধ ভাব; গুমোট রেখেছিল, দিনটা অসহ্য গরম হবে তারই সূচনা। আকাশ নির্মল, মেঘের লেশমাত্র ছিল না তাতে; দেখ্‌তে যেন ঠিক রূপালী ধূলোয় ঢাকা।

সেই ছোট্ট শহরের সকল কাজ সারা হ'লে অল্প ক'রে হাল্কা একটু খানা খেয়ে নিলাম—পাইক মাছ য়িহুদী প্রথায় রান্না আর তার সঙ্গে খানিকটা নিরেশ ধরণের বিয়ার দিয়ে গলাটা সাফ্‌ক'রে নিলাম। তারপর বাড়ীর দিকে রওনা হ'লাম। একটা কামারের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মনে প'ড়লো টারানসিকের সামনের পায়ের নালগুলো কিছুদিন আগে আল্গা হ'য়ে গিছলো। তার পায়ে নাল লাগাবার জন্যে নামলাম সেইখানে। তাতে প্রায় আরও দেড় ঘণ্টা কেটে গেল; কাজেই যখন আমি পিয়েরব্রড গ্রামের কাছাকাছি এসেছি তখন বেলা বোধহয় বিকাল চারটা কি পাঁচটার মধ্যে।

সমস্ত মাঠ্‌টা ভ'রে গেছে মাতালে—হৈ হৈ ক'রছে তারা। সরাইখানার উঠান আর অলিন্দে খরিদ্দার গিস্ গিস্ ক'রছে—

কেবল তাদের মধ্যে চ'লেছে ধাক্কাধাক্কি আর গুঁতোগুঁতি। পিয়ের-ব্রডের লোক আর তাদের সঙ্গে ভিন্‌গাঁয়ের আগন্তুকরা ঘাসের উপর আর গাড়ীর ছায়ায় ব'সেছিল। সর্বত্র উর্ধমুখী হ'য়ে মদের বোতল ঢালছিল গলায়। একটা লোকও তাদের মধ্যে প্রকৃতিস্থ ছিল না; সকলের নেশার মাত্রা এতদূরে পৌঁচেছিল যে, চাষীরা প্রত্যেকেই মাতলামীতে অপর সকলকে টেক্কাদিয়েছে সেটা প্রমান করবার জন্যে গর্বভরে চীৎকার স্থুরু ক'রেছে। তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো তখন এমন একটা অবশ আর ভারী অবস্থায় এসে গিছলো যে, মাথা নেড়ে 'হাঁ' ব'লতে সমস্ত দেহটা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে প'ড়ছিল, হাঁটু মুড়ে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত দেহের ভার ঠিক্ রাখতে না পেরে—পিছনের দিকে চিৎপাৎ প'ড়ে যাচ্ছিল অকস্মাৎ—অত্যন্ত অসহায় হ'য়ে। ছোট ছেলেমেয়েরাও সেই একই জায়গায় ছুটোছুটি চেঁচামেচি ক'রছিল ঘোড়ার পায়ের ফাঁকে ফাঁকে—ঘোড়াগুলো সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে আপন মনে শুক্‌নো ঘাস চিবিয়ে যাচ্ছে। কোথাও বা কোনো স্ত্রীলোক, যে নিজেই সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছে না, তার চুরচুরে মাতাল স্বামীর জামার আস্তিন ধ'রে তাকে বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে চ'লেছে জোর ক'রে—তার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে। একটা ঘন বসতির ছায়ায় প্রায় জনকুড়ি কৃষক, পুরুষ আর মহিলা মিলে, একজন অন্ধ বীণাবাদককে ঘিরে ধ'রেছে; তার কাঁপাগলার নাকি সুরের সঙ্গে তার বাদ্য যন্ত্রের একটানা জিং জিং শব্দ সেই জনতার একঘেয়ে কোলাহলকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল স্পষ্ট। দূর থেকে আমারও কানে আস্‌ছিলো দক্ষিণ রুশীয় সঙ্গীতের সুপরিচিত বাণীগুলো—

"ঐ যে উঠেছে তারা গো, সাঁঝের তারা,
পোচ্‌হা মাঠের 'পরে ;
ঐ যে আসে গো তুর্কী সেনানী
(যেন) কালো মেঘ থরে থরে !"

এই গানখানার ভিতর দিয়ে ব'লতে চায় কেমন ক'রে তুর্কীরা পোচ্‌হা মঠ আক্রমণ ক'রতে না পেরে কৌশলে দখল করবার চেষ্টা ক'রেছিল। এই মতলবে তারা পাঠিয়েছিল, যেন মঠ্‌কে উপহার দিয়েছে এই ভাবে, একটা বিরাট বাতি, বারুদ ঠাসা। বারজোড়া বলদে টেনে এনেছিল সেটা। উৎফুল্ল সন্ন্যাসীরা সেটাকে ভার্জিনের বিগ্রহের সাম্‌নে জ্বালাবার জন্যে ব্যস্ত ; কিন্তু ঈশ্বর তুর্কীদের কু মতলব চরিতার্থ হ'তে দিলেন না।

"রাত্রে স্বপন দেখিল প্রবীন—
সে বাতি কেহ না লয় ;
ফাঁকা মাঠে ল'য়ে কুঠারের ঘায়
কেটে যেন করে ক্ষয়।"

তখন মঠবাসীরা—

"ফাঁকা মাঠে লয়ে, সে বাতির 'পরে
কুঠার হানিল যত
ওগো, গোলাগুলি আর বারুদের রাশি
ছড়ায়ে পড়িল তত।"

মনে হ'চ্ছিল সেখানকার অসহ্য গরম বাতাসটা, ভড্‌কার তলানি, পেঁয়াজ, ভেড়ার চামড়া, মোটাকম্বল ইত্যাদির গন্ধ আর নোংরা লোকগুলোর গায়ের তাপ মিলিয়ে একটা উৎকট গন্ধে ভ'রে উঠেছিল। আমি যখন তাদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম,

টারানসিক্‌কে কোনো রকমে বাগিয়ে—সে ক্রমাগতই মাথা নাড়ছিল, আমার প্রতি চারদিক থেকে তাদের সকলকার অভদ্র অদ্ভুত এবং প্রতিকূল দৃষ্টি আমার চোখ এড়ায় নি। [illegible] লোকও টুপী খুললো না, যেটা খুবই স্বাভাবিক, তবে আমার কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গোলমাল থেমে এসেছিল। হঠাৎ জনতার ঠিক মাঝখান থেকে খুব কর্কশগলায় একটা উন্মাদ চীৎকার শোনা গেল—কথাগুলো পরিষ্কার বোঝা গেল না—তার উত্তরে হি হি করে একটা চাপাহাসির শব্দও এলো কানে। ভয়ার্ত এক স্ত্রীলোকের কণ্ঠ ধম্‌কাতে শুরু ক'রলো সেই ঝগড়াটে লোকটাকে—

"চুপ্‌, চুপ্‌, বোকা কোথাকার! চীৎকার ক'রছো কেন? তোমার কথা যে শুন্‌তে পাবে।" বিদ্রূপকারী সেই রুক্ষকটি ব'লে উঠ্‌লো—"শোনে তো কি হবে? আমার [illegible] ক'রবে সে। উচু চাকরে? ও তো কেবল বনের মধ্যে, তার···"

উন্মাদ অট্টহাসির সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর বু[illegible] কথা বাতাসে মিলিয়ে গেল। চকিতে আমার ঘোড়ার মুখ ফি[illegible] চাবুক বাগিয়ে ধ'রলাম শক্ত ক'রে—রাগে আর উত্তেজনায় আমি আচ্ছন্ন, তখন কিছু দেখতে পাচ্ছিনা, ভাবতেও পাচ্ছিনা—কিছুতেই ভয় নেই তখন। হঠাৎ একটা অদ্ভুত রকমের [illegible] উৎসুক ভাব মনে হ'লো আমার, বিদ্যুতের মত চকিতে—এমনি তো আমার জীবনে এর আগে একবার ঘটেছিলো, অনেকদিন আগে···ঠিক এখনকার মত সূর্য ছিল প্রখর, সারা মাঠ্‌টা ঠিক্‌ এমনি কোলাহলময় উত্তেজিত জনতায় পূর্ণ ছিল। ঠিক্‌ এমনিতরো ভীষণ ক্রোধের উত্তেজনায় সেদিনও চকিতে ফিরে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু সেটা কোন জায়গায়?

কখন…?…কখন? চাবুকটা নীচু ক'রে পাগলের মত বাড়ীর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

যারমোলা ধীরেসুস্থে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটা ধরবার সময় রুক্ষভাবে ব'ললে—"ম্যারেনোভ ফার্মের বেলিফ আপনার ঘরে অপেক্ষা ক'রছেন।"

আমার মনে হ'ল সে যেন আরও কিছু ব'লতে যাচ্ছিল যেটা শোনা আমার পক্ষে দরকারীও বটে, কষ্টকরও বটে; আমি যেন দেখতে পেলাম তার মুখে একটা কটু বিদ্রূপের অস্পষ্ট আভাস। আমি ইচ্ছে ক'রেই দরজার মুখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে কটমটিয়ে চাইলাম তার দিকে—কিন্তু সে আমার দিকে না তাকিয়েই ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টান্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল, ঘোড়াটা সাম্‌নের দিকে মুখখানা বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল।

ঘরে ঢুকে দেখলাম নিকটবর্তী এক এষ্টেটের এজেণ্ট নিকিটা ন্যাজারিচ্ মিস্‌ৎচেন্‌ক। তার পরনে পাঁশুটে রংয়ের জ্যাকেট, লাল্‌চে রংয়ের [illegible]; নীল রংয়ের পেণ্টুলুন আর টক্‌টকে লাল রংয়ের নেকটাই। চুলগুলো ঝামাঝি দু'ভাগে আঁচড়ানো, পমেড মাখা চক্‌চকে; তার সর্বাঙ্গ থেকে পারসিক লিলাকের সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। আমাকে দেখ্‌তে পেয়েই চেয়ার থেকে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে আমায় অভিবাদন জানালে, ঠিক্ নত হ'য়ে নয়, কোনমতে কোমর একটু বাঁকিয়ে এবং সেই সঙ্গে দু'পাটি দাঁতের ফ্যাকাসে মাড়িদুটো ঈষৎ বার ক'রে। নিকিটা ন্যাজারিচ্ বিনয় সহকারেই ব'ললেন হড়বড়িয়ে—"আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হ'লাম। বড়ো আনন্দ হ'লো আপনাকে দেখে। প্রার্থনা শেষ ক'রে আপনার জন্যে আমি এখানে অপেক্ষা ক'রছি।

এতদিন আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া[illegible]তা বিরক্ত লাগছিল আমার, আপনাকে তো ভুলতেই ব'সেছিলাম। আপনি আমাদের ওদিকে একদিনও যান না কেন বলুন তো? টীপ্যানীর মেয়েগুলো তো আজকাল আপনাকে নিয়ে ঠাট্টা করে দেখি।"

এই বলে তার কি যেন একটা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল; হি হি ক'রে হাসতে সুরু ক'রলো ভয়ানক। তার সেই দম আটকানো হাসির ফাঁকে ব'লে উঠ্‌লো—"আজ কী মজাই না হ'য়েছিল! হাঃ, হাঃ হাঃ···আমার তো হাস্‌তে হাস্‌তে প্রায় নাড়ী ছেঁড়বার জোগাড়!"

আমার বিরক্তিভাবটা না চেপেই জিজ্ঞাসা ক[illegible]াম—"কি ব'লছেন আপনি? মজাটা কি হ'ল?"

হাসির তোড়ে থম্‌কে থম্‌কে নিকিটা ব'লতে লাগলো—"প্রার্থনার পর এক হলুস্থূল কাণ্ড। পিয়েরব্রডের মেয়েগুলো···না, দোহাই ভগবান আমি তো পারতাম না···পিয়েরব্রডের মেয়েগুলো একটা ডাইনীকে এখানে হাটের মাঝে ধ'রেছিল···অবিশ্যি তাদের চাষাড়ে অজ্ঞতায় তাকে ডাইনী ব'লে মনে করে···যাই হোক তাকে যা প্রহারটা দিল তারা! তার সর্বাঙ্গে তারা আলক[illegible]া মাথাবার জন্যে ধ'রেছিলো, কোনো রকমে ছিট্‌কে তা[illegible] মাঝ থেকে পালিয়েছে—"

একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক চেপে ব'সলো আমার মনে। প্রবল উত্তেজনায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিছলাম, বেলিফের দিকে ছুটে গিয়ে তার কাঁধ দুটো চেপে ধ'রলাম সজোরে। খুব চড়াগলায় ব'ললাম—"কি সব ব'লছেন আপনি? আপনার হাসিটা থামান তো। ধিক্ আপনাকে? এ ডাইনী কে, কার কথা ব'লছেন আপনি?"

তার হাসি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল; গোল গোল চোখদুটো

মিলে ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে হতভম্ব হ'য়ে বাধো বাধো ভাবে ব'ললে—"আমি…আমি…বাস্তবিক জানি না। আমার মনে হয় কে যেন ব'লেছিল সামোইলিখা…মাম্বুইলিথা…হবে কি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে এক মাম্বুইলিথার মেয়ে। চাষারা ঐরকম কি একটা ব'লে চীৎকার ক'রছিল। কিন্তু বাস্তবিক ব'লছি…কি যে ব'লছিল আমার মনে নেই।"

তার কাছ থেকে শুনলাম সে যা যা দেখেছে আর শুনেছে ধারাবাহিক ভাবে। সে কাহিনীটা ব'ললে অসঙ্গত রকমের, খাপছাড়া; খুঁটিনাটি ব'লতে গিয়ে প্রতিপদে গুলিয়ে ফেলছিল, আর আমিও প্রত্যেক পদে প্রশ্ন ক'রে বাধা দিচ্ছিলাম বিস্মিত হ'য়ে; মাঝে মাঝে থম্‌কেও উঠ্‌ছিলাম। তার বর্ণনা থেকে আমি খুব সামান্যই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। এর মাস দুই পরে একজন প্রত্যক্ষদর্শী, ক্রাউনল্যাণ্ডসের ফরেষ্টারের স্ত্রী, তিনিও সেদিন উপস্থিত ছিলেন, সেই উপাসনায়, তাঁর কাছ থেকে শুনে তবে আমি সেই জঘন্য ঘটনাটার আগাগোড়া জান্‌তে পারলাম।

আমার ভাবী আশঙ্কাটা মিথ্যে হয় নি। [illegible] ভয় দূর ক'রে গির্জায় এসেছিল। সে যখন গির্জায় এসে পৌঁচেছিল তখন প্রার্থনার কাজ অনেক দূর হ'য়ে গেছে; সে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল এবং গির্জায় যত কৃষক ছিল, সে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাদের সকলের দৃষ্টি প'ড়লো তার উপর। প্রার্থনার বাকি সময়টা স্ত্রীলোকেরা পরস্পর কানাকানি ক'রছিল আর পিছন দিকে ফিরে ফিরে দেখছিল।

সমবেত প্রার্থনার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার সাহস অলিয়েসিয়ার যদিও ছিল কিন্তু সে হয়ত তাদের সেই কুটিল

কটাক্ষের অর্থ বুঝতে পারে নি; সে বোধহয় দম্ভভরে তাদের উপেক্ষাই ক'রেছিল। কিন্তু গির্জা থেকে বেরিয়ে গির্জার বেড়ার কাছে যেতে না যেতেই এক দল স্ত্রীলোক তাকে ঘিরে ধ'রলো; প্রতি মুহূর্তে তাদের দল বাড়তে লাগ্‌লো তার চারদিকে এবং ক্রমশঃ তার কাছে ঝেঁকে আস্‌তে লাগলো তারা। প্রথমতঃ তারা কোনো রকম শিষ্টাচার না রেখে, কোনো কথা না ব'লে, চুপচাপ নিরীক্ষণ ক'রলে সেই অসহায় যুবতীকে; সে তখন ভয়ে চারিদিকে দেখ্‌ছে। তারপরই শুরু হ'ল তার চূড়ান্ত অপমান—তীব্র বাক্যবাণ, গালিগালাজ আর উচ্চ উপহাস সেই সঙ্গে। তারপর কথা ছাড়িয়ে কেবল স্ত্রীলোকদের রাক্ষসী চীৎকার আরম্ভ হ'লো আর গণ্ডগোল; উত্তেজিত জনতা ক্রমশঃ ক্ষিপ্ততর হ'য়ে উঠ্‌লো। বারকয়েক অলিয়েসিয়া চেষ্টা ক'রেছিল এই বীভৎস সজীব বেষ্টনী থেকে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে কিন্তু প্রত্যেক বারই তাকে তারা ধাক্কা মেরে মাঝখানে এনে ফেলছিল। হঠাৎ জনতার পিছন থেকে একটা বুড়ী তীব্র কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—"নোংরা ছুঁড়ীটাকে আলকাৎরা মাখিয়ে দাও—আলকাৎরা।" রুশিয়ায় কোনো বালিকার বাড়ীর দরজায় আলকাৎরা মাখানো মানেই তার অসহণীয় অপমান; তার গায়ে মাখানো ত দূরের কথা। সেই মুহূর্তেই এক টিন আলকাৎরা আর বুরুশ এসে গেল—সেই ক্রুদ্ধ জনতার মাঝে—মাথার উপর দিয়ে হাতে হাতে এগিয়ে আস্‌তে লাগলো সেটা।

তখন অলিয়েসিয়া রাগে ভয়ে এবং হতাশায় দিশে হারিয়ে তার নিগ্রহকারীদের মধ্যে সামনে যাকে পেল তার দিকে ছুটে গিয়ে এত জোরে ধাক্কা দিল যে, সে মাটিতে ছিট্‌কে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে মারামারি হ'লো শুরু আর সেই বিরাট জনতার

মিলিত চীৎকার। সেই ধস্তাধস্তির ভিতর থেকে অলিয়েসিয়া আশ্চর্য রকমে পিছ্‌লে বেরিয়ে এসেছিল। বেরিয়েই সোজা রাস্তা ধ'রে উর্ধশ্বাসে দৌড়লো; তার শাল রইল প'ড়ে, পোষাক পরিচ্ছদ ছিঁড়ে কুটি কুটি হ'য়ে গিয়ে তার গা বেরিয়ে প'ড়ছিল অনেক জায়গায়। তার উপর তখনও চ'লেছে পিছু পিছু—পাথর ছোড়া, ইতর গালিগালাজ আর বিদ্রূপের হাসির তোড়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট পা এসে অলিয়েসিয়া একটু দাঁড়িয়ে তার সেই রক্তাক্ত আঁচ্‌ড়ানো বিবর্ণ মুখখানা জনতার দিকে ফিরিয়ে চীৎকার ক'রে ব'ললে—"বেশ বেশ—তোমাদের একথা মনে থাকে যেন। এর জন্য তোমাদের কেঁদে ভাসাতে হবে—তোমাদের সকলকে।" কথা-গুলো সে এত চেঁচিয়ে ব'লছিল যে সারা মাঠের লোকে তা শুন্‌তে পেয়েছিল।

প্রত্যক্ষদর্শিনীই আমাকে পরে ব'লেছিলেন যে ঐ অভিশাপের কথাগুলো এমন তীব্র ঘৃণাভরে, অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ বাণীর মত এত উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হ'য়েছিল যে মুহূর্তের জন্যে সেই জনতা স্তব্ধ হ'য়ে গিছলো। কিন্তু সেটা কেবল মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আবার গালাগালির তোড় নূতন ক'রে শুরু হ'য়েছিল।

যা ব'লছিলাম, ঘটনার খুব অল্পদিন পরেই কাহিনীর খুঁটিনাটি সব আমি জানতে পেরেছিলাম। তখন মিস্‌ৎচেনকের বিবরণ শোনবার মত শক্তি বা ধৈর্য আমার ছিল না। মনে হ'লো যারমোলার হয়তো তখনও ঘোড়ার জিন খোলা হয় নি; সেই হতবুদ্ধি বেলিফকে আর একটা কথাও না ব'লে আমি দৌড়ে এলাম উঠানে। যারমোলা তখনও টান্‌চে ঘোড়াটাকে বেড়ার দিকে। ঘোড়ার রাশটা পিঠের দিকে নিয়ে, জিনের পেটিটা এঁটে

চকিতে ছুট্‌লাম বনের দিকে···ঘোরালো পথ ধ'রে—যাতে সেই উন্মত্ত জনতার মাঝ দিয়ে যেতে না হয়।

(১৩)

ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে পাগলের মত যখন ছুট্‌ছি তখন আমার মনের অবস্থা যে কি তা বর্ণনা করা যায় না। একেবারে ভুলে গেছি কোথায় ছুটছি, কেনই বা ছুটছি। কেবল একটা ক্ষীণ আভাস মনের মধ্যে রয়েছে—কি যেন একটা অপূরণীয় ক্ষতি হ'য়ে গেছে—কি যেন একটা বীভৎস ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটেছে! জ্বরে প্রলাপের ঘোরে মানুষের মনটা যেমন অহেতুক গুরুতর আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে ঠিক তেমনি ভাব। সারা পথটা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের তালে তালে আমার মনের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছিল সেই বীণাবাদকের নাঁকি সুরে ভাঙ্গা গলায়—

ঐ যে আসে গো তুর্কী সেনানী
(যেন) কালো মেঘ থরে থরে।

যখন সেই সরু পায়ে-চলা পথ, যেটা মাম্বুইলিখার কুঁড়ের দিকে গেছে, তার কাছে এলাম তখন টারানসিকের পিঠ থেকে নেমে তার লাগাম ধ'রে চ'ল্‌লাম। তার জিনের প্যাড্, আর পেটির সর্বত্র গাঁজলায় ভর্তি হ'য়ে গিছ্‌লো। দিনের বেলাকার প্রচণ্ড উত্তাপ আর দুরন্তবেগে ঘোড়া ছোটানোর ফলে আমার মাথাতেও রক্ত এত চ'ড়ে গিছ্‌লো যেন অবিরাম জোর পাম্প চালানো হ'য়েছে রক্তে।

ফক্কির ঝাড়ে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে আমি কুটীরে প্রবেশ ক'রলাম। প্রথমে মনে হ'লো অলিয়েসিয়া হয়ত সেখানে নাই,

সঙ্গে সঙ্গে আমার বুক আর ঠোঁটদুটো ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। একটু পরেই দেখতে পেলাম সে বিছানায় শুয়ে আছে মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরানো, মাথাটা বালিশের ভিতর ডোবা। দরজা খোলার শব্দেও সে পাশ ফিরলো না।

মাম্মইলিখা তার পাশে উবু হ'য়ে ব'সেছিল। আমায় দেখতে পেয়ে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে হাত নেড়ে নিষেধ ক'রলো। তারপর আমার খুব কাছে এসে ভয় দেখানো ভাবে কানে কানে ব'ললে—"চুপ, গোলমাল ক'রো না ব'লছি—টের পাবে তাহ'লে!" তার সেই জ্যোতিহীন ঘোলাটে চোখদুটোতে কটমটিয়ে আমার দিকে চেয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'ললে বিদ্বেষভরে —"হাঁ, কাজটা তো বেশ ভালো রকমেই ক'রেছো বাছা?" আমি চ'টে গিয়ে ব'ললাম—"দেখ, ঠান্‌দি, এখন আমাদের দুজনের বোঝাপড়া বা গালিগালাজের সময় নয়। কি হ'য়েছে অলিয়েসিয়ার তাই বল।"

"চুপ, চুপ। অলিয়েসিয়া ঐ তো অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। হবে আর কি অলিয়েসিয়ার! তোমার যেখানে কোনো দরকার ছিল না সেখানে যদি তুমি মাথাটি না গলাতে আর ঐ মেয়েটাকে অত আজেবাজে কথা না শোনাতে কোনো অনর্থই ঘট্‌তো না। আমিও সে সব দেখে শুনেও প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি···কি মুখ্যু আমি! কিন্তু অন্তরে অন্তরে এই দুর্ঘটনার আভাস আমি পেয়েছিলাম। যে দিন তুমি সর্ব প্রথম, এক রকম জোর করেই, আমাদের ঘরে ঢুকেছিলে সেই দিনই আমি এই দুর্ঘটনার আঁচ পেয়েছিলাম। তুমি কি ব'লতে চাও যে, তুমি ওকে জোর ক'রে গির্জায় যাবার জন্যে ওস্কাও নি?" এই ব'লে বুড়ী আমার দিকে হঠাৎ ঘৃণায় মুখ

বিকৃত ক'রে চাইলে। "তুমি নও কি? আপুদে লোক কোথাকার! মিথ্যা কথা ব'লো না—তোমার ছলচাতুরী দিয়ে আমায় এড়াবার চেষ্টা ক'রো না—নির্লজ্জ কুকুর কোথাকার—কিসের লোভ দেখিয়ে ওকে তুমি গির্জায় যাবার জন্তে মতলব দিয়েছিলে?"

"আমি ওকে কোনো লোভই দেখাই নি ঠানদি? হলফ্ ক'রে ব'লছি তোমায়। ও নিজে থেকেই যেতে চেয়েছিল।"

মাস্থইলিখা নিজের হাতজুড়ে, মুঠো ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—"হায় আমার পোড়া কপাল, কি দুর্ভাগ্য গো! সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে এলো সে—তার মুখটা আস্ত রাখে নি—স্কার্টখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি হ'য়ে গেছে—মাথায় শালখানাও নাই। কি ক'রে অমন দশা হ'লো, আমায় ব'লতে ব'লতে—হাসেও, কাঁদেও—যেন মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে তার। তারপর বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি যখন কাছে গেলাম মনে হ'লো ঘুমুচ্ছে। বোকার মত এই ভেবে খুসি হ'লাম যে ঘুমুলেই তার সব সেরে যাবে। হাতটা ঝুলে আছে দেখে তুলে ঠিক ক'রে দিতে গেলাম, পাছে কুলে ওঠে, এই ভয়ে, বাছার হাতখানা ধরতে গিয়ে দেখলাম যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। মানে তখন জ্বর এসে গেছে। ঘণ্টাখানেক ধ'রে অবিরাম কেবলই কথা কইছিল, খুব তাড়াতাড়ি ব'লছিল কিন্তু বড় করুণভাবে। সে এই মাত্র থেমেছে—এক মুহূর্ত আগে। তুমি কি ক'রলে গো তার? তুমি কি করলে?" ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কাঁদতে গিয়ে তার বাদামী রংয়ের মুখখানা কুঁচ্‌কে ভীষণ বিকট হ'য়ে উঠ্‌লো। মুখের সমস্ত পেশীগুলো শক্ত হ'য়ে কাঁপ্‌তে লাগলো। চোখ দুটো বিস্ফারিত হ'য়ে কপালে পুরু ভাঁজ প'ড়ে গেল—চোখ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল ঝ'রতে লাগলো বড়ো বড়ো ফোঁটায়। দু'হাতে

মাথা ধ'রে টেবিলের উপর কনুই রেখে তার সমস্ত দেহটা দোলাতে দোলাতে একটানা চ'ললো তার চাপা কান্না—"ওগো আমার মেয়ে গো, ওরে আমার নাত্‌নী রে—কি যে যন্ত্রণা আমার গো!"

আমি তখন ধ'ম্‌কে উঠ্‌লাম মান্নুইলিথাকে "চেঁচিও না, বোকা বুড়ী কোথাকার! জাগিয়ে ফেল্‌বে যে ওকে?" বুড়ী চুপ ক'রলো বটে, কিন্তু মুখে সেই উৎকট কান্নার ভঙ্গীতেই ঢুল্‌তে লাগ্‌লো আর তার চোখের জল প'ড়তে লাগলো টপ্‌ টপ্‌ ক'রে টেবিলের উপর। এই ভাবে মিনিট দশেক কেটে গেল। আমি মান্নুই লিথার পাশে ব'সে নিবিষ্টমনে শুনছিলাম একটা মাছি একটানা ভোঁ ভোঁ শব্দ করে জানালার শার্সিতে ধাক্কা খাচ্ছিল।

হঠাৎ অলিয়েসিয়ার অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল—"দিদিমা, দিদিমা, কে এসেছে?"

মান্নুইলিথা নেংচে নেংচে তাড়াতাড়ি তার বিছানার কাছে গিয়ে নাঁকিস্বরে আরম্ভ ক'রলো—"ওরে, আমার নাত্‌নী রে, ওঃ কি কষ্ট আমার রে, কি যন্ত্রণা।"

"আঃ থামো দিদিমা, তুমি থামো।" অলিয়েসিয়া ব'লে উঠ্‌লো অনুযোগের সুরে অতিকষ্টে, "কে এখানে ব'সে আছে বল না?"

খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আমি তার বিছানার কাছে গেলাম; মনে একটা বিশ্রী রকমের অহেতুক আশঙ্কা নিজের মন্দ স্বাস্থ্যের জন্যে; রোগীর কাছে যেতে হ'লে সাধারণতঃ যা হয়। আস্তে আস্তে ব'ল্‌লাম তাকে—"আমি, অলিয়েসিয়া! আমি এই মাত্র ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্‌ছি গ্রাম থেকে।...সারা সকালটা শহরে কাটাতে হ'য়েছিল...তোমার কি অসুখ ক'রেছে অলিয়েসিয়া?"

বালিশ থেকে মাথা না নাড়িয়ে সে তার খোলা হাতখানা

বাড়িয়ে দিল যেন হাওয়ায় কিছু স্পর্শ ক'রতে চায়। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার গরম হাতখানা হাতে নিলাম আমার। তার সাদা কোমল চামড়ার উপর দুটো বড়ো বড়ো নীল দাগ ফুটে উঠেছে, একটা কব্জিতে আর একটা কনুইয়ের উপর।

অতি কষ্টে ধীরে ধীরে অলিয়েসিয়া ব'ল্‌লে—ছাড়া ছাড়া কথা—"ওগো,...আমি...তোমায় দেখতে চাই...কিন্তু পারছি না যে...ওরা আমায় পঙ্গু ক'রে দিয়েছে...আমার সমস্ত শরীরখানা...তোমার মনে আছে...তুমি আমার মুখখানা কতো ভালোবাস্‌তে...ভালো লাগতো না তোমার? আমি যে কতো খুসী হ'তাম তাতে...সব সময়...আর এখন তোমার বিশ্রী লাগবে সেটা...এমন কি আমার দিকে চাইতেও তোমার ভালো লাগ্‌বে না।...তাই তো আমি...চাইছিনা..."

তার কানের কাছে মুখ নিচু ক'রে ব'ল্‌লাম—"অলিয়েসিয়া, তুমি আমায় ক্ষমা করো।" সে অনেকক্ষণ তার গরম হাতখানা দিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধ'রে রইল। তারপর ব'ল্‌লে—"কিন্তু তুমি কি বলছ? তোমায় আমার ক্ষমা করবার কি আছে বলো? একথা ভাঁবতেও তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তোমার দোষ এতে কি ক'রে হ'তে পারে? সবই তো আমার দোষ—আমি যেমন বোকা...কেন ম'রতে গিছ্‌লাম? না না, তুমি নিজেকে দোষ দিও না।"

"অলিয়েসিয়া বলো......তুমি আগে প্রতিজ্ঞা করো...যে তুমি......"

"বলো, তুমি যা বল্‌বে প্রতিজ্ঞা করছি..."

"আমাকে একজন ডাক্তার আনতে দাও—আমি তোমায় অনুনয়

ক'রছি। সে যা ব'লবে তোমায় তা ক'রতে হবে না, যদি তোমার ইচ্ছে না হয়···তুমি কেবল বলো···"হ্যাঁ—নিয়ে এসো"···অন্ততঃ আমার জন্যে তুমি বলো, অলিয়েসিয়া।"

"ও তুমি আমায় ভয়ানক ফাঁদে ফেললে দেখ্‌ছি! না, তুমি আমায় প্রতিজ্ঞার হাত থেকে রেহাই দাও। যদি আমার সত্যিই ভয়ানক অসুখ ক'রতো, ম'রতে ব'সতাম—তবুও আমি আমার কাছে ডাক্তারকে আসতে দিতাম না। আমি কি অসুস্থ নাকি? কেবল আতঙ্কে আমায় এমনি ক'রে ফেলেছে—সন্ধ্যা হলেই সেটা কেটে যাবে। যদি না যায়, দিদিমা আমায় লিলির কাথ বা একটু কন্টিকারীর চা ক'রে দেবে। ডাক্তার এনে কি হবে? তুমি···তুমিই আমার সব চেয়ে বড়ো ডাক্তার যে। তুমি সবে মাত্র এসেছ···তাতেই আমি এরই মধ্যে ভালো বোধ করছি। আর কেবল একটা খুব খারাপ লাগ্‌ছে···আমি তোমায় দেখ্‌তে চাই···একটা চোখ দিয়ে হ'লেও দেখ্‌তে চাই···কিন্তু ভয় হচ্ছে···"

অতি সন্তর্পণে বালিশের উপর থেকে অলিয়েসিয়ার মাথাটা আমি তুললাম। জ্বরের ঘোরে তার মুখখানা লাল টক্‌টকে হ'য়ে গেছে—কালো চোখদুটো অস্বাভাবিক রকম জ্বল জ্বল করছিল, তার শুক্‌নো ঠোঁট দুটো ভয়ে ভয়ে কাঁপছিল। লাল লাল টানা টানা আঁচড় কাটার দাগ তার কপালে, গালে আর ঘাড়ে। কপালে আর চোখের কোণে ঘন কালশিরা প'ড়ে গেছে।

"আমার দিকে চেয়ো না, ওগো, আমি ব'লছি আমার দিকে চেয়ো না; আমি এখন কদাকার হ'য়ে গেছি।" চাপাগলায় এই কথা ব'লে অনুনয় ক'রে তার হাত দিয়ে আমার চোখদুটো ঢাকবার চেষ্টা ক'রতে লাগ্‌লো।

করুণায় আমার মনটা ছলছল ক'রে উঠ্‌লো। কম্বলের উপর অলিয়েসিয়ার স্থির হাত খানার উপর আমার ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়ে—সুদীর্ঘ নীরব চুম্বন এঁকে দিলাম তাতে। এর আগেও আমি তার হাতে চুম্বন ক'রতে গেলেই সে সলাজ চমকে চকিতে তার হাতদুটো টেনে নিত আমার কাছ থেকে, কিন্তু এখন আর সে আমার সোহাগে কোনো বাধাই দিল না ; তার অপর হাতে ক'রে ধীরে ধীরে আমার চুল গুলো গুছিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

সে চাপাগলায়—জিজ্ঞাসা ক'রলো—"তুমি সব জানো ?"

আমি নীরবে মাথা নিচু ক'রলাম। সত্যি বল্‌তে কি, আমি নিকিটার বর্ণনা থেকে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারি নি, আবার সেই সকাল বেলাকার গত ঘটনা উল্লেখ ক'রতে গিয়ে অলিয়েসিয়া উত্তেজিত হয়—আমি সেটা চাইলাম না। হঠাৎ রাগের অদম্য উত্তেজনায় আমায় আচ্ছন্ন ক'রলো সেই উৎপীড়নের কথা ভেবে যা তার উপর হ'য়েছে। সোজা হয়ে উঠে বদ্ধমুষ্টি নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম—"আঃ কেন আমি সেখানে ছিলাম না তখন……তা'হলে—একবার…"

"না না, দুঃখু ক'রো না…দুঃখু করো না……রাগ ক'রো না তুমি…" অলিয়েসিয়া খুব শান্তভাবে বাধা দিল আমায়।

আমি আর কান্না থামাতে পারছিলাম না—আমার গলা ব'সে আস্‌ছিল, চোখ ছল্‌ছল্ ক'রছিল ; অলিয়েসিয়ার কাঁধে আমার মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেল্‌লাম খুব—নীরবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

"তুমি কাঁদ্‌ছো ? তুমি কাঁদ্‌ছো ?" বিস্ময়ে করুণাভরা কোমল কণ্ঠে ব'ল্‌লে অলিয়েসিয়া ; "না না…কেঁদো না তুমি…ছিঃ…নিজেকে কষ্ট দিও না তুমি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি কতো খুশী দেখ্‌ছো না। না না…যতক্ষণ এক সঙ্গে আছি কাঁদবো কেন ? এই শেষের

ক'টা দিন আমরা একটু খুশী হই না কেন, তাহ'লে বিদায় বেলায় তত কষ্ট হবে না।"

বিস্মিত হ'য়ে আমি মাথা তুললাম। অনাগত কি এক আশঙ্কা ধীরে ধীরে আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রতে লাগ্‌লো।

"শেষ দিনগুলো! অলিয়েসিয়া? তুমি কি ব'ল্‌ছো—শেষ? কেন আমরা বিচ্ছিন্ন হবো?"

অলিয়েসিয়া চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইলো, তারপর দৃঢ়ভাবে বল্‌লো—"আমাদের বিচ্ছিন্ন হ'তেই হবে। আমি সামান্য একটু সেরে উঠলেই এখান থেকে আমরা চ'লে যাব—দিদিমা আর আমি। আর বেশীদিন এখানে আমাদের থাকা চ'লবে না।"

"তুমি কি কিসেও ভয় পেয়েছ?"

"না গো না, আমি কিসেও ভয় পাইনি, ভয়ের কিছু থাকলেও। আমি কেন অনর্থক লোকদের মন্দ কাজে প্ররোচিত ক'রবো? তুমি হয়তো জান না, ওখানে ঐ পিয়েরব্রডে আমার এমন রাগ আর অপমান বোধ হ'য়েছিল যে আমি তাদের অভিসম্পাত দিয়েছি। এখন যদি কিছু হয় তারা আমাদের ধ'রবে। যদি গরু ঘোড়া ম'রতে আরম্ভ করে বা ঘরে আগুন লেগে যায়—আমরাই হবো অপরাধী তখন।" তারপর মাঙ্গুইলিখার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বল্‌লে··· "দিদিমা, আমি যা বল্‌ছি সত্যি নয়?"

"কি ব'লেছিলে ভাই দিদি, সত্যি ব'ল্‌ছি আমি শুনিনি।" বিড় বিড় ক'রে ব'লে বুড়ী তার কাছে এগিয়ে এসে কানে হাত দিয়ে উৎকর্ণ হ'লো, তার কথার দিকে "আমি বল্‌ছিলাম এরপর পিয়েরব্রডে যা কিছু অমঙ্গল হবে তারা দোষ চাপাবে আমাদের উপর।"

"তা সত্যি, তা সত্যি কথা অলিয়েসিয়া—তারা সব কিছু আমাদের

ঘাড়ে চাপাবে···যত সব হতভাগা শয়তানগুলো। আমরা যে এখানকার বাসিন্দাই নই, তারা আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে··· একেবারে শেষ ক'রে দেবে আমাদের—ঐ আপদগুলো। এর আগে আমাকে ওরা কি রকম ক'রে গ্রাম থেকে তাড়িয়েছিল? কেন? ঠিক এই একই কারণে নয়? খুব তিতিবিরক্ত হ'য়ে আমি কেবল তাদের ভয় দেখিয়েছিলাম। কোথাকার এক বোকার হাড় মেয়ে···তার শিশুটা মারা গেল—আমার তাতে কোনই দোষ ছিল না, আমি স্বপ্নেও ঐ ব্যাপার ভাবি নি অথবা ভূতও আমি নামাই নি··· কিন্তু ঐ শয়তানগুলো আমায় মেরে ফেলেছিল আর একটু হ'লে। আমার দিকে পাথর ছুঁড়তে আরম্ভ ক'রলো লোকগুলো···আমি ছুটলাম তোকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে···তুই তখন নিতান্ত শিশু। ভাবলাম ওরা যদি আমায় মারে কিছু যায় আসে না; কিন্তু এই নির্দোষ শিশুটা আহত হবে কেন। তা হলো না, সেই শিশুর উপরই আসতে লাগলো যা কিছু···লোকগুলো অত্যন্ত বর্বর—জঘন্য মড়া-খেকো সব।"

"কিন্তু তোমরা যাবে কোথায়? তোমাদের তো কোথাও বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। আর নূতন জায়গায় গিয়ে বসবাস ক'রতে হ'লে তোমাদের পয়সারও দরকার!"

"আমরা কোনো রকমে চ'লে যাব।" অন্যমনস্কভাবে অলিয়েসিয়া বললে···"টাকাও জুটে যাবে। দিদিমার কিছু জমা আছে।"

"টাকাও জুটে যাবে।" বুড়ী ধ'মকে উঠলো রেগে; বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ব'ললে— "বিধবার কড়ি—চোখের জলে ধোয়া।"

"অলিয়েসিয়া, আমার কি হবে? তুমি আমার কথা ভাবতেও

চাওনা।" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। মনে মনে অলিয়েসিয়ার উপর খুব বিশ্রী রকমের রাগ হ'চ্ছিল।

সে নিজেকে একটু তুলে তার দিদিমার উপস্থিতি না মেনে, আমার মাথাটা দু'হাতে ধ'রে আমার গালে কপালে পর পর চুম্বন ক'রতে লাগ্‌লো উপরাউপ্‌রি। তারপর ব'ললে—"আমি যে সব-চেয়ে বেশী ভাবি তোমার কথা। ওগো কেবল তোমারই কথা। আমাদের কপালে যে আমাদের মিলন নাই—তাই এই দশা। তোমার মনে আছে? আমি তোমার জন্যে তাস পেতেছিলাম? তাসে যা ব'লেছিল তার প্রত্যেকটী হুবহু ঘ'টেছে। বিধাতার ইচ্ছা নয় আমরা সুখী হই। তা না হ'লে আমি কি কোনো কারণে ভয় পেতাম।"

"অলিয়েসিয়া, তুমি আবার ভাগ্যের কথা কইছো," অধৈর্য হ'য়ে ব'ল্‌লাম আমি—"আমি ওতে বিশ্বাস ক'রতে চাইনা—আমি কখনোই বিশ্বাস ক'রবো না।"

অলিয়েসিয়া ভীত হ'য়ে চুপি চুপি ব'লে উঠ্‌লো—"না···না···না—অমন কথা ব'লো না। আমি আমার জন্যে ভয় পাচ্ছি না, তোমার জন্যে। না, না, তোমার ও নিয়ে কথা না বলাই ভালো।"

অলিয়েসিয়াকে সে আশঙ্কা থেকে বিরত করবার চেষ্টা বৃথা হ'লো আমার। বৃথাই আমি তার ভবিষ্যতের নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছবি এঁকে দেখালাম যা কুটিল নিয়তি বা খল, দুষ্ট লোকেও ভাঙ্গতে পারে না। অলিয়েসিয়া কেবল আমার হস্ত চুম্বন ক'রে মাথা নাড়লো—"না-না-না···আমি জানি। আমি দেখতে পাচ্ছি।" বেশ দৃঢ়ভাবে ব'ল্‌লে আবার—"কিছু না—কেবল দুঃখুই র'য়েছে আমাদের কপালে আর কিছু নেই।"

তার এই একগুঁয়ে অন্ধ কুসংস্কারে ব্যাকুল এবং হতাশ হ'য়েই তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"তা হ'লে কবে তোমরা চ'লে যাচ্ছ দিনটা আমায় জানিয়ে দিও!"

অলিয়েসিয়া ভাব্‌তে লাগ্‌লো। হঠাৎ তার মুখে হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটে উঠলো। ব'ললে—"সে বিষয়ে আমি একটা ছোট্ট গল্প তোমায় ব'লবো। এক সময় একটা নেকড়ে বাঘ বনের ভিতর দিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটা ছোট্ট খরগোশকে দেখতে পেয়ে তাকে ব'ল্‌লে, 'আরে খরগোশ, আমি তোকে খাব।' খরগোশটা অনুনয় ক'রে বল্‌লে—'আমাকে তুমি দয়া করো। আমি বাঁচ্‌তে চাই। ঘরে আমার ছোট্ট ছোট্ট সন্তানগুলি রয়েছে।' নেকড়েটা রাজী হ'লো না। তখন খরগোশটা ব'ল্‌লে—'আচ্ছা বেশ, তাহলে আমাকে অন্ততঃ আর তিন দিন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে দাও, তারপর তুমি খেতে পাবে; তখন মরাটা আমার পক্ষে এর চেয়ে সহজ হবে।' নেকড়েটা তাকে তিন দিন সময় দিলে। তাকে খেলো না, তার উপর নজর রাখলো। একদিন কেটে গেল; দ্বিতীয় দিনও গেল, তৃতীয় দিনও শেষ হয় হয়। নেকড়ে ব'ল্‌লে, 'এইবার তুমি তাহ'লে তৈরী হও। আমি তোমায় খাবো।' তখন খরগোশ বেচারা আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌লে—'ওগো' নেকড়ে বাঘ, কেন তুমি আমায় ঐ তিন দিন ছেড়ে দিলে? তুমি যে মুহূর্তে আমায় প্রথম দেখেছিলে তখনই খেয়ে ফেল্‌লে যে আমার ভাল ছিল। এই তিন দিন তো আমি বেঁচে ছিলাম না কেবল মৃত্যু যন্ত্রণা পেয়েছি সারাক্ষণ।'...

"দেখ, সেই ছোট্ট খরগোশটা সত্যি কথাই বলেছিল, তোমার তাই মনে হয় না কি?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম—ভাবি সঙ্গিহীনতার আশঙ্কার অস্পষ্ট

ইঙ্গিতে আমার মনটা বিকল হ'য়ে প'ড়েছিল। অলিয়েসিয়া উঠে বিছানায় ব'স্‌লো। হঠাৎ তার মুখখানা গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। ধীরে ধীরে ব'ল্‌লে—"শোনো ভ্যানিয়া, বল দেখি তুমি যতদিন আমার সঙ্গ পেয়েছ সুখী হওনি কি? তোমার কি মনে হয় সেটা ভালোই হ'য়েছে।"

"অলিয়েসিয়া, তুমি সে কথা এখনও জিজ্ঞাসা ক'রছো?"

"থামো,...আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তুমি একটুও অনুতাপ করোনি কি? আমার সঙ্গে যখন থাক্‌তে, তুমি কি আর কোনো মহিলার কথা ভেবেছো?"

"না, এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবিনি। কেবল তোমার সঙ্গে যখন থাক্‌তাম কেন, যখন একলাও থাক্‌তাম তোমার কথা ছাড়া আর কারোও চিন্তা আমার ছিল না।"

"আমার উপর হিংসা তোমার হ'য়েছিল কি? আমার উপর রাগ ক'রেছিলে কি কখনও? তুমি আমার সঙ্গে যখন থাক্‌তে কখনও কি অসুখী বোধ ক'রেছিলে?"

"না অলিয়েসিয়া, কখনও না।"

সে তার হাত দুটো আমার কাঁধের উপর রেখে অব্যক্ত প্রেম বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে—"তা হ'লে তোমায় ব'লে রাখি—যখন আমার কথা তোমার মনে হবে তুমি কিছুতেই, আমি দুঃখে আছি বা আমার অমঙ্গল হ'য়েছে তা ভাব্‌তে পার্‌বে না..." স্থির বিশ্বাসেই সে কথাগুলো বল্‌লে, যেন আমার চোখে সে ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে পাচ্ছে। "আমরা যখন চ'লে যাবো তখন তোমার খুব দুঃখু হবে, ভয়ানক দুঃখু।...তুমি কাঁদবে...কোথাও একটুও সান্ত্বনার জায়গা খুঁজে পাবে না। তারপর যখন সব চ'লে

যা[illegible]—মিলিয়ে যাবে…তখন তুমি আমার কথা বেশ সহজে সুখের সঙ্গে ভাবতে পারবে—কোনো দুঃখু হবে না।" এই ব'লে সে তার মাথাটা আবার বালিশের উপর রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে—"হ্যাঁ, এইবার যাও, ওগো সর্বস্ব আমার, তুমি বাড়ী যাও…আমি একটু ক্লান্ত—হ'য়ে পড়েছি। না থামো…চুমা দাও আমায়, দিদিমার জন্যে ভয় ক'রো না, দিদিমা কিছু মনে ক'রবে না। তুমি কিছু মনে করো না, না দিদিমা ?"

"বিদায় নিয়ে নাও। তোমাদের তো বিচ্ছিন্ন হ'তেই হবে।" তারপর একটু অসন্তুষ্ট ভাবে বুড়ী ব'ল্‌লে—"আমার কাছ থেকে ওসব লুকাতে চেষ্টা করো কেন তোমরা ? আমি যে এসব অনেক দিন আগেই জানি।"

"চুমা দাও আমায়—দাও এখানে এখানে আর এইখানে।" অলিয়েসিয়া ব'লতে লাগ্‌লো আর আঙুল দিয়ে তার চোখ, গাল, মুখ দেখিয়ে দিলে।

আমি আশঙ্কায় শিউরে উঠে ব'ল্‌লাম—"অলিয়েসিয়া তুমি এমন ক'রে বিদায় নিচ্ছ যেন আমাদের দুজনে আর কখনও দেখা হবে না।"

"জানি না, ওগো আমি কিছুই জানি না—কিছুই জানি না। এই-বার তুমি এসো, ভগবান তোমার সহায় হ'ন। না, না, একটু দাঁড়াও, আর এক মুহূর্ত,…আমার কাছে স'রে এসো।…তুমি কি জান আমার দুঃখু কিসের ?" তারপর তার অধর দিয়ে আমার ওষ্ঠে স্পর্শ ক'রে চুপি চুপি ব'ল্‌ল—"তুমি আমায় একটি সন্তান দিলে না—ও! আমি তাহ'লে কতো সুখী হ'তাম।"

মামুইলিখার সঙ্গে আমি বেরিয়ে এলাম পথে, [illegible] ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলীতে ঢেকে ফেলেছে। সূর্য তখনও পূর্বদিক

ঘেঁসে কিরণ দিচ্ছে—এই আলো আর আসন্ন অন্ধকারের মিশ্রণে—কি যেন একটা অনঙ্গলের সূচনা ক'রছিল। বুড়ী উপরদিকে চাইলো ছাতার মত হাতে ক'রে চোখ দুটো আড়াল ক'রে, তারপর ঘাড় নাড়তে লাগ্‌লো যেন অর্থ বুঝেছে তার।

"হুঁ···আজ পিয়েরব্রডের উপর ঝড় আর বজ্রপাত হবে," দৃঢ় বিশ্বাস সহকারেই সে বল্‌লে, "শিলাবৃষ্টি সেই সঙ্গে·····খুব সম্ভাবনা আছে।"

(১৪)

পিয়েরব্রডে এসে প্রায় পৌঁছে গেছি এমন সময় হঠাৎ এক ঘুর্ণি হাওয়া উঠ্‌লো, রাস্তার উপর ধূলারকুণ্ডলী উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগ্‌লো। বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটা ইতস্তত: প'ড়তে আরম্ভ হ'লো।

মাসুইলিখা ভুল বলেনি। সারদিনের অসহ্য উত্তাপে ঝড়ের যে বেগ পুঞ্জীভূত হ'য়েছিল পিয়েরব্রডের উপর প্রচণ্ড ভাবে বইতে লাগ্‌লো অসাধারণ গতিতে। বিদ্যুৎ চম্‌কাতে লাগলো অবিরাম; আমার ঘরের জানালাগুলো কাঁপতে লাগ্‌লো—বাজের আওয়াজে সার্শির কাঁচগুলো ঝন্‌ঝনিয়ে উঠছিল। রাত্রি প্রায় আটটার সময় কয়েক-মিনিটের জন্যে ঝড়টা একটু শান্ত হ'লো, কিন্তু তা কেবল আবার নূতন গর্জনে শুরু করবার জন্যে; হঠাৎ বধির-করা শব্দে কি যেন হুড়্‌ হুড়্‌ ক'রে প'ড়তে লাগলো ছাদের উপর—ঘরের দেওয়ালের উপর। জানালার কাছে ছুটে গেলাম, ওয়ালনাটের মত বড়ো বড়ো শিল প'ড়ছে ভীষণ বেগে; মাটিতে প'ড়ে অনেক দূর পর্যন্ত আবার লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। বাড়ীর সামনে তুঁতগাছের ঝাড়ের দিকে

চাইলাম, সেগুলো নেড়া দাঁড়িয়ে আছে—প্রত্যেকটি পাতা সেই ভয়ঙ্কর শিলার ঘায়ে উড়ে বেরিয়ে গেছে। জানালার নিচে যারমোলার চেহারা ভেসে উঠ্‌লো—অন্ধকারে ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। একটা ভেড়ার চামড়ায় মাথাটা ঢেকে সে রান্নাঘর থেকে ছুটেছে খড়খড়ি বন্ধ ক'রতে। তখন অনেক দেরী হ'য়ে গেছে—একটা মস্ত বড়ো বরফের চাঁই এসে জানালায় এমন জোরে লাগ্‌লো যে সেটা চুরমার হ'য়ে গেল—ঝন ঝন শব্দে কাঁচগুলো টুকরো টুকরো হ'য়ে মেঝেতে ছ'ড়িয়ে প'ড়লো।

তখন অবসন্নতা আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল, পোষাক পরিচ্ছদ পরা অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে প'ড়লাম। মনে হ'য়েছিল যে রাত্রে বোধ হয় আমি একটুও ঘুমোতে পারবো না—সকাল পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে কাটাতে হবে নিষ্ফল মর্মবেদনায়। তাই পোষাক না ছেড়ে শোয়াই আমি সিদ্ধান্ত ক'রেছিলাম—পরে দরকার হলে ঘরে ক্রমাগত পায়চারী ক'রেও নিজেকে একটু শ্রান্ত ক'রতে পারবো। কিন্তু সে এক অদ্ভুত অবস্থা হ'লো আমার মনে, আমি যেন কয়েক সেকেণ্ড মাত্র চোখ বুজে ছিলাম, যখন খুললাম তখন খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে ঘর ভ'রে গেছে তার ভিতর অসংখ্য সোনালী ধূলিকণা ঝিক মিক্ ক'রে বেড়াচ্ছে।

যারমোলা আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখে গভীর উৎকণ্ঠা আর ধৈর্যহারা প্রত্যাশার ছাপ। হয়তো অনেকক্ষণ থেকে আমার ঘুম ভাঙ্গার অপেক্ষা ক'রছিল। সে ধরা গলায় ব'ল্লে—"মশাই, দোহাই আপনার, আপনি বরং এখান থেকে চ'লে যান, মশাই।" তার কণ্ঠস্বরে একটা অসোয়াস্তির ভাব পরিস্ফুট ছিল।

বিছানা থেকে উঠে ব'সে মেঝেতে পা রেখে যারমোলার দিকে

বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ব'ল্লাম—"বরং চলে যান? কোথায়? কেন? তুমি নিশ্চয় পাগল হ'য়ে গেছে?"

গর্জন ক'রে উঠ্‌লো যারমোলা—"না, আমি পাগল হইনি। আপনি শোনেন নি তো গত কালের শিলাবৃষ্টিতে কি হ'য়ে গেছে? গ্রামের শস্যের আর্ধেক যেন কে পায়ে ক'রে মাড়িয়ে গেছে—একেবারে নষ্ট—ম্যাক্‌সিমাম্‌দের, গোটদের, বুড়ো য়্যাড্‌লিপ্যাটের, প্রোকোপ্‌কাক ভাইদের, গোর্ডি ওলফারের···সব নষ্ট। সেই এই অভিসম্পাত দিয়েছে আমাদের, সেই শয়তানী ডাইনিটা—নরকে পচুক সে।"

চকিতে আমার মনে প'ড়ে গেল গতকাল কি হ'য়েছিল গির্জার কাছে, অলিয়েসিয়ার অভিসম্পাত আর তার সেই আশঙ্কা।

যারমোলা ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—"গ্রামশুদ্ধ লোক গেছে ক্ষেপে—সকাল বেলাই প্রথমে প্রচুর মদ খেয়েছে সকলে, তারপর এখন মারামারি শুরু ক'রেছে; তারা আপনার নামেও দোষারোপ ক'রেছে। জানেন তো—আমাদের জাতটা কেমন? যদি তারা ডাইনিদের কিছু করে তাতে কিছু যায় আসে না। ছোটলোকের ঠিক সাজাই হবে। কিন্তু মশাই আপনাকে···তাই আমি কেবল সাবধান করি, আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন এখান থেকে স'রে পড়ুন।"

অলিয়েসিয়ার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'লো, আমাকে এখনই তাকে জানাতে হবে কি বিপদ তার এবং মানুইলিখার সামনে ঝুলছে। তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে মুখটা ধুয়ে ফেল্‌লাম, একটুও না দাঁড়িয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম ডেভিল্‌স কর্নারের দিকে। সেই জীর্ণ কুটীরের দিকে যতই এগোতে থাকি' একটা অস্পষ্ট বিষাদময় উৎকণ্ঠা আমায় তত পেয়ে বসে।

মনে মনে ব'লছিলাম···এই মুহূর্তেই বুঝি আমায় আবার একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় প'ড়তে হয়!

বেলে মাটির টিপির গায়ে সেই সরু পায়ে-চলা পথটা আমি বোধহয় একলাফেই পেরিয়ে এলাম। কুটীরের জানালাগুলো সব খোলা, দরজাটাও ফাঁক হ'য়ে র'য়েছে।

'হায় ভগবান একি হ'লো?' চাপা গলায় বেরিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। চলন পথে ঢুকতে গিয়ে আমার বুকটা দ'মে গেল।

কুটীর ফাঁকা প'ড়ে আছে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ছেড়ে গেলে যেমন এলোমেলো আবর্জনায় বিষাদ ছড়ানো থাকে তেমনি বিষাদ ছড়ানো কেবল চারিদিকে। ছেঁড়া কাপড় আর জঞ্জালের স্তূপ মেঝের একধারে, আর এক কোণে খাড়া র'য়েছে বিছানার ফাঁকা কাঠামোখানা।

দুর্বিসহ বেদনায় আমার অন্তর ভ'রে উঠলো—চোখের জল উপচে এলো—তখনই কুটীর থেকে বেরিয়ে আসতে যাবো এমন সময় চোখে প'ড়লো একটা কি যেন চক্ চকে জিনিষ ঝুলছে। যেন ইচ্ছে ক'রেই ঝুলিয়ে গেছে, জানালার কাঠামোর এক কোণে। সস্তা লাল পুঁতির একটা মালা সেটা,—পলিয়েসিতে তাকে বলে প্রবাল, কেবল সেই একটি মাত্র জিনিষ রইলো আমার কাছে অলিয়েসিয়া আর তার কোমল উদার হৃদয়ের প্রেমের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ।